উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৮,১৪৮.৪৯ (-৫০.৬২)
নিফটি : ২৩,৬৮৮.৯৫ (-১৮.৯৫)

আপ-কে সমর্থন তৃণমূলের
জাতীয় রাজধানীতে আপের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট আগেই ভেস্তে গিয়েছিল। এবার সেই ভাঙনকে আরও তীব্র করে দিল্লি বিধানসভা ভোটে আপকে সমর্থন জানাল তৃণমূল। » ৭

আজ থেকে গঙ্গাসাগরমেলা
বৃহস্পতিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগরমেলা। মুখ্যমন্ত্রী বাবুঘাট থেকে মেলার উদ্বোধন করবেন। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৪°	২৪°	২৪°	২৪°
সর্বনিম্ন	১২°	১১°	১১°	১২°

আমার আসল বয়স কম, দাবি মমতার » ৫

শিলিগুড়ি ২৪ পৌষ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 9 January 2025 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 231

শ্বেতশুভ্র পাহাড়

বরফঢাকা পূর্ব সিকিমের জুলুখ (ওপরে) এবং দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু। ছবি : প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস ও মৃণাল রানা।

বাবলা খুনে গ্রেপ্তার তৃণমূলেরই নেতা

এক খুনে তোলপাড় রাজ্য। হবে নাই বা কেন! টার্গেট যে তৃণমূলের দাপুটে নেতা। খুন তো আর এমনি এমনি হননি। তার পেছনে কারণও রয়েছে ঢের। ঘটনায় পুলিশের জালে দলেরই দাপুটে নেতা। আছে নাকি আরও বড় মাথাও, চর্চা মালদায়।

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৮ জানুয়ারি : অন্তত সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের সব থেকে হাই প্রোফাইল খুনের ঘটনায় দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্যকর মোড়। বাবলা সরকারকে খুনের ঘটনায় বুধবার গ্রেপ্তার করা হল মালদায় শাসকদলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে। এছাড়াও পুলিশের জালে বেশ কয়েকটি খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে জেল খাটা স্বপন শর্মাও।

এদিকে উত্তরবঙ্গের ওই হত্যার রেশ পৌঁছে গিয়েছে কলকাতাতেও। এডিজি সাউথ বেঙ্গল সুপ্রতিম সরকার সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, মালদহের জেলা তৃণমূল সহ সভাপতি দুলাল সরকারকে খুনের জন্য ৫০

৫০ লক্ষ টাকার সুপারি

খুনের কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা

লক্ষ টাকার সুপারি দেওয়া হয়েছিল। এডিজি সাউথ বেঙ্গল বলেন, 'স্বপন এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতী। একাধিক অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। ধৃতদের জেরা করে জানতে পেরেছি দুলাল সরকারকে মারার জন্য চারজন এসেছিল গাড়িতে। তাদের মধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দুজন এখনও পলাতক।'

বুধবার জেলা আদালতে যাওয়ার পথে খানিকটা মরীয়া ভঙ্গিতে নরেন্দ্রনাথ ওরফে নন্দু দাবি করেন, তাঁকে ওই ঘটনায় ফাঁসানো হয়েছে। পুলিশ গাড়িতে তোলার আগে প্রথমে স্বপন শর্মা বলেন, আমি কিছু জানি না। হঠাৎ আমাকে তুলে আনা হয়েছে। আর ইংরেজবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের কথায়, 'ঘটনার পেছনে বড় মাথা আছে। বড় চক্রান্ত হয়েছে।' ধৃতদের তিন দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দলেরই নেতাকে খুনের অভিযোগে নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে গ্রেপ্তারের অভিঘাত অবশ্য পড়েছে রাজনৈতিক মহলে। মালদহ সদরের তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ আগেই দুলাল ওরফে বাবলাকে হত্যার হুমকি দিয়েছিলেন। এমনই দাবি করলেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী।

এরপর দশের পাতায়

ওঁত পেতে ভূমিকম্প

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : সদ্য ভূমিকম্প তিব্বতের ক্ষতি করেছে বলে নিশ্চিন্তে থাকার জো নেই। হিমালয় অঞ্চলের দেশগুলিতে বিপদ ওঁত পেতেই আছে। ভারতে সেই বিপদ কাশ্মীর থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত পর্যন্ত আড়াই হাজার কিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত। ভবিষ্যতে রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

তেমন বড় ভূমিকম্প হলে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে ব্যাপক ধস নামার আশঙ্কা ষোলোআনা। অথচ পাহাড়জুড়ে এখন বহুতলের ছড়াছড়ি। যা ভূমিকম্পের বিপদ বাড়িয়ে দিচ্ছে। হিমালয় থেকে অনেক দূরে থাকলেও স্বস্তি নেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গবাসীরও। কলকাতায় মাটির নীচে সাড়ে ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার অবধি রয়েছে পলিমাটি ও বালির স্তর। মাটির অল্প নীচে রয়েছে জলস্তরও। ভূমিকম্পের ফলে সেই জল ও মাটি কাদায় পরিণত হয়ে চোরাবালির মতো কাজ করবে। উঁচু বাড়ি মাটিতে ঢুকে যাবে অথবা হেলে যাবে।

দুই ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ সুপ্রিয় মিত্র ও শংকর নাথ জানিয়েছেন, প্রতিবছর ইন্ডিয়ান প্লেট ইউরেশিয়ান প্লেটের নীচে ২২ মিলিমিটার করে ঢুকে যাচ্ছে বলে দুই প্রান্ত থেকে হিমালয়ের ওপর প্রবল চাপ তৈরি হচ্ছে। ভূমিকম্পের আগাম দিনক্ষণ বলতে রাজি নন বিশেষজ্ঞরা। শংকর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেও আদতে খড়্গপুর আইআইটির ভূ-বিজ্ঞানী।

পাহাড়জুড়ে এখন বহুতলের ছড়াছড়ি। যা ভূমিকম্পের বিপদ বাড়িয়ে দিচ্ছে

সুপ্রিয় কেন্দ্রীয় সংস্থা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, কলকাতার অধ্যাপক। শংকরের বক্তব্য, ভূমিকম্পে কেউ মরে না, বাড়িঘর ধসে মানুষের মৃত্যু হয়। অথচ নিয়ম না মেনে আকাশচুম্বী অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে পাহাড়ি এলাকাতেও।

এরপর দশের পাতায়

দেখা নেই ট্যাক্স কালেক্টরদের

৩৩ কোটি টাকার কর বকেয়া

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : ভাঁড়ে মা ভবানী। কিন্তু ভাঁড় ভরতে চেষ্টা কোথায়!

কথা হচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগম নিয়ে। গত কয়েক বছরে শুধু হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদই এখানে বকেয়া প্রায় ৩৩ কোটি টাকা। শহরের একাধিক ব্যক্তিগত বহুতল তো বটেই, হোল্ডিং ট্যাক্স বকেয়া রয়েছে একাধিক সরকারি সংস্থার কাছেও। এই তালিকায় শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এনবিএসটিসি, রেল, আকাশবাণীর মতো বেশ কিছু রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় নয়ের দশকের শেষ থেকেই নাকি বকেয়া রয়েছে ট্যাক্স।

একটা সময় ছিল, যখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর সংগ্রহ করতেন কর্মীরা, যাঁদের বলা হত 'ট্যাক্স কালেক্টর'। কিন্তু এখন আর বাড়ি বাড়ি দেখা মেলে না তাঁদের। পুরনিগম সূত্রেই খবর, ৪৭টি ওয়ার্ডের জন্য মোট ৪৫ জন ট্যাক্স কালেক্টর রয়েছেন। নিয়মমতো তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর সংগ্রহ করার কথা। কিন্তু অধিকাংশই তা না করে বরো অফিসে বসে থাকছেন। সম্পত্তি কর বিভাগের মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতো বলছেন, 'ট্যাক্স কালেক্টররা কী কারণে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন না তা খোঁজ নিতে হবে। বিষয়টি দেখব।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে জোর দিয়েছে পুরনিগম। মানুষের উপর করের বোঝা না চাপিয়ে নিজস্ব আয় বৃদ্ধি নিয়ে ইতিমধ্যেই

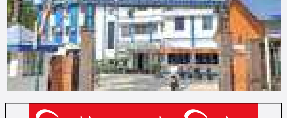

বিপাকে পুরনিগম

- সরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাড়ি, ফ্ল্যাটে কর বকেয়া
- কিছু সরকারি সংস্থা কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে ট্যাক্স দিচ্ছে না
- বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর সংগ্রহ করার কথা ট্যাক্স কালেক্টরদের
- ৪৫ জন ট্যাক্স কালেক্টরের কেউই বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠছে

কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু বছরের পর বছর অনেক জায়গায় বকেয়া রয়েছে হোল্ডিং ট্যাক্স।

এরপর দশের পাতায়

মনের কথা থেকে মাটির কথা

জনতার চার্জশিট

খোলা জানালা

পেতাম যদি সিংহাসন

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে একঝাঁক নতুন সেগমেন্ট

ইকো সেনসিটিভ জোনে ছেলেখেলা

পঞ্চায়েতের অনুমতিতে রিসর্ট মহানন্দায়

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৮ জানুয়ারি : রীতিমতো প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই ইকো সেনসিটিভ জোনে মহানন্দা নদীর বুকে তৈরি হয়েছে রিসর্ট। বিপদ বুঝে মাটিগাড়ার চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তারা এখন দায় এড়াতে চাইছেন। এমনকি পিঠ বাঁচাতে পুরোনো তারিখ দিয়ে নোটিশ লিখে রিসর্টের মালিকপক্ষকে দিয়ে সই করানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ সংবাদের হাতে যে তথ্য এসেছে তাতে স্পষ্ট যে, গ্রাম পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট কর নিয়ে ওই রিসর্টের অনুমতি দিয়েছিল। এমনকি রিসর্টে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে ১৫-১৬টি খুঁটি পুঁতে অনেক দূর থেকে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনক সাহা অবশ্য বলছেন, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে। ট্রেড লাইসেন্স অনলাইনে হয়। এই বিষয়ে আমার কিছুই জানা ছিল না।'

সূত্রের খবর, রিসর্ট মালিক অবদেশ যাদব তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রভাবশালী শ্রমিক নেতার আত্মীয়। সেই সূত্রেই প্রশাসনও ন্যায়, অন্যায় বিচার না করে দ্রুত সমস্ত অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। রিসর্টের পাশেই ওই শ্রমিক নেতার বিশাল জমি পাঁচিলে ঘেরা রয়েছে। এই ঘটনায় শুধু অবদেশ নয়, চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠছে।

মহানন্দা অভয়ারণ্যের খুব কাছেই চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মিলন মোড় পার্শ্বস্থ নদীগর্ভে বেশ কিছুদিন ধরে রিসর্টটি চলছে। গত বছরের জুলাই মাসে উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময় প্রশাসন কোনও গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু ওই এলাকা ইকো সেনসিটিভ জোন ঘোষণা হতেই রিসর্টটি নিয়ে জলঘোলা শুরু হয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হতেই নবান্ন থেকে কড়া নির্দেশ আসে।

এরপর দশের পাতায়

সেবকের পথে গাছ কাটায় জট

লাটাগুড়ির উড়ালপুলের জন্য কাটা পড়েছিল হাজার হাজার গাছ। তা নিয়ে আন্দোলন কম হয়নি। সেবকের অনুমোদিত এলিভেটেড করিডরের জন্যও কাটা পড়বে কয়েক হাজার গাছ। আর তা নিয়েই এখন উদ্বিগ্ন পরিবেশপ্রেমীরা।

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : কেন্দ্র অর্থবরাদ্দ করেছে ঠিকই। কিন্তু সেবকের এলিভেটেড করিডরে এখনও ছাড়পত্র দেয়নি বন ও পরিবেশমন্ত্রক। বন এবং বন্যপ্রাণের স্বার্থরক্ষায় এলিভেটেড করিডরের পক্ষে সায় দিলেও অনুমতি দেয়নি রাজ্যের বন দপ্তরও। ফলে সেবক সেনাছাউনি থেকে সেবক বাজার পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তার ভবিষ্যৎ অনুমতির ফাঁসে আটকে। তবে সড়ক পরিবহণমন্ত্রক অর্থবরাদ্দ করতেই নতুন করে বনাঞ্চল ধ্বংসের উদ্বেগ শুরু হয়ে গিয়েছে। উন্নয়নে বৃক্ষচ্ছেদনে সায় থাকলেও কেন পরিবেশ রক্ষায় বিকল্প ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

শিলিগুড়ির বালাসন সেতু থেকে সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত যে এলিভেটেড হাইওয়ের কাজ চলছে, তা সেবক বাজার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অর্থবরাদ্দ করেছে নীতিন গড়করির মন্ত্রক। ১৪ কিলোমিটার রাস্তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১,৪০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ফের হাজার হাজার গাছে কোপ পড়বে, যা নিয়ে আশঙ্কিত পরিবেশপ্রেমীরা। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলছেন, 'এশিয়ান হাইওয়ে এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ন্যাশনাল হাইওয়ে তৈরির ক্ষেত্রে ৪০ হাজার বড় গাছ কাটা পড়েছে সাম্প্রতিককালে। সেবকেও প্রচুর গাছ কাটা পড়বে। পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের জাঁতাকলে।'

প্রথমে এলিভেটেড হাইওয়ে তৈরির ক্ষেত্রে সায় ছিল সড়ক পরিবহণমন্ত্রকের। কিন্তু মহানন্দা অভয়ারণ্য এবং বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল বাঁচাতে এলিভেটেড করিডরের পক্ষে মত দেয় বন দপ্তর। কেন না, এই ক্ষেত্রে রাস্তাটি হবে কার্যত উড়ালপুল এবং তা তৈরি করার ক্ষেত্রে বর্তমান রাস্তার মাঝে পিলার বসবে। পাশাপাশি নীচ দিয়ে প্রয়োজনমতো বন্যপ্রাণী চলাচল করতে পারবে। কিন্তু সেবকে এলিভেটেড করিডরটি তৈরির ক্ষেত্রেও যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিতে এগোতে হবে, সেই রাস্তায় পা না দিয়েই অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে।

সেবকের এই রাস্তায় কাটা পড়বে কয়েক হাজার গাছ। ছবি : সূত্রধর

মেলেনি ছাড়পত্র

- সেবক পর্যন্ত এলিভেটেড করিডর তৈরি করতে হলে যৌথ সমীক্ষা করতে হবে
- কত গাছ কাটা পড়তে পারে, তার প্রাথমিক তালিকা দিতে হবে
- তারপরই বন দপ্তর অনুমতি চাইবে বন ও পরিবেশমন্ত্রক থেকে
- রাস্তাটি তৈরির জন্য গোটা পথে কয়েক হাজার গাছ কাটা পড়ার সম্ভাবনা

করিডর কীভাবে হবে, কত গাছ কাটা পড়তে পারে, সেই সংক্রান্ত বিষয়ে যৌথ সমীক্ষা করার কথা বন দপ্তর এবং সড়ক পরিবহণমন্ত্রকের। কিন্তু তা হয়নি। সমীক্ষা না হওয়ায় গাছ কাটা পড়া সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের অঙ্ক কষতে পারছে না বন দপ্তর। ফলে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত টাকা দাবি করতে পারছে না সড়ক পরিবহণমন্ত্রক থেকে। ক্ষতিপূরণের টাকা জমা পড়লে বন দপ্তর অনুমতি চাইবে বন ও পরিবেশমন্ত্রক থেকে। সেখান থেকে সবুজ সংকেত পাওয়া গেলে অনুমতি দেবে রাজ্য। বন দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তা বলছেন, 'অনুমতির ক্ষেত্রে কয়েকটি ধাপ রয়েছে। সেবক এলিভেটেড করিডরের ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি।' অর্থাৎ তিন বছরের মধ্যে সড়কটির নির্মাণকাজ শেষ করার ব্যাপারে সাংসদ রাজু বিস্ট আশ্বাস দিলেও, সময়কাল নিয়ে সংশয় রয়েছে। যদিও সাংসদের দাবি, 'কোনও সমস্যা নেই। সঠিক সময়ে অনুমতি পাওয়া যাবে।'

নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটির কোঅর্ডিনেটর নফসর আলির বক্তব্য, 'রাস্তার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু পরিবেশ রক্ষায় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কেন বনাঞ্চলের ফাঁকা জমিতে গাছ লাগানো হবে না?'

উপাচার্য নিয়োগে ৩ সপ্তাহ সময় মঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : জট যেন কেটেও কাটে না উপাচার্য নিয়োগে। সুপ্রিম কোর্ট গঠিত সার্চ কমিটি কাজ শেষ করলেও নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও মাঝপথে। রাজ্যের ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এখনও অর্ধেক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য পায়নি। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে দু'পক্ষের কথায় স্পষ্ট, রাজ্য ও রাজ্যপালের মতভেদের কারণে এখনও অচলাবস্থা কাটেনি।

সমস্যা সমাধানে দু'পক্ষই সময় চায়। তাতে রুষ্ট হয় বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ। আদালতের মূল্যবান সময় আর নষ্ট না করতে বলেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। রাজ্য সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি সমস্যা সমাধানে ৮ সপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন। এই সময় পেলে জট কাটানো সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরমনিও বলেন, 'দয়া করে আরও কিছু সময় দিন। কিছু ইতিবাচক কাজ হয়েছে। ১৭টি নামে দুই তরফে জটিলতা কেটে গিয়েছে। বাকি ১৭টি নামে কিছু মতভেদ আছে। সেই মতভেদ কাটিয়ে তুলতে আমি মধ্যস্থতা করছি।' কিন্তু রাজ্যের আবেদন মেনে ৮ সপ্তাহ সময় দিতে রাজি হয়নি আদালত।

বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'ইতিমধ্যে আমরা আট সপ্তাহ পিছিয়ে রয়েছি।' শেষপর্যন্ত সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের জন্য তিন সপ্তাহ সময় বেঁধে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কয়েকটি ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগে সবুজ সংকেত দিয়েছেন রাজ্যপাল। কিন্তু তাঁর ছাড়পত্র দেওয়ার গতি খুব ধীর বলে কিছুদিন আগে মন্তব্য করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

টাইগার হিলকে টেক্কা দিতে খুলছে রাচেলা

আয় মন বেড়াতে যাবি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : কাকভোরে উঠে শীতে কাঁপতে কাঁপতে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যাওয়া পর্যটকদের দার্জিলিং ভ্রমণের সূচিতে অবশ্যই থাকে। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখার এর থেকে ভালো জায়গা এতদিন পর্যটকদের কাছে আর ছিল না। টাইগার হিলের একাধিপত্যে এবার ভাগ বসাতে চলেছে রাচেলা ভিউপয়েন্ট। বনকর্তাদের একাংশ বলছেন, রাচেলা থেকে ঘুমন্ত বুদ্ধের যে নৈসর্গিক ছবি দেখা যায় তা আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

পর্যটকদের সামনে কালিম্পংয়ের নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানের ভিতর ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত রাচেলা ভিউপয়েন্টের রাস্তা খুলে যাবে আর কিছুদিনের মধ্যেই। আপাতত লাভা থেকে নেওড়া নর্থ রেঞ্জের সামনের জঙ্গলপথ দিয়ে গাড়িতেই পৌঁছানো যাবে রাচেলা পিকের ভিউপয়েন্টে। সেই পথে ট্রায়াল দেওয়া হচ্ছে। মাঝেমধ্যে পর্যটকদের একটি-দুটি গাড়িকে রাচেলা ভিউপয়েন্ট পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ।

টাইগার হিলের চেয়েও নেওড়া ভ্যালির রাচেলা পিকের উচ্চতা বেশি। ভুটান, সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণীতে অবস্থিত রাচেলা ডান্ডা। নেওড়ার এই কোর এলাকায় বন্যপ্রাণীদের অবাধ ও নিরাপদ বিচরণ। কোর এলাকায় যেতে পাহাড়ি চড়াই উতরাই ভেঙে ট্রেকিং করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু রাচেলা পিক পর্যন্ত গাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনের অভিজ্ঞতা রোমাঞ্চকর ও স্বর্গীয় সুখলাভের সমান। যাঁরা টাইগার হিল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছেন তাঁরাও রাচেলায় এলে অবাক হবেন।'

লাভা থেকে নেওড়া নর্থ রেঞ্জের অফিসের সামনে দিয়ে একটি পাকা রাস্তা কিছুটা দূর পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর জঙ্গলের কাঁচা রাস্তা ধরে গাড়িতে ৪ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া হবে রাচেলা ভিউপয়েন্টে।

নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানের সর্বোচ্চ পাহাড়ি এলাকা রাচেলা ডান্ডার উচ্চতা প্রায় ১১ হাজার ফুট। কিন্তু পর্যটকরা ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় পৌঁছে রাচেলা ভিউপয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারশুভ্র চূড়া দেখতে পাবেন। উদ্বোধনের পর নেওড়া নর্থ রেঞ্জের অফিস থেকে অফলাইনে ডে ভিজিটের টিকিট পাবেন পর্যটকরা। জনপ্রতি ৫০ টাকা করে নেওয়া হবে। গাড়ির জন্য কত টাকা লাগতে পারে তা উদ্বোধনের আগেই বন দপ্তর জানিয়ে দেবে।

বোল্ডার বিছানো এই পথ পেরিয়েই যেতে হবে রাচেলা ভিউপয়েন্টে।

নেওড়া ভ্যালিতে এখনও অনেক অজানা উদ্ভিদ, প্রাণী রয়েছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন পাওয়া গিয়েছে। ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘের ছবিও উঠেছে। রয়েছে হিমালয়ান ভালুক, হাতি, বিশাল অজগরের আনাগোনা। বন দপ্তরের তকমায় নেওড়া ভ্যালির বহু এলাকা এখনও 'ভার্জিন', অর্থাৎ যেখানে মানুষের পা পড়েনি। প্রবেশ নিষেধ বলেই সেখানকার জঙ্গল বন্যপ্রাণীদের সেফ জোন। তাই এখানকার জঙ্গল ও বন্যপ্রাণীদেরর ওপর যাতে প্রভাব না পড়ে তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েই যেন কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনের ব্যবস্থা

এরপর দশের পাতায়

ঘিসে চালু কায়াকিং, স্নোরকেলিং

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : গোয়া, আন্দামান বা লাক্ষাদ্বীপের মতো ওয়াটার অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে অংশগ্রহণের সুযোগ মিলবে এবার উত্তরবঙ্গে। গতবছরের ডিসেম্বরে সফল ট্রায়ালের পর স্নোরকেলিং, কায়াকিং চালু হয়ে গিয়েছে কালিম্পংয়ের ডোভানে ঘিস নদীতে। অন্যদিকে, চলতি মাসে এক অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস সংস্থার উদ্যোগে ইয়েলবংয়ে আয়োজিত হবে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ফেস্টিভাল। দ্বিতীয় বর্ষের এই উৎসবে প্রথমবারের থেকেও বেশি সাড়া পাওয়া নিয়ে আশাবাদী উদ্যোক্তারা।

যাঁরা অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী, তাঁদের কাছে বেশ জনপ্রিয় ইয়েলবং জায়গাটি। উত্তরবঙ্গের একমাত্র গিরিখাত এখানেই অবস্থিত। দেশের নানা প্রান্তের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকদের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সেখানকার রিভার ক্যানিয়ন ট্রেকিং। এবার ডোভানে চালু হল কায়াকিং আর স্নোরকেলিং। ইয়েলবংয়ে রিভার ক্যানিয়ন ট্রেকিংয়ের সৌজন্যে স্থানীয় অর্থনীতি মজবুত হয়েছে। এক্ষেত্রে সেই আশা করা হচ্ছে। সংস্থাটির তরফে অর্ঘ মণ্ডল জানালেন, মাথাপিছু পাঁচশো টাকা খরচ করতে হবে নতুন দুই ওয়াটার অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের জন্য। সরকারি সমস্ত সুরক্ষামূলক নির্দেশিকা মেনে এটা চালু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জিটিএ (গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনেস্ট্রেশন)।

কালিম্পংয়ের ঘিস নদীতে জনপ্রিয় হচ্ছে কায়াকিং অ্যাডভেঞ্চার। -সংবাদচিত্র

> অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের এখন আর বাইরে যেতে হবে না। এখানে কম খরচে সেই আনন্দ নিতে পারবেন তাঁরা।
> **-ফ্যান্সিস রাই**
> *অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিস্ট*

অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম (অ্যাক্ট)-এর তরফে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের ওপর নজর দেওয়া হচ্ছে। পর্যটকদের সুরক্ষার স্বার্থে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে গাইডদের। এপ্রসঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত ফ্যান্সিস রাইয়ের বক্তব্য, 'অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের এখন আর বাইরে যেতে হবে না। এখানে কম খরচে সেই আনন্দ নিতে পারবেন তাঁরা।' অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস সংস্থাটির কর্তাদের কথায়, মেঘালয়, ঋষিকেশ কিংবা অরুণাচলপ্রদেশের গিরিখাতে ক্যানিয়নিংয়ের বন্দোবস্ত রয়েছে। সেসব বেশ জনপ্রিয়। গোয়া, আন্দামান এবং লাক্ষাদ্বীপের থেকে সেখানকার মজা একেবারে আলাদা। ডোভানে অ্যাডভেঞ্চারমূলক কার্যকলাপের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ নেওয়ারও সুযোগ মিলবে।

অ্যাক্টের কনভেনার রাজ বসুর মন্তব্য, 'ওয়াটার অ্যাডভেঞ্চারে নজর দিতে এই ফেস্টিভাল। উত্তরবঙ্গের অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের কাছে যা বড় সুযোগ।'

শীতে কাবু চিতাবাঘ, রসিকবিলে এল রুম হিটার

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৮ জানুয়ারি : কথায় বলে, মাঘের শীতে বাঘ পালায়। তা সে বাঘ রয়েল বেঙ্গল টাইগারই হোক কিংবা চিতাবাঘ। জু বলে এখানে পালানোর সুযোগ নেই। চারদিক বন্ধ। তবে কনকনে ঠান্ডায় জবুথবু চিতাবাঘরা। উষ্ণতার খোঁজে খড়ের গাদায় গুটিশুটি মেরে সময় কাটাচ্ছে ওরা। ময়াল আবার আশ্রয় নিয়েছে কম্বলের নীচে। বুধবার শীতের কামড় তীব্র হতেই এমন ছবি দেখা গেল রসিকবিল মিনি জুয়ে। কোচবিহারের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শীতের তীব্রতায় জুয়ের বন্যপ্রাণীদের যাতে কষ্ট না হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

শীত পড়তেই রসিকবিল মিনি জুতে বন্যপ্রাণীদের কিছুটা স্বস্তি দিতে পশু চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করেছে বন দপ্তর। ছয়টি শাবকের বয়স এখন সাত-আট মাস। শীতের প্রকোপ থেকে ওদের রক্ষা করতে বিশেষ পলিথিন দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে তাদের বিশ্রামস্থান। বসানো হয়েছে রুম হিটার। চিতাবাঘেদের বরাদ্দ নাইট শেলটারের সব ঘরে কাঠের চৌকি বসানো হয়েছে। খড়ের গাদা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বিছানা। তাতেই গুটিশুটি মেরে সময় কাটাচ্ছে চিতাবাঘেরা। চিতাবাঘ দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা জানান, শীতের তীব্রতা বাড়ায় নাইট শেলটারের বাইরে খুব বেশি থাকছে না তারা। ডিএফও, এডিএফও বারবার তাদের খোঁজ নিচ্ছেন।

একইভাবে ময়াল উদ্ধার কেন্দ্রে একইভাবে খড়ের গাদা, কম্বল পাতা হয়েছে। হরিণ উদ্ধার কেন্দ্র বিশেষ পলিথিনে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। টিয়া, ময়না, ফিজেন্টের মতো পাখিদের জন্যও কাঠের ছোট ঘর রাখা হয়েছে। বন বিভাগের ডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'সমস্ত পশুপাখির ওপর বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide e-NIT No. NIT No: **BANARHAT/EO/NIT-006/2024-25 (2nd Call).** Last date of online bid submission **15/01/2025 Hrs 06:00 P.M.** Respectively. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO, Banarhat Block

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় 06/01/25 Jal E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Sankar Goala, S/o Chaitan Goala এবং Shankar Gope, S/o C. Gope এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (C/113662)

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 2012 0866191 আমার এবং পিতার নাম ভুল থাকায় গত 03-01-25, সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rasidul Hossain, S/o. Jakir Hossain এবং Rasidul Hoque, S/o. Zakir Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সাহেবগঞ্জ, দিনহাটা, কোচবিহার। (C/113150)

কর্মখালি

আমেরিকান স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংস্থায় 2/3 ঘণ্টা সময় দিয়ে কাজ করে নিজের ইচ্ছে মতন আয় করুন। 9733170439. (K)

রেস্টুরেন্টের জন্য রুটি করতে জানা হেল্পার চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। স্যালারি- ১০,০০০/-, ঠিকানা- শিলিগুড়ি 9832543559. (C/114322)

বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন, ডালিমপুর, ফালাকাটা, মো- 9434194156 নিয়োগ সহকারী অধ্যাপক অঙ্ক-১ জন, জীবন বিজ্ঞান-১ জন, সোশ্যাল সায়েন্স (ভূগোল) ১ জন ও লাইব্রেরিয়ান-১ জন, D.El. Ed. সেকশন। শিক্ষাগত যোগ্যতা NCTE নিয়ম অনুসারে। আগামী 5 দিনের মধ্যে C.V. পাঠান এই মেল আইডিতে baikunthatrust@gmail.com (D/S)

বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন, ডালিমপুর, ফালাকাটা, মো- 9434194156 নিয়োগ সহকারী অধ্যাপক বাংলা-১ জন, প্রসপেকটিভ ই এডুকেশন-২ জন, এডুকেশন-২ জন (M.Ed, NET/SET/Ph.D), শারীর শিক্ষা-১ জন ও সঙ্গীত-১ জন, B.Ed. সেকশন। শিক্ষাগত যোগ্যতা NCTE নিয়ম অনুসারে। আগামী 5 দিনের মধ্যে C.V. পাঠান এই মেল আইডিতে baikunthatrust@gmail.com (D/S)

টিআরডি সম্পদের ডাটা বিশ্লেষণ এবং অনলাইন নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটি_ইএল_টিআরডি_০২_২৪-২৫ তারিখ: ০৪-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. আরটি_ইএল_টিআরডি_০২_২৪-২৫। কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলে (১) টিআরডি সম্পদ এবং টিডিএমএসের ডাটা বিশ্লেষণ এবং অনলাইন নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং (২) টিএসএসের সমস্ত প্রধান লাইনে স্বয়ংক্রিয় থার্মেল ইমেজিং সিস্টেম। টেন্ডার রাশি: ১,৮৩,৮৮,৬২১.৬৭/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৪৩,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ০৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ডিসেম্বর/০১ তারিখঃ ১৯-১২-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী-১ এবং ২

টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/এলটিডি/ইপিসি/২০২৪/০৫ এর বিপরিতে সংশোধনী-১ এবং ২ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/৯
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বিভিন্ন প্রকারের বন্ডের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১৭-২৪-২৫; তারিখ: ০১-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১৭-২৪-২৫; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ মাল জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল) -টিএসআর(পি)-২২.০০০ টিকেএম -এর সাথে যুক্ত বিভিন্ন প্রকারের বন্ডের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৯,৬৮,০১০/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৯,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৩-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিআরএম/ইলেক্ট্রি(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ০৭.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ই-টেন্ডার নং: এমএলডিটি_এসএনটি_২৪-২৫_২৩ ওটি। কাজের নাম: মালদা ডিভিশনে রেলওয়ের জমি ফেন্সিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ। টেন্ডার মূল্যমান: ২৬,৯৩,৯৭৭.৩২ টাকা। বায়নামূল্য: ৫৩,৯০০ টাকা। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়: ১৪.০১.২০২৫ থেকে ২৮.০১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডের অবস্থান : ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিএসটিই, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদার কার্যালয়।
(MLD-186/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিশেষ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: কন-২০২৪-ডিইসি-০১; তারিখ: ২৭-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা ঠিকাদার (দের)/ফার্ম (গুলি)র কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং. ডিওয়াই সিই-সি-জোন-এনজেপি-২৪- ০১। কাজের নাম: নিউ জলপাইগুড়িতে- ২৪ মাস সময়ের জন্য নিউ জলপাইগুড়িতে কনস্ট্রাকশন অফিসার্স রেস্ট হাউস, ডিওয়াই.সিই (কন) নিউ জলপাইগুড়ি অফিস কমপ্লেক্স, সিনি. এএফএ/কন/নিউ জলপাইগুড়ি, ডিওয়াই. সিএসটিই/কন/নিউ জলপাইগুড়ি ও ডিওয়াই. সিইই/কন/নিউ জলপাইগুড়ি অফিস কমপাউন্ডে জল সরবরাহ, নর্দমা, পথ ইত্যাদি সহ স্টাফ কোয়ার্টার, অফিস, রেস্ট হাউসের বিশেষ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং কনস্ট্রাকশন সংস্থার অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ ও বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ সহ উদ্যানপালন, সৌন্দর্যায়ন (বাগান) করা। টেন্ডার মূল্য: ১,০৭,৫২,৮৯১.৮৭ টাকা, বায়নার ধন: ২,০৩,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার জমা করার তারিখ ও সময়: ০৬-০১-২০২৫ তারিখ থেকে ২০-০১-২০২৫ তারিখের ১৪:৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত। টেন্ডার খুলবে: ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন), নিউ জলপাইগুড়ি, ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ি-৭৩৪০০৭-এর কার্যালয়ে ২০-০১-২০২৫ তারিখের ১৬:০০ ঘণ্টায়। ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি এবং সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
ডিওয়াই.চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

NOTICE
Government of West Bengal
Office of the District Magistrate & District Election Officer, Darjeeling
Notice Inviting e-Quotation
Notice inviting Electronic Quotation No : NIeQ 02/24-25, Date 08/01/2025
Online quotations are hereby invited from bonafied and experienced agencies with previous supply related credentials for Printing of Forms required for roll revisions in respect 23-Darjeeling/24-Kurseong/25-Matigara-Naxalbari (SC)/ 26-Siliguri/27-Phansidewa (ST) Assembly Constituencies i.c.w. Special Summary Revision of Photo Electoral Roll w.r.t four (4) qualifying dated viz 1st day of January, 1st day of April, 1st day of July and 1st day of October of the year till the end of the calendar year closing 2025.
The intending quotationers/bidders may visit the office notice board of the Office of the District Magistrate, Darjeeling, or district website **'darjeeling.gov.in'** or **'https://www.wbtenders.gov.in'** for the quotation notice & other details. The submission of bid must be through the **'https://www.wbtenders.gov.in'** website only.
Sd/- Deputy Magistrate
&
Deputy Collector-in-Charge, Election
Darjeeling

মালগাড়ির ইঞ্জিন বিকলে ভোগান্তি

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ জলপাইগুড়ির রোড স্টেশনের আগে আপ লাইনে একটি মালগাড়ির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় থমকে যায় রেল পরিষেবা। আপ লাইনে চলা বিভিন্ন যাত্রীবাহী ট্রেনকে ডাউন লাইন দিয়ে আলিপুরের দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়।

জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের আরপিএফ ইনস্পেকটর বিপ্লব দত্ত জানান, দুপুর ২টা পর্যন্ত বিকল ইঞ্জিনটির মেরামতি সম্ভব না হওয়ায় ট্রেনটিকে অন্য ইঞ্জিনের সাহায্যে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে পাঠিয়ে আপ লাইনে চলা অচলাবস্থা নিরসনের চেষ্টা হয়েছে।

হিউম্যান রিসোর্স কনক্লেভ

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : ইআইআইএলএম কলকাতা-জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিয়ে এল সুবর্ণ সুযোগ। বুধবার জলপাইগুড়ি আর্ট গ্যালারিতে হিউম্যান রিসোর্স (এইচআর) কনক্লেভ-২০২৫ আয়োজিত হয়। সেখানে ২৫টি কোম্পানির হিউম্যান রিসোর্সপার্সনদের সঙ্গে ইআইআইএলএম কলকাতা-জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীরা আলোচনা করার সুযোগ পান।

এবিষয়ে, ইআইআইএলএম-এর চেয়ারম্যান অ্যান্ড ডিরেক্টর প্রফেসর ডঃ রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের কেরিয়ার, প্লেসমেন্টের বিষয়ে আমরা বদ্ধপরিকর।' ক্যাম্পাস কোঅর্ডিনেটর ভাস্কর চক্রবর্তী বলেন, '২০১৮ সালে নয়জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে এই যাত্রা শুরু করেছিলাম। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পান্ডাপাড়া কালীবাড়ির পোড়াপাড়ায় অবস্থিত এই ক্যাম্পাস সকলের ভরসার জায়গা হয়েছে, এটাই প্রাপ্তি।' পাশাপাশি এদিন ১৪ জন আন্ত্রাপ্রেনরকে সম্মানিত করা হয়।

আজ টিভিতে

আবার কি নতুন বিপদের মুখোমুখি হবে দীপা? **অনুরাগের ছোঁয়া** রাত ৯.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আপন হলো পর, দুপুর ১.০০ ইন্দ্রজিৎ, বিকেল ৪.০০ সুদ আসল, সন্ধে ৭.৩০ খোকা ৪২০, রাত ১০.৩০ হুল্লোড়

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.২০ আনন্দ আশ্রম, সন্ধে ৭.১৫ মজনু, রাত ৯.৫০ ম্যাজিক

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ দেবীবরণ, দুপুর ২.৩০ রক্ত নদীর ধারা, বিকেল ৫.০০ বচ্চন, রাত ৯.৩০ স্বয়ংসিদ্ধা, ১২.৩০ উত্তরায়ণ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হারানের নাতজামাই

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আই লভ ইউ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কুলাঙ্গার

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৬ হ্যাপি নিউ ইয়ার, দুপুর ২.৩০ ২.০, বিকেল ৫.২৪ এন্টারটেইনমেন্ট, রাত ৮.০০ অখণ্ড, ১১.১৩ নম্বর ওয়ান বিজনেসম্যান

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.৪৫ ম্যায় হুঁ লাকি : দ্য রেসার, দুপুর ২.৪৫ ম্যায় ইন্তেকাম লুঙ্গা, বিকেল ৫.৪৫ মুবারকাঁ, রাত ৮.৩০ মুঝসে শাদি করোগি, ১১.৩০ নয়া নটওয়ারলাল

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৪৪ স্যামি-টু, বিকেল ৩.৩৭ আইপিসি ৩৭৬, ৫.৫৭ তুম্বাড়, রাত ৮.০০ রথনম, ১১.০৩ অ্যাটাক

মুভিজ নাও : দুপুর ২.৩৬ স্পাইডারম্যান-অ্যাক্রস দ্য স্পাইডার-ভার্স, বিকেল ৪.৫৪ অ্যানাকোন্ডা, সন্ধে ৬.২৬ স্পেকটার, রাত ৮.৪৫ হ্যানসল অ্যান্ড গ্রেটেল-উইচ হান্টার্স, ১১.৩০ অ্যাসল্ট অন ওয়াল স্ট্রিট

সোনি পিক্স : বেলা ১১.৪১ ২০১২, বিকেল ৩.৫৩ ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল, ৫.৪০ জন উইক, সন্ধে ৭.১৫ কুং ফু হাসল, রাত ৯.০০ মেকানিক, ১০.৪৩ ওয়ান্ডার উওম্যান, ১২.২৯ লন্ডন হ্যাজ ফলেন

বচ্চন বিকেল ৫.০০
জি বাংলা সিনেমা

মুঝসে শাদি করোগি
রাত ৮.৩০ **সোনি ম্যাক্স**

স্পেকটার সন্ধে ৬.২৬
মুভিজ নাও

অনুপমার প্রেম সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

TENDER NOTICE
NIT No: 28 & 29/NKT/24-25 dated: 06/01/25 fund:15th FC & MDW is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 13/01/25 & 22/01/25. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

টেন্ডার নং.: ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৮-২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৬-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম: ০২ (দুই) বছর সময়ের জন্য ০৩ টি (তিন) টিএসএস-এর জন্য ২৫ কেভি এসি টিএসএস এবং শান্ট ক্যাপাসিটর ব্যাংকের জন্য সংখ্যাসূচক রিলে অন্তর্ভুক্ত করা কন্ট্রোল ও রিলে প্যানেলের ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার মূল্য: ৫৪,০০,০০০ টাকা; বায়নার ধন: ১,০৮,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সংশোধনী

এতদ্বারা পূর্বে জারি করা অনুসারে প্রশাসনিক কারণে ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল/১৫/২০২৪/এমএলজি তারিখঃ ১৮-১২-২০২৪ যোগে উপ মুখ্য অভিযন্তা/ব্রিজ-লাইন, মালিগাঁও এর ই-টেন্ডার নং. ডিসিবিএল৩২২০২৪এমএলজি এবং ডিসিবিএল৩৩২০২৪এমএলজির ডাক বন্ধের তারিখ/ডাক খোলার তারিখে নিম্নলিখিত পরিবর্তন করা হয়েছে।

বর্তমানের টেন্ডার নোটিস নং. এবং ই টেন্ডার নং. ডিসিবিএল/১৫/২০২৪/এমএলজি (ই-টেন্ডার নং. ডিসিবিএল৩২২০২৪এমএলজি এবং ডিসিবিএল৩৩২০২৪এমএলজি)	এখন টেন্ডার নোটিস নং. এবং ই টেন্ডার নং. ডিসিবিএল/১৫/২০২৪/এমএলজি (ই-টেন্ডার নং. ডিসিবিএল৩২২০২৪এমএলজি এবং ডিসিবিএল৩৩২০২৪এমএলজি) এই রকমে পড়তে হবে।
ডাক বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০১-২০২৫	ডাক বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৭-০১-২০২৫

ডাককর্তাগণের জন্যে টোকাঃ ডাককর্তাগণকে এনআইটি এবং টেন্ডার প্র-পত্রের যেকোনো তারতম্যের জন্যে অনলাইন এনআইটি কপিতে প্রকাশিত হওয়া অনুসারে টেন্ডারের বিজ্ঞাপন মূল্য এবং ইএমডি ধনরাশি পড়ার জন্যে অনুরোধ করা হল। টেন্ডারে থাকা অনুসারে সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে এবং জিসিসি-২০২২ এর দফা ১৭ অনুসারে অনুসরণ করা হবে।
উপ. সিই/ব্রিজ-লাইন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সেন্ট্রল বৈংক ऑफ इंडिया / সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া / Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
Azadi Ka Amrit Mahotsav

আঞ্চলিক কার্যালয় : কোচবিহার REGIONAL OFFICE : COOCH BEHAR

দখল নোটিশ [রুল ৮(১)] এর অধীন সারফেইসি রুল

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২'এর অধীন এবং ধারা ১৩ (২) এবং ১৩ (১২) তৎসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ 'এর রুল ৩ সহ পঠিত সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, পুটিমারি প.ব. ব্রাঞ্চের অনুমোদিত আধিকারিক ১৯.০৯.২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী শ্যামলী রায় (যার লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর ৩৯১৯২৮০৮৬৮) সহ-ঋণগ্রহীতা শ্রী দীপঙ্কর রায় এবং জামিনদাতা শ্রী আনোয়ার ব্যাপারীকে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে (নোটিশে বর্ণিত টা. ৫৯৯১৯২/-) (পাঁচ লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশত বিরানব্বই টাকা) (যেটি মূল সুদ যোগ সুদ যা ১৯.০৯.২০২৪ সালে বকেয়া হয়েছে) যোগ ১৯.০৯.২০২৪ থেকে যোগ সুদ এবং অন্যান্য চার্জ উক্ত নোটিশে প্রাপ্ত তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অদ্যাবধি পরিশোধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের পুরো পাওনা আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতাকে এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী জানুয়ারির তৃতীয় দিবসে, ১৯২৫ এতে তাকে প্রদত্ত উক্ত আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীন তৎসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২'এর ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

ঋণগ্রহীতা	সহ-ঋণগ্রহীতা	জামিনদাতা
শ্রীমতী শ্যামলী রায় দিলীপ কুমার রায়ের স্ত্রী গ্রাম : কোয়ালিদহ, পো:অ: কোয়ালিদহ, থানা : দিনহাটা জেলা- কোচবিহার, পিন-৭৩৬১৩৫	শ্রী দীপঙ্কর রায় দিলীপ কুমার রায়ের পুত্র গ্রাম : কোয়ালিদহ, পো:অ: কোয়ালিদহ, থানা : দিনহাটা জেলা- কোচবিহার, পিন-৭৩৬১৩৫	শ্রী আনোয়ার ব্যাপারী মানিক ব্যাপারীর পুত্র গ্রাম : মারনেয়া ১ম খণ্ড, পো:অ: বুড়িরহাট থানা : দিনহাটা জেলা- কোচবিহার, পিন-৭৩৬১৬৯

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা নির্দিষ্টভাবে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে সম্পত্তিটি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং কোনো লেনদেন করা হলে টা. ৫৯৯১৯২/- (পাঁচ লক্ষ নিরানব্বই হাজার এবং একশত বিরানব্বই টাকা মাত্র (যেটি মূল ঋণ যোগ ১৯.০৯.২০২৪ থেকে সুদ) এবং ১৯.০৯.২০২৪ থেকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অদ্যাবধি সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চার্জ সাপেক্ষে হবে।
বন্ধকী ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাপ্ত সময়ের ক্ষেত্রে সারফেইসি আইনের ধারা ১৩'এর উপধারা (৮) এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতী শ্যামলী রায়, দিলীপ কুমার রায়ের স্ত্রী
সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ : পাঁচ ডেসিমেল জমির উপর একটি আবাসিক ভবন আছে যার দলিল নং I-৩০৩ তাং ২৪.০১.২০০৮, গ্রাম-কোয়ালিদহ, পো:অ: কোয়ালিদহ, থানা-দিনহাটা, জেলা- কোচবিহারে অবস্থিত, খতিয়ান নং- এলআর ১৭৯২, আরএস ৪৭৫৩, প্লট নং-আরএস ৪৫৯, এলআর ৫২৫৯, জেএল নং-১০৫, মৌজা – কোয়ালিদহ।
সম্পত্তির চৌহদ্দি :
উত্তর – ফরিদার রহমানের জমি, দক্ষিণ-সড়ক, পূর্ব-রঞ্জন রায়, পশ্চিম-মানস চক্রবর্তীর জমি
(অনুমোদিত আধিকারিক)
কোচবিহার তারিখ : ০৩.০১.২০২৫

Office of the Panchayat Samity
Tufanganj-I Panchayat Samity
Tufanganj, Cooch Behar
NOTICE INVITING TENDER
E-tender are invited vide this office Memo No. 24, NIT NO-12 (EO)/2024-25 Dated : 06-01-2025 & Memo No. 25, NIT NO-13 (EO)/2024-25 Dated : 06-01-2025. Last date of Bid Submission is 16-01-2025 & 23-01-2025. Intending tenderers may contact this Office for details.
Sd/-
Executive Officer
Tufanganj-I Panchayat Samity

জানুয়ারী/২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুসারে জানুয়ারী/২০২৫ মাসের জন্য ডেপুটি সিএমএম/পান্ডুর অধীনে ই-নিলামের মাধ্যমে বিদ্যমান সময়সূচী ছাড়াও স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম।

ক্রম. নং.	মাস/বছর	নিলাম শিডিউল নং.	নিলাম শুরুর বর্তমান তারিখ/সময়
১	জানুয়ারী/২০২৫	GSDPNO22N23094A	১০-০১-২০২৫/১০:৩০:০০

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) -এর মাধ্যমে টেন্ডার জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার/পান্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অন্যমনস্কতায় কোনও ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। বৃষ : পুরোনো গাড়ি, বাড়ি কিনে লাভবান হবেন। রাস্তায় চলাফেরায় খুব সতর্ক থাকুন। মিথুন : বহুদিনের প্রত্যাশা পূরণ হওয়ায় খুশি। পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। কর্কট : সারাদিন পরিশ্রমে কাটবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। সিংহ : আজ হারিয়ে যাওয়া কোনও দ্রব্য ফিরে পেতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। কন্যা : ব্যবসার জন্যে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। তুলা : রাজনীতির ব্যক্তি হলে সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। অফিসে পদোন্নতির খবর। বৃশ্চিক : পরিবার নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ। সংসারে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। ধনু : অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। প্রেমে শুভ। মকর : অন্যের উপকার করতে গিয়ে আপনার ক্ষতি হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কুম্ভ : সারাদিন অস্থিরতায় কাটতে পারে। ব্যবসায় লাভ। মীন : নতুন কোনও কাজের সুযোগ আসবে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতপার্থক্য।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ১৯ পৌষ, ৯ জানুয়ারি, ২০২৫, ২৪ পুহ, সংবৎ ১০ পৌষ সুদি, ৮ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৫। বৃহস্পতিবার, দশমী দিবা ১১।৪৬। ভরণীনক্ষত্র দিবা ২।৫০। সাধ্যযোগ রাত্রি ৫।৪৮। গরকরণ দিবা ১১।৪৬ গতে বণিজকরণ, রাত্রি ১০।৪২ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ২।৫০ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৮।৪০ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ২।৫০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১১।৪৬ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ২।২৫ গতে ৫।৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৫ গতে ১।২৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।২৫ মধ্যে বিদ্যারম্ভ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ১১।৪৬ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট এবং একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৮ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১২।১১ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৮ গতে ৬।২৫ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মাদক কারবার বন্ধ করাতাম

পেতাম যদি সিংহাসন

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৮ জানুয়ারি : তিনি প্রধান হলে এলাকাকে মাদকমুক্ত করতেন, বলছিলেন মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা মিঠুন প্রামাণিক।

মাটিগাড়ায় মাদকের কারবারের রমরমা। যুবসমাজের অনেকেই নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। অভিযোগ, সব দেখেও চোখ বুজে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। এমন পরিস্থিতিতে আপনি প্রধান হলে কী করতেন? মিঠুন বললেন, 'রেললাইনের পাশে বিশ্বাস কলোনিতে মাদকের কারবার চলে। আমি প্রধান হলে প্রথমে এই এলাকাকে মাদকমুক্ত করতাম। যুবসমাজের স্বার্থে পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে মাদকের কারবার বন্ধ করাই হত আমার অন্যতম কাজ।'

প্রায়ই বিরোধীরা অভিযোগ করে, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যান বা সারা বছরে কোন এলাকায় কী কী উন্নয়নমূলক কাজ হবে, সে বিষয়ে বিরোধী দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের কিছু জানায় না। এমনকি টেন্ডার পাশ হওয়ার পর তাতে বিরোধী দলনেতার স্বাক্ষর নেওয়ার রীতি থাকলেও তা নেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে আপনি ক্ষমতায় থাকলে কী করতেন? বিরোধী দলনেতা মিঠুনের বক্তব্য, 'আমি প্রধান হলে অবশ্যই বিরোধীদের পরামর্শ নিয়ে সব কাজ করতাম। উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁদের জানাতাম।'

বাগডোগরা হাটে জমে আবর্জনা।

মিঠুন প্রামাণিক

কান পাতলেই এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নাগরিক পরিষেবা নিয়ে বাসিন্দাদের ক্ষোভের কথা শোনা যায়। কোথাও রাস্তা বেহাল, আবার কোথাও আজও পৌঁছায়নি পরিস্রুত পানীয় জল। এলাকায় রয়েছে আবর্জনার সমস্যা। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প নেই। নেই পর্যাপ্ত নিকাশিনালা। পথবাতি না থাকায় রাস্তাঘাটও সন্ধ্যার পর অন্ধকারে ডুবে থাকে। আপনি কী পদক্ষেপ করতেন নাগরিক সমস্যা মেটাতে? মিঠুনের কথায়, 'আমি প্রধান পদে থাকলে নাগরিক পরিষেবায় গুরুত্ব দেওয়া হত। অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে না পারলেও ন্যূনতম পরিষেবা তো দেওয়া যেতেই পারে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে আবর্জনার সমস্যা মেটাতাম।'

তাঁর সংযোজন, 'নির্মলনগর ও রবীন্দ্রনগর থেকে আমি বিজেপির টিকিটে জিতেছি। আমি বিরোধী দলের সদস্য বলে আমার এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করা হয় না। আমি প্রধানের চেয়ারে থাকলে সব এলাকায় সমানভাবে কাজ করাতাম।'

অপহরণ কাণ্ডে সাদৃশ্য মেলায় উদ্বেগ পুলিশ মহলে

ফের কেজিএফ গ্যাংয়ের ছায়া

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : বেশিদিন আগের কথা নয়। শিলিগুড়ি শহর ও ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় ত্রাস হয়ে উঠেছিল কেজিএফ গ্যাং। সেবক রোডে রামকৃষ্ণ মিশনের জমি দখল কাণ্ডে নাম জড়িয়েছিল এই গ্যাংয়ের। খোদ মুখ্যমন্ত্রী এই গ্যাংয়ের সদস্যদের নিকেশ করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপর যেন হঠাৎ কোণঠাসা হয়ে যায় এই গ্যাং। কিন্তু সম্প্রতি ইস্টার্ন বাইপাসে অপহরণ কাণ্ডের জেরে ফের কেজিএফ গ্যাংয়ের নাম উঠতে শুরু করেছে। তবে কি পুনরায় এই গ্যাং সক্রিয় হয়ে উঠেছে? নাকি নতুন মোড়কে নতুন কোনও গ্যাং গড়ে উঠেছে শহর ও শহরতলিতে? ওই কাণ্ডের পর এমনই সব প্রশ্ন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশের।

মঙ্গলবার সকালে কয়েকজন বাউন্সারকে এনজেপি থানা চত্বরে ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছে। আর এতেই কেজিএফ গ্যাংয়ের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। অপহরণ কাণ্ডের তদন্তে নেমে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে পুলিশ। এর আগেও ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় বিভিন্ন দুষ্কর্মে জড়িয়েছে এই দলটি। কেজিএফ গ্যাংয়ের কায়দায় তোলাবাজি, জুয়ার সিন্ডিকেটে ভাগ বসানো, টাকা না দিলে ভয় দেখানো, মারধর করা এমনকি তুলে নিয়ে গিয়ে কয়েকজনকে মারধর পর্যন্ত করেছে এই গ্যাং।

কেজিএফ গ্যাংয়ের সঙ্গে মিল যেখানে

- কেজিএফ গ্যাংয়ে বেশ কয়েকজন বাউন্সারের যোগ ছিল
- চেহারা প্রদর্শন করে ভয় দেখানোই ছিল তাদের কাজ
- অপহরণ কাণ্ডের গ্যাংয়েও বেশ কয়েকজন বাউন্সারের যোগ রয়েছে
- মঙ্গলবার কয়েকজন বাউন্সার থানার সামনে ঘোরাফেরা করেছে
- কেজিএফ গ্যাংয়ের কায়দায় তোলাবাজি, জুয়ার সিন্ডিকেটে ভাগ বসিয়েছে
- টাকা না দিলে ভয় দেখানো, তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করেছে দলটি

সোমবার রাতে সেইরকম 'মিশনে' নেমেছিল দলটি। উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় পুলিশের হাতে পাঁচজন ধরা পড়লেও এখনও এই দলের অনেকে অধরা। বাকিদের ধরতে ইতিমধ্যে নীলনকশা তৈরি করেছে পুলিশ। সূত্রের মতে, ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন জলেশ্বরী বাজার, মাদানি বাজার, বাড়িভাসা এলাকার অন্তত ২৫-৩০ জন এই দলের সঙ্গে যুক্ত। ঘটনার রাতেও অন্তত ১৫-১৬ জনের টিম 'অপারেশনে' নেমেছিল।

এদিকে প্রশ্ন উঠেছে, কী করে শহরের বুকে এতদিন ধরে একাধিক অপরাধ করেও পার পেয়েছে এই গ্যাং? থানার এক আধিকারিক বলেন, 'বেশ কয়েকবার এই ধরনের কথা কানে এসেছে। কিন্তু কোনও অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি।' এদের মাথায় শহর ও শহরতলির কয়েকজন 'দাদা'র হাত যে রয়েছে, সেটা পুলিশ মহলেই কয়েকজন স্বীকার করে নিয়েছেন। এক আধিকারিক তো বলেই ফেললেন, 'মঙ্গলবার থেকেই এই ঘটনাটি যেন একটু দেখে নেওয়া হয় সেই রকম অনুরোধ আসতে শুরু করেছে।' কাদের থেকে আসছে এই অনুরোধ? সেই পুলিশকর্তার জবাব, 'কাদের তরফে আসেনি!'

ধৃতদের বিরুদ্ধে ভয় দেখানো, অপহরণ, মারধর সহ বেশ কয়েকটি ধারায় মামলা রুজু করে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। বুধবার ধৃত পাঁচজনকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হয়। বিচারক ধৃতদের চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। কবে থেকে বিভিন্ন রাজ্যের ওই তরুণদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, কোন কোন অপরাধে তারা যুক্ত, সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ।

গত সোমবার রাতে ইস্টার্ন বাইপাসের ভিআইপি মোড় থেকে অভিনন্দন পণ্ডিত নামে এক তরুণকে অপহরণ করা হয়। সেই রাত থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত ইস্টার্ন বাইপাস ও এনজেপি এলাকায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি চলে। খবর পেয়ে আশিঘর পুলিশ ফাঁড়ি ও এনজেপি থানা সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সেই অবস্থা চলাকালীন অভিনন্দনকে অপহরণকারীদের থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

এদিন অভিনন্দনের বাবা বাচ্চু পণ্ডিত বলেন, 'ছেলের সঙ্গে ওদের আগের কোনও শত্রুতা ছিল না, কোনও ঝামেলাও হয়নি। তবে কেন ছেলেকে অপহরণ করে এক লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হল, বুঝতে পারছি না। অপহরণ করতে হলে তো শহরের বড় কোনও পয়সাওয়ালাকেই অপহরণ করতে পারত!' বিষয়টা ভাবাচ্ছে পুলিশকেও।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ফলাহার।। ধূপগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন দেবাঞ্জন রায়।

যোগ দিলেন স্থায়ী উপাচার্য

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : চার বছর পর আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় পেল স্থায়ী উপাচার্য। বলা ভালো, এই প্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অরুণাচলপ্রদেশের রাজীব গান্ধি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন সরিৎকুমার চৌধুরী। উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তার প্রাথমিক পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন সরিৎ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর উন্নয়ন ছাড়াও তার একটা আলাদা পরিচিতি গড়ে তুলতে চান তিনি। সেইসঙ্গে জেলার জনজাতিদের উচ্চশিক্ষার নতুন দিশা দেখানোর কথাও জানিয়েছেন তিনি।

বর্তমানে আলিপুরদুয়ার কলেজ চত্বরেই চলছে বিশ্ববিদ্যালয়। চার বছর হয়ে গেলেও এখনও তার সেভাবে কোনও নিজস্ব পরিকাঠামোই গড়ে ওঠেনি। এদিন সরিৎকুমার বলেন, 'আলিপুরদুয়ার কলেজের অধ্যাপকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্তরে উন্নীত করা এবং দুটি প্রতিষ্ঠান যাতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে সেটাই হবে প্রথম কাজ। এছাড়াও জেলার জনজাতিদের নিয়ে গবেষণা সহ অন্য কোনও কাজে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করা যায় সেটাও দেখা হচ্ছে। চার বছরে যে কাজগুলি হয়নি সেগুলি নিয়েও রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলা হবে।'

এদিকে, স্থায়ী উপাচার্য মেলায় স্বভাবতই খুশি পড়ুয়া মহল। এদিন সরিৎকুমারকে স্বাগত জানাতে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শাসকদলের নেতারা এজন্য আবার মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্যই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছি। এবার স্থায়ী উপাচার্য পেলাম। শুনেছি বর্তমান উপাচার্য একজন অভিজ্ঞ এবং বিজ্ঞ মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে সব সময় তাঁর সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করব।' আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী উপাচার্য পাওয়ায় খুশি বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলিও।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরী।

এদিন পূর্ব নির্ধারিত সূচি মতোই সরিৎকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকেন। তাঁকে স্বাগত জানাতে এনসিসি'র পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল রুমে স্বাগত জানানোর অনুষ্ঠান করা হয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাকর্মী থেকে শুরু করে আমন্ত্রিতরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে নিজের ঘরে গিয়ে উপাচার্যের চেয়ারে বসে দায়িত্ব নেন তিনি।

গ্রামীণ সড়ক যোজনায় নজর কেন্দ্রের

পাহাড়ে তৈরি হবে ২৫টি রাস্তা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় নজর দিল কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলায় গড়ে তোলা হবে ২৫টি রাস্তা। তার জন্যে ১৫৯.১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে গ্রামোন্নয়নমন্ত্রক। প্রতিটি রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। রাস্তাগুলির ক্ষেত্রে মূলত উদ্যোগ নিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তাঁর বক্তব্য, 'শুধু শহর নয়, গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন। যাতে প্রতিটি অংশের মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন।' রাস্তাগুলির কাজ শেষ হলে গ্রামীণ পর্যটনের বিকাশ ঘটবে বলেও মনে করছেন তিনি।

দার্জিলিং, কালিম্পং জেলায় শহরের প্রধান রাস্তাগুলি মসৃণ হলেও গ্রামে পা রাখলেই স্পষ্ট হয় সেখানকার সড়কের বেহাল অবস্থাটা। অধিকাংশ গ্রামেই রাস্তা এবড়োখেবড়ো। যা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকার অর্থবরাদ্দ করলেও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) তত্ত্বাবধানে সঠিকভাবে রাস্তা তৈরি হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। যা নিয়ে একাধিকবার কেন্দ্রের বরাদ্দ করা অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগ তুলে তদন্ত দাবি করেছেন রাজু।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এবার নতুন ২৫টি রাস্তার অর্থবরাদ্দের কথা জানিয়ে কাজ বুঝে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সাংসদের আবেদন, 'যেখানে যেখানে রাস্তা তৈরি হবে, সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষকে কাজের গুণগত মান বুঝে নিতে হবে। গরমিল দেখলেই সরাসরি অভিযোগ জানাবেন স্থানীয় বিধায়ক, প্রশাসনিক আধিকারিকদের।'

প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় যে ২৫টি রাস্তা তৈরি হচ্ছে, তার মধ্যে

একনজরে

- প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় ২৫টি রাস্তা গড়ে তোলা হবে
- তার জন্যে ১৫৯.১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে গ্রামোন্নয়নমন্ত্রক
- প্রতিটি রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে

রয়েছে রোহিণী থেকে গিদ্দাপাহাড়। রাস্তাটি তৈরি হবে লোয়ার সিরুবাড়ি দিয়ে। পাওয়ার হাউস হয়ে পেডং থেকে নামরিং পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরি হবে। মংপু থেকে তাকদা ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত একটি রাস্তা রয়েছে ২৫টির তালিকায়। জিটিএ এলাকার পাশাপাশি গ্রামীণ সড়ক যোজনায় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকাতেও বেশকিছু রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান রাজু।

দামি গাড়িতে চেপে ছাগল চুরি

ফাঁসিদেওয়া, ৮ জানুয়ারি : আমবাড়ি বাজার এলাকায় একটি দামি চার চাকার গাড়ি এসে দাঁড়াল। স্থানীয়রা বিশেষ নজর দেননি তখনও। এরই মাঝে চালক একটি ছাগল গাড়িতে তোলে। আর সেটাই নজরে পড়ে যায় কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দার। তারপর ছুটে গিয়ে চালককে হাতেনাতে পাকড়াও করলেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চালককে গ্রেপ্তার করে।

ধৃতের নাম দিলীপ সিংহ, সে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, চোপড়া থেকে ওই দামি গাড়ি নিয়ে সে মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে পড়ত ছাগল চুরির উদ্দেশ্যে। বুধবার যখন তাকে হাতেনাতে ধরা হয়, তখন তার গাড়ি থেকে সাতটি চুরি করা ছাগল উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পাচারে ব্যবহৃত চার চাকা গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর আগেও ওই এলাকা থেকে দিলীপ ছাগল চুরি করেছে। চোর ধরতে পুলিশের কালঘাম ছুটে যাচ্ছিল। এদিন অবশেষে চোর ধরা পড়েছে বলে দাবি পুলিশের। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

বিজয়ী তিন

বাগডোগরা, ৮ জানুয়ারি : বাগডোগরার নিবেদিতা উন্নয়ন সংঘ সমবায় সমিতির উপসংঘের তিন আসনে বুধবার নির্বাচন হয়ে গেল। জিতলেন তিনজন মহিলা প্রার্থী। লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে এই ভোটে ১১টি উপসংঘের মধ্যে আটটিতে আগেই আটজন মনোনীত হয়েছিলেন। এদিন তিনটি উপসংঘের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জিতেছেন ক্ষুদিরামপল্লি এক নম্বর পার্টে জননী উপসংঘের বনানী দাস। শ্রীকলোনির দুর্গা উপসংঘের মুন্না দাস ও মসজিদপাড়ার সৃষ্টি উপসংঘের সরিতা রায়।

মণ্ডপের দায়িত্ব পড়ুয়াদের হাতে

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : পড়াশোনার পাশাপাশি পড়ুয়াদের হস্তশিল্পের কাজও শেখানো হয় বিবেকানন্দ বিদ্যালয় ১ নম্বর জিএসএফপি স্কুলে। পড়ুয়ারা যাতে প্রাথমিক স্তর থেকেই বিভিন্ন রকম শৈল্পিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে, তাই এই উদ্যোগ। কাগজের ফুল, ফুলদানি, মালা, দেওয়াল সাজানোর বিভিন্ন জিনিস তৈরিতে এখন অনেক পড়ুয়াই অভ্যস্ত। ওদের কাজের প্রতি আস্থা রেখে এবার স্কুল কর্তৃপক্ষ সরস্বতীপুজোর মণ্ডপ গড়ার দায়িত্ব পড়ুয়াদের হাতে তুলে দিয়েছে। পড়ুয়াদের উৎসাহ দেখে এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তে খুশি শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়।

'হাতের কাজ' একটা সময় প্রতিটি স্কুলে বাধ্যতামূলক ছিল। যা এখন 'প্রোজেক্টে' পরিণত। কিন্তু এখনও এমন স্কুল রয়েছে, যেখানে পড়ুয়ারা যাতে আনন্দের সঙ্গে হাতের কাজ করতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখা হয়। হস্তশিল্পের প্রতি যাতে পড়ুয়াদের আরও আগ্রহ বৃদ্ধি হয়, সেকারণে এবার মণ্ডপ গড়ার দায়িত্ব তাদের হাতে দিয়েছে ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের টিচার ইনচার্জ অভিষেক সরকার বলেন, 'পড়ুয়ারা খুব সুন্দর হাতের কাজ শিখেছে। অনেকেই বাড়িতে সুন্দর সুন্দর হাতের কাজ বানিয়ে স্কুলে নিয়ে আসে। তাই মণ্ডপের দায়িত্ব দেওয়া।' স্কুলে এধরনের কাজ শিখতে খুব ভালো লাগে বলে জানায় পঞ্চম শ্রেণির তুষার দত্ত। রঙিন চার্ট পেপার দিয়ে সুন্দর ফুল তৈরি করে একটি ফুলদানি তৈরি করেছে সে। স্কুলে পড়াশোনার ফাঁকে এধরনের হস্তশিল্পের কাজ শিখতে খুব ভালো লাগে বলে জানায় তারামম দত্ত, রাজদীপ সরকারের মতো পড়ুয়ারা। তাদের কাজ এবং স্কুলের এধরনের উদ্যোগে খুশি অভিভাবকরাও।

পুড়ল ঘর

চোপড়া, ৮ জানুয়ারি : ঘিরনিগাঁওয়ের জানকিগছ গ্রামে বুধবার সকালে আগুন লাগে। রান্নাঘর থেকে আগুন ছড়ায় বলে স্থানীয়দের অনুমান। নাসিরুল হক নামে একজনের বাড়িতে আগুন লাগে। দুটি ঘর পুড়ে যায়। গ্রামবাসীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঘটনায় একটি গবাদিপশু অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পাশাপাশি দুই ছাগলের মৃত্যু হয়।

বিদায় সংবর্ধনা

চোপড়া, ৮ জানুয়ারি : কোটগছ হাইস্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক রৌশন আলম গত বছর চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। বুধবার স্কুল থেকে তাঁকে অনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনা জানানো হল। তিনি ১৯৮৮ সালে এখানে বিজ্ঞান শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগ দেন। গত ৩১ ডিসেম্বর তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন।

কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৭৫ বছর পূর্তির র‍্যালিতে সন্দীপ পাতিল।

কোচবিহার ট্রফি জেলাতেই চান সন্দীপ

কোচবিহার, ৮ জানুয়ারি : কোচবিহার ট্রফির খেলা কোচবিহারে হওয়া উচিত। জেলায় এসে কোচবিহার ট্রফির পক্ষে জোর সওয়াল করলেন ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিল। কোচবিহার থেকে দক্ষ ক্রিকেটার তুলে আনার জন্য প্রয়োজনে তিনি ও তাঁর অধীনে থাকা কোচরা এখানে এসে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেবেন বলেও এদিন তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৭৫ বছর পূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বুধবার কোচবিহারে এসেছিলেন এই ক্রিকেটার। এদিন তাঁকে নিয়ে শহরে হুডখোলা গাড়িতে একটি শোভাযাত্রা করা হয়। তারকা ক্রিকেটারকে কাছে পেয়ে খুদে ক্রিকেটারদের কেউ জার্সিতে আবার কেউ ব্যাটে অটোগ্রাফ নিয়েছে। কোচবিহারে ভালো পরিবেশ থাকলেও পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা যে রয়েছে তাও স্পষ্টই জানিয়েছেন সন্দীপ।

তিনি এদিন বলেছেন, 'ভারতের ক্রিকেটে কোচবিহারের মহারাজাদের বড় ভূমিকা রয়েছে। কোচবিহার ট্রফি একটি অনেক বড় মাপের খেলা, যেখানে শচীন তেন্ডুলকার থেকে শুরু করে প্রচুর নামী ক্রিকেটার খেলেছেন। আমি চাই এই ট্রফির ম্যাচ কোচবিহারেও হোক। তবে এখানকার পরিকাঠামোর সমস্যা রয়েছে। বিসিসিআইয়ের এগুলি দেখা উচিত।'

এদিন মঞ্চে ভাষণ দিতে গিয়ে সন্দীপ বলেছেন, 'আমি পাঁচ বছরের জন্য কলকাতায় থেকে ক্রিকেটের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজ করছি। কোচবিহারের কর্মকর্তারা যাঁরা রয়েছেন তাঁরা চাইলে আমি বা আমার দলের কোচেরা এসে এখানে প্রশিক্ষণ দিতে পারব। সেখান থেকে প্রতিভা উঠে আসবে।'

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার বার্তা চন্দ্রিমার

নকশালবাড়ি, ৮ জানুয়ারি : দাবি আদায় করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হতে হবে। তৃণমূল অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীসভায় এসে এমনটাই বললেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বুধবার নকশালবাড়িতে ওই কর্মীসভায় ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। কর্মীসভায় মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে ভাতা, স্বাস্থ্যবিমা, স্থায়ীকরণ সহ নানা দাবিদাওয়া নিয়ে মুখ খুলেন আশাকর্মীরা। চন্দ্রিমা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে।'

এই প্রথম জমিতে পড়ে নষ্ট হচ্ছে গাঁদা

চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বাড়ায় কমেছে লাভ

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : বছর শেষে লাভের অঙ্কটা মন্দ হত না। তাই শিলিগুড়ি মহকুমার হাতেগোনা কয়েকজন ফুলচাষিকে দেখে ফাঁসিদেওয়া, গোঁসাইপুর এলাকার অনেকে গত কয়েকবছর ধরে গাঁদা চাষ করেছিলেন। কেউ নিজের জমিতে, কেউ আবার জমি লিজ নিয়ে চাষ করে লাভের মুখ দেখছিলেন। তবে এবার চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক বেড়ে যাওয়ায় এই প্রথমবার জমি থেকে ফুল তুলছেন না চাষিরা। জমিতেই নষ্ট হতে দিচ্ছেন।

গোঁসাইপুর এবং ফাঁসিদেওয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সারাবছর ধরে গাঁদা চাষ করেন পবিত্র সরকার, বিজয় সরকার, ময়ারাম বিশ্বাস, ধরণী বিশ্বাসরা। তাঁদের মধ্যে কেউ নিজের জমিতে, কেউ অন্যের জমি লিজ নিয়ে। যাঁরা লিজ নিয়ে চাষ করেন, তাঁদের জমির মালিককে বিঘা প্রতি ছয় মাস অন্তর পাঁচ হাজার টাকা করে দিতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রথম ছয় মাসে যদি গাঁদা চাষে তেমন লাভ না হয়, তবে বাকি ছয় মাসে ওই জমিতে ফসল ফলান চাষিরা। ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা ধরণী বলছিলেন, 'বাড়ির কাছেই কিছু জমি রয়েছে। সেখানে আগে আলু বুনতাম। এখন গাঁদাই চাষ করি। এই চাষে আলুর চেয়ে লাভ অনেক বেশি।'

এতদিন ধরে গাঁদা চাষ করে সংসার বেশ সচ্ছলভাবেই চালাতেন তাঁরা। এক-একজন প্রায় ৫-৬ বিঘা জমিতে গাঁদা চাষ করে বছর শেষে ৪-৫ লক্ষ টাকার ফুল বিক্রি করতেন। এর মধ্যে অর্ধেকটা লভ্যাংশ হিসেবে ঘরে তুলতেন ফুলচাষিরা। কিন্তু সম্প্রতি ফুলচাষে লাভ আরও ভালো হওয়ায় যাঁরা ছয় মাস ফসল ফলাতেন, তাঁরা সেটা বন্ধ করে সারাবছর শুধুই গাঁদা চাষে মন দেন। পাশাপাশি তাঁদের দেখাদেখি আরও অনেকে গাঁদা চাষ শুরু করায় এবার উৎপাদন বেড়ে গিয়েছে।

গোঁসাইপুরে গাঁদা চাষে ব্যস্ত কৃষক। –সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ির বাজারে একটি গাঁদার চেইন ১০-২০ টাকায় বিক্রি হলেও সেই দাম পান না ফুলচাষিরা। মূলত শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামগুলিতে যে ফুল চাষ হয়, তা শিলিগুড়ির বাজারের পাশাপাশি নেপালের কিছু অংশেও পাঠানো হয়। শিলিগুড়িতে মূলত বাসন্তী গাঁদা ও কমলা গাঁদার চাষ হয়। একটা সময় যাঁরা সারাবছর গাঁদা চাষ করে অনেকটা লাভের মুখ দেখছিলেন, এখন চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা বিকল্প উপায় ভাবতে শুরু করেছেন।

গোঁসাইপুরে পাঁচ বিঘা জমি লিজ নিয়ে গাঁদা চাষ করেন ফাঁসিদেওয়ার মুকুন্দ। তাঁর কথায়, 'আগে ভালোই আয় হত। কিন্তু এখন অনেকে এই চাষে আগ্রহ দেখানোয় আয় কমেছে।' সুনন্দ সরকার নামে আরেক ফুলচাষি বলেন, 'গাঁদার চাহিদা ভালোই। কিন্তু এখন এত ফুলচাষি বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন বেশি হচ্ছে। আমরা গাছ থেকে ফুল আর তুলি না।' তাঁর প্রশ্ন, 'দাম তেমন না পেলে কেন তুলব বলুন তো?'

তৃতীয় সম্মেলন

চোপড়া, ৮ জানুয়ারি : ডিওয়াইএফআইয়ের চোপড়া দক্ষিণ লোকাল কমিটির তৃতীয় সম্মেলন বুধবার অনুষ্ঠিত হল। দাসপাড়ায় এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সামি খান সহ সিপিএমের স্থানীয় নেতৃত্ব। এই সম্মেলনে ২৩ জনের নতুন কমিটি তৈরি হয়েছে। সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন নুর জামাল, সভাপতি হন লতিফুর রহমান।

আবাস নিয়ে তোপ মমতাকে, ভাইরাল অডিও

কাটমানি ‘নেওয়ায়’ ধৃত তৃণমূল নেতা

সোমবার প্রথমে আবাস যোজনা সংক্রান্ত কথোপকথনের একটি অডিও ভাইরাল হয়। সেখানে শাহনওয়াজকে বলতে শোনা যায়, ‘১৩০০ ঘরের জন্য আমরা ১০ হাজার টাকা করে দিয়েছি। ১৩ কোটি টাকা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে মমতা ছয় কোটি টাকার ঘর দিচ্ছে।’

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৮ জানুয়ারি : আবাস যোজনায় জোর করে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে বুধবার মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত শাহনাওয়াজ আলম অঞ্চল কমিটির কনভেনার পদে রয়েছেন। এদিনই আবার মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে তাঁর একটি কুরুচিপূর্ণ অডিও ভাইরাল হয়েছে ইসলামপুরে। অডিওটিতে আবাস যোজনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধেছেন তিনি। উত্তরবঙ্গ সংবাদ অবশ্য অডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি। পুলিশও ভাইরাল অডিওর বিষয়টি অস্বীকার করেছে।

পুলিশ সুপার জবি থমাস আবাস যোজনায় কমিশন নেওয়ার অভিযোগে শাহনওয়াজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। তবে তৃণমূলের মাটিকুন্ডা-১ অঞ্চল কমিটি ভাইরাল অডিওর কথা স্বীকার করে শাহনওয়াজকে দলের সমস্ত বিষয় থেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অঞ্চল সভাপতি শফিক আলম বলছেন, ‘কাটমানি নেওয়ার ঘটনায় পুলিশ শাহনওয়াজকে গ্রেপ্তার করেছে। ওঁকে কনভেনার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দলনেত্রীকে নিয়ে শাহনওয়াজ যে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, তা আমরা হালকাভাবে নিইনি। দলের ইসলামপুর ব্লক এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটিকে এই মর্মে লিখিতভাবে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।’

শাহনওয়াজের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য। যদিও বকলমে শাহনওয়াজই গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ

> কাটমানি নেওয়ার ঘটনায় পুলিশ শাহনওয়াজকে গ্রেপ্তার করেছে। ওঁকে কনভেনার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দলনেত্রীকে নিয়ে শাহনওয়াজ যে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, তা আমরা হালকাভাবে নিইনি। দলের ইসলামপুর ব্লক এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটিকে এই মর্মে লিখিতভাবে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।
>
> **শফিক আলম,** অঞ্চল সভাপতি

করতেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। এদিন প্রথমে আবাস যোজনা সংক্রান্ত কথোপকথনের একটি অডিও ভাইরাল হয়। সেখানে শাহনওয়াজকে বলতে শোনা যায়, ‘১৩০০ ঘরের জন্য আমরা ১০ হাজার টাকা করে দিয়েছি। ১৩ কোটি টাকা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে মমতা ছয় কোটি টাকার ঘর দিচ্ছে। তারপরও বলছে, মোদি টাকা দিচ্ছে না। আমি টাকা দিচ্ছি।’ এই অডিও ভাইরাল হতেই তৃণমূলের অন্দরে হইচই পড়ে যায়।

এদিন সন্ধ্যার পর জানা যায় পুলিশ শাহনওয়াজকে গ্রেপ্তার করেছে। ভাইরাল অডিওয় মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের জেরেই কি শাহনওয়াজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে পুলিশ সুপার বলছেন, ‘ভাইরাল অডিও নিয়ে আমার কিছু জানা নেই। তবে আবাস যোজনার জন্য শাহনওয়াজ জোর করে কমিশনের টাকা তুলছিল। এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ আমরা পেয়েছি। তারপরেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

২০২৩ সালের মার্চ মাসে তৃণমূলের কাজিয়ায় মাটিকুন্ডাতে ব্যাপক গোলাগুলি ও বোমাবাজি হয়। তাতে শাহনওয়াজের এক ভাই তথা সিভিক ভলান্টিয়ারের গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়। ওই ঘটনার পর এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণ ঘনঘন বদলাতে শুরু করে। দলের তরফে গত পঞ্চায়েত ভোটে শাহনওয়াজের আরও এক ভাইয়ের স্ত্রীকে টিকিট দেওয়া হয়। তিনি জয়ীও হন। অভিযোগ, পঞ্চায়েত সদস্যের প্রতিনিধি সেজে শাহনওয়াজই সমস্ত কাজ করতেন, যা নিয়ে সম্প্রতি ইসলামপুরের বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগও জমা পড়েছিল। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রকাশিত হতেই প্রশাসনও নড়েচড়ে বসে।

জবাব শুধুই ‘হচ্ছে হবে’

প্রধান অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও জনতা জনার্দন বলছে সমস্যা রয়েছে হাজারো। রাস্তা থেকে পথবাতি, আবর্জনা থেকে শৌচালয়- কোন ইস্যুতে কী জবাব দিলেন তিনি?

শুনলেন মনজুর আলম

জনতার চার্জশিট

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

জিয়ারুল রহমান
প্রধান, চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : **সদর চোপড়ায় সুলভ শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই কেন?**

প্রধান : জায়গার অভাবে উদ্যোগ নেওয়া যাচ্ছে না। এমনিতে দু’একটি জায়গায় শৌচালয়ে রয়েছে। সেগুলি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

জনতা : **কর্মতীর্থ চালু হচ্ছে না কেন?**

প্রধান : কর্মতীর্থ চালু করতে কোনও আপত্তি নেই। ব্লক প্রশাসনের কাছে ব্যবসায়ীদের তালিকাও জমা দেওয়া হয়েছে। আশা করি দ্রুত চালু করা যাবে।

জনতা : **সদর চোপড়ায় একাধিক জায়গায় পথবাতি নেই, অনেক জায়গায় বাতি অকেজো, কোনও পদক্ষেপ নেই কেন?**

প্রধান : কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। দ্রুত সংস্কার করা হবে। পথবাতির বিষয়টি এখন পঞ্চায়েত সমিতি দেখে। পঞ্চায়েত সমিতিতে বেশ কিছু প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে।

জনতা : **সদর চোপড়া ও কালাগছ বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী প্রতীক্ষালয় নেই কেন?**

প্রধান : জায়গার সমস্যার কারণে যাত্রী প্রতীক্ষালয় করা যাচ্ছে না।

জনতা : **নিয়মিত আবর্জনা সংগ্রহ হচ্ছে না। যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?**

প্রধান : আবর্জনা তোলা হয় ঠিকই। কিন্তু লোক কম থাকায় সমস্যা থেকে যায়। তবে বৈঠক হয়েছে। দ্রুত লোক বাড়ানো হবে।

জনতা : **সদর চোপড়া সহ একাধিক জায়গায় পানীয় জলের পরিষেবা অমিল কেন?**

প্রধান : পাইপ পাতা হলেও সংযোগ দেওয়া হয়নি। কিন্তু জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকরা ভ্রূক্ষেপ করছেন না।

জনতা : **প্রতিবার বর্ষায় সদর চোপড়ার একাধিক পাড়া জলমগ্ন হয়ে পড়ে। কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন?**

প্রধান : নতুন করে কিছু এলাকায় নালা হয়েছে, সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

জনতা : **রবীন্দ্রনগর কলোনি এলাকায় ডোক নদীতে বাঁধ সংস্কারের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেই কেন?**

প্রধান : একাধিক জায়গায় মাটি ফেলা হয়েছে। বিষয়টি সেচ দপ্তরের নজরে আনা হচ্ছে।

একনজরে

ব্লক : চোপড়া
জনসংখ্যা : ৪১,৭৬৯ (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে)
আয়তন : ৩৬ বর্গ কিলোমিটার
মোট সংসদ : ৩০
প্রধান : জিয়ারুল রহমান

জনতা : **টোটোস্ট্যান্ড তৈরি করা হচ্ছে কেন?**

প্রধান : জায়গার সমস্যার কারণে টোটোস্ট্যান্ড করা যায়নি। চিন্তাভাবনা চলছে।

জনতা : **কালাগছ ও সদর চোপড়ায় জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড সংস্কারের উদ্যোগ নেই কেন?**

প্রধান : সার্ভিস রোডের সমস্যার বিষয়টি অনেক দিনের। ব্লক প্রশাসনের মাধ্যমে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।

হোটেল বুকিংয়ের নামে সাড়ে ৩ লক্ষের প্রতারণা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর শিলিগুড়ি শহরের এক প্রবীণ ভেবেছিলেন, এবার পুরী বেড়াতে যাবেন। দর্শন করবেন জগন্নাথ দেবের। সেইমতো ‘বেস্ট’ হোটেল বুক করতে ইন্টারনেটে সার্চিং-ও শুরু করেন। যদিও সেই সার্চ যে তার ৩,৫৩,৬০০ টাকা খোয়ানোর কারণ হয়ে উঠবে, সেটা অবশ্য এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না ওই প্রবীণ। শুধু তিনিই নন, পুরীর বিখ্যাত হোটেলের নাম করে ভুয়ো ওয়েবসাইটের ফাঁদে পড়ে ১৩,৬০০ টাকা খুইয়েছেন এক তরুণীও। দুই ক্ষেত্রেই গত সপ্তাহে শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। ওই প্রবীণ অভিযোগের কপি পাঠিয়েছেন সিআইডি’র কাছে। অন্যদিকে, তরুণী ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালেও অভিযোগ করেছেন। সেইমতো তদন্ত শুরু করেছে সাইবার ক্রাইম থানা।

প্রতারিত প্রবীণ অভিযোগে জানিয়েছেন, ইন্টারনেটে সার্চ করার সময় পুরীর একটি বিখ্যাত ওয়েবসাইটের লিংক পান তিনি। এরপর সেখানে থাকা নম্বরে যোগাযোগ শুরু করতেই নিজের অজান্তে ফাঁদে পড়ে যান। তাঁর অভিযোগ, যোগাযোগের পরই অপরপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে জানান, পাঁচদিনের ঘর ভাড়া পড়বে ২২,৬০০ টাকা। ওই ব্যক্তির কথা মতো প্রবীণ অর্ধেক পেমেন্ট করেন।

পরদিন আবার জানানো হয়, পুরো টাকাই পেমেন্ট করতে হবে। সেক্ষেত্রে অর্ধেক পেমেন্ট করা ১১,৩০০ টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। যদিও সেই টাকা রিফান্ড না হওয়ায় ওই ওয়েবসাইটে থাকা অন্য একটি নম্বরে যোগাযোগ করেন প্রবীণ। তাঁকে বলা হয়, টাকা অ্যাকাউন্টে জমা রয়েছে। তবে বুকিং হয়নি। অ্যাডভান্স বুকিংয়ের নামে ফের টাকা চাওয়া হয়। এভাবে নিজের অজান্তেই ক্রমশ প্রতারণার ফাঁদে জড়াতে থাকেন প্রবীণ। পরে তিনি বুঝতে পারেন, তাঁকে ফাঁদে ফেলে মোট ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬০০ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে প্রতারকরা। ওই প্রবীণের দাবি, ‘অটো ডেবিট মেকানিজমের মাধ্যমে সব টাকা নিয়ে নেওয়া হয়েছে।’

অন্যদিকে, তিনদিনের জন্য রুম বুক করে ১৩,৬০০ টাকা পাঠানোর পরও কোনও বুকিং স্লিপ না পেয়ে শহরের ওই তরুণী বুঝতে পারেন, তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল ও শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

পুলিশের তরফে সকলকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, ‘যাচাই করে তারপরই অনলাইনে আর্থিক লেনদেন করুন।’

ঠান্ডায় জবুথবু। শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

সংগঠন বাড়াতে নতুন মুখে নজর সিপিএমে

সমন-দিলীপের ‘লড়াই’ নিয়ে চর্চা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : ক্রমশ ক্ষয় হতে হতে শক্তি এখন তলানিতে। শক্তি পুনরুদ্ধারে ‘তাজা রক্তের’ পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে সওয়াল চলছে জেলায় জেলায়। ইতিমধ্যে কলকাতার আলিমুদ্দিন স্ট্রিট মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, প্রতীক উর রহমানদের নির্বাচনি ময়দানে নামিয়ে সেই বার্তা দিয়েছে। ওই পথে হেঁটে শিলিগুড়ির অনিল বিশ্বাস ভবনও কি নতুন মুখের খোঁজ করছে? দার্জিলিং জেলা সম্মেলনের আগে এই চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে সিপিএমে। দলীয় সূত্রে খবর, সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে শিলিগুড়িতেও নতুন মুখে নজর পড়ছে। জেলা কমিটিতে জায়গা পেতে চলেছেন ছাত্র ও যুব সংগঠনের লড়াকু নেতারা। দলের মধ্যে জেলা সম্পাদকের পদ নিয়েও শুরু হয়েছে বিস্তর আলোচনা। এই ক্ষেত্রে ‘লড়াই’ বর্তমান সম্পাদক সমন পাঠকের সঙ্গে দলের দীর্ঘদিনের নেতা দিলীপ সিংয়ের। তবে জেলা সম্মেলনের আগে কার্যত কোনও কিছুই খোলসা করতে নারাজ দলের শীর্ষ নেতারা। টিকিয়াপাড়ায় দু’দিনের জেলা সম্মেলন শুরু হচ্ছে ২৪ জানুয়ারি।

’২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে দার্জিলিং জেলায় দলকে নেতৃত্ব দেবে কে, জেলা সম্মেলনের আগে চর্চা চলছে সিপিএমে। বর্তমান জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, নাকি দিলীপ সিং, এই দুটি নাম নিয়েই বেশি আলোচনা। দুই দফায় জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন

> এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে জেলা সম্মেলনেই। সকলের মতামতের ভিত্তিতেই দলে সমস্ত কিছু ঠিক হয়।
>
> **অশোক ভট্টাচার্য**

জীবেশ সরকার। ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় ’২১-এ সেই পদে পরিবর্তন এনে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সমন পাঠককে দায়িত্ব দিয়েছিল সিপিএম। দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রাক্তন সাংসদ সমন জনসংযোগে জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু শিলিগুড়িতে সিমিএম ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। বরং ’২১-এর ভোটে অশোক ভট্টাচার্য পরাজিত হন। ’২২-এ পুরনিগম এবং পরবর্তীতে মহকুমা পরিষদ হাতছাড়া হয় সিপিএমের। এর জন্য দলের একটা অংশ চাইছে সম্পাদক পদে পরিবর্তন। তাঁরা চাইছেন দলীয় রাজনীতিতে পরিচিত মুখ ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার দিলীপ সিংকে। ইতিমধ্যে দলের সর্বক্ষণের কর্মী হওয়ার জন্য কয়েকমাস আগে তিনি সুকনার ইলা পাল চৌধুরী বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদ থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে বারবার প্রার্থী করার পরও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে জিততে না পারায় অনেকেই দিলীপের পরিবর্তে সমনে আস্থা রাখতে চাইছেন। অশোক ভট্টাচার্যের বক্তব্যে যা কিছুটা ধরা পড়ে। তিনি বলছেন, ‘তিনবার জেলা সম্পাদক হওয়া যায়। সমন তো একবার মাত্র হয়েছে।’ সমন এবং দিলীপ লড়াই অস্বীকার করে দলীয় পদ্ধতির কথা তুলে ধরছেন।

তবে এবারের জেলা কমিটিতে যে ছাত্র-যুব নেতৃত্বের থেকে বেশ কিছু মুখকে জায়গা দেওয়া হবে, তা অনেকটাই নিশ্চিত। অনিল বিশ্বাস ভবনে কান পেতে শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন নাম। তবে কাদের নেওয়া হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। অশোক বলছেন, ‘এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে জেলা সম্মেলনেই। সকলের মতামতের ভিত্তিতেই দলে সমস্ত কিছু ঠিক হয়।’

বাড়িতে আগুন, বিপদ থেকে রক্ষা বালকের

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : বুধবার ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের পরশমণি লেনে একটি দোতলা বাড়িতে আগুন লাগে। ঘটনায় বাড়ির ওপরতলা পুড়ে গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বাড়িতে সবিতা মংগর নামে এক মহিলা তাঁর বিশেষভাবে সক্ষম দশ বছরের ছেলে আয়ুষকে নিয়ে থাকেন। সবিতা যখনই বাড়ির বাইরে যান, দরজা ভেজিয়ে রেখে যান। পরিবার সূত্রের খবর, বুধবার ব্যাংকের কাজে বেরোনোর সময় আয়ুষকে বাড়িতে রেখে দরজা ভেজিয়েই গিয়েছিলেন সবিতা। কিছুক্ষণ পর উলটোপাশে থাকা তাঁর আত্মীয়রা দেখতে পান, ওপরতলা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। দাউদাউ করে ঘর জ্বলতে দেখে আশপাশের লোকজন আসেন। স্থানীয় বাসিন্দা গোকুল বিশ্বাস, উজ্জ্বল সিং-রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন।

বাড়ির ওপরতলার ঘরে যখন আগুন জ্বলছিল, সেই সময় ওই ঘরের একপাশে দাঁড়িয়েছিল বিশেষভাবে সক্ষম আয়ুষ। কী করবে, সে বুঝে উঠতে পারছিল না। বিষয়টি নজরে আসে বাড়ির উলটোদিকে থাকা সঞ্জয় রাইয়ের। তিনি কোনওরকমে ওই বালককে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসেন। বের করে আনা হয় ঘরে থাকা সিলিন্ডারগুলিও।

সঞ্জয় বলছিলেন, ‘বাড়ির ওপরতলা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে বুঝতে পারি, ছেলেটা বড় বিপদে পড়েছে। ছুটে গিয়ে দরজা সরাতেই দেখি, ভেতরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আয়ুষ একপাশে দাঁড়িয়ে।’ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ ও দমকলের দুটি ইঞ্জিন। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও ততক্ষণে পুড়ে গিয়েছে ঘরের সমস্তকিছু। প্রাথমিক তদন্তে দমকলের অনুমান, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে। তবে কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আয়োজন

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : সামনেই স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষ্যে বুধবার ‘আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তনীরা’ সংগঠনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করা হল। তাদের তরফে জানানো হয়েছে আগামী ১২ জানুয়ারি ‘আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তনীরা’ এবং স্বামীজি ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হবে। বাঘাযতীন ময়দান থেকে প্রভাতফেরির মাধ্যমে শুরু হবে অনুষ্ঠান।

ওয়ার্ড উৎসবে হাজির চন্দ্রিমা

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : ভোটকে মাথায় রেখে উন্নয়নমূলক কাজ করে না তৃণমূল কংগ্রেস। যদি তাই হত, তাহলে শুধু ভোটের আগেই কাজে হাত দেওয়া হত। কিন্তু তাঁরা সারা বছর মানুষের উন্নয়নে কাজ করেন। এমনই দাবি করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বুধবার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের উৎসব উন্মেষে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। এদিন বাঘা যতীন ক্লাব হলে ওয়ার্ড উৎসব কমিটির উদ্যোগে ৮০-রও বেশি বয়সি নাগরিকদের সম্মান জানান চন্দ্রিমা। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘পুর প্রতিনিধির কাজ শুধু নাগরিক পরিষেবা দেওয়াই নয়। শিশু থেকে প্রবীণ, সকলের পাশে থাকা।’ চন্দ্রিমার সংযোজন, ‘তৃণমূল ভোটকে মাথায় রেখে কাজ করে না। আমরা উন্নয়নের ব্যাপারে কে সিপিএম, কে বিজেপি, কে কংগ্রেস করে, তা দেখি না।’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মিলি সিনহা, বেদব্রত দত্ত প্রমুখ।

দোকানে চুরি

ইসলামপুর, ৮ জানুয়ারি : টিনের চাল কেটে গয়নার দোকানে চুরির অভিযোগ উঠল। বুধবার ভোরে ইসলামপুর থানার টালিঘর এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। দোকান মালিক রতন কর্মকারের অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা সোনা ও রুপার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

বালির গাড়ি আটকাতে বাধা

চোপড়া, ৮ জানুয়ারি : বালির গাড়ি আটকাতে পুলিশকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল। বুধবার সকালে চোপড়া থানার হাতিঘিসা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। অল্পবিস্তর জখম হয়েছেন পুলিশের এক গাড়ির চালক। পরে চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপার নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। যদিও এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রেপ্তারের কোনও খবর নেই।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে নৈনিতাল এলাকার ডোক নদী থেকে ট্রলিতে অবৈধভাবে বালি তুলে তা হাতিঘিসার রাস্তা দিয়ে পাচার করা হচ্ছিল। সেই সময় একটি ট্র্যাক্টর আটক করে পুলিশ। চালক পালিয়ে যায়। পরে পুলিশের এক গাড়ির চালক (সিভিক ভলান্টিয়ার) ট্র্যাক্টরটি থানায় নিয়ে আসার চেষ্টা করলে স্থানীয়দের একাংশ তাঁর উপর চড়াও হয় এবং সেটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশের সঙ্গেও ধস্তাধস্তি বেধে যায় তাদের। ঘটনায় একজনকে ধরা হলেও স্থানীয়রা পুলিশের হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নেয়। তবে শেষপর্যন্ত ওই ট্র্যাক্টর নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

আইসি সুরজ থাপা বলেন, ‘পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া কোনওভাবে বরদাস্ত করা হবে না। এদিনের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়েছে।’ চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমানের বক্তব্য, ‘এদিন বালির গাড়ি আটকাতে গিয়ে হাতিঘিসা ফরেস্ট এলাকায় কিছু লোকজনের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয় বলে শুনেছি।’ অন্যদিকে, চোপড়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, দু’মাস ধরে বিভিন্ন অবৈধ ঘাটে নিয়মিত অভিযান চলছে। বালি পাচার রুখতে পুলিশ সব রকম চেষ্টা করছে।

হাতির হানা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৮ জানুয়ারি : ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোটা ফাঁপড়ি এলাকায় হাতির হানা। স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার ভোরে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি হাতি লোকালয়ে ঢোকে। এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হানা দেয় গজরাজ।

ছোটা ফাঁপড়ির একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী কবিতা ছেত্রী বললেন, ‘সকালে কেন্দ্রে গিয়ে জানতে পারি, হাতি হানা দিয়েছিল। পার্শ্ববর্তী নেপালি প্রাথমিক স্কুল ও সেই মাঠে থাকা অন্য একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেও হাতি হানা দিয়েছে।’ কবিতার কেন্দ্রে হানা দিয়ে গজরাজ একটি ঘরের জানলা ভেঙে দিয়েছে বলে খবর।

ছোটা ফাঁপড়ির বাসিন্দা অর্চনা ছেত্রী বলেন, ‘আমাদের এখানে হাতি আসার বিষয়টি যেন গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। শীতের সময় প্রায়ই খাবারের খোঁজে ওরা লোকালয়ে চলে আসে।’ প্রধান মিতালী মালাকারের বক্তব্য, ‘আমাকে স্কুল বা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তরফে কেউ কিছু জানায়নি। দু’একজনের মুখে শুনেছি হাতি এসেছিল। খোঁজ নিয়ে বিস্তারিত বলতে পারব।’

বুধবার ভোরে দুটি ঘর ভেঙে চুরমার করে দিল হাতি। বাগডোগরা জঙ্গলের দলকা ব্লক থেকে হাতিটি খাবারের খোঁজে হানা দেয় কেস্টপুর হাটখোলায়। কনকনে শীতের রাতে সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকায় প্রথমে বিষয়টি কেউ টের পায়নি। আর এই সুযোগে রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়ে অনীতা মিস্ত্রি এবং সচিন কেরয়ার ঘর ভেঙে দেয় হাতিটি।

অনীতা বলেন, ‘প্রায় ২০ মিনিট ধরে তাণ্ডব চালায় হাতিটি। বাগডোগরা বন দপ্তরের কন্ট্রোল রুমের ফোন নম্বর না থাকায় বন বিভাগকে জানাতে পারিনি।’ বন বিভাগের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষয়ক্ষতি দেখা হয়েছে। নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত করা হবে।

মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ৮ জানুয়ারি : কনটেনার থেকে ২৯টি মোষ উদ্ধার করল ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। মোষ পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত মহম্মদ স্বপ্ন (৩৫) উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার পুলিশ ঘোষপুকুর মোড়ে অভিযান চালিয়ে সন্দেহজনক কনটেনারটি আটক করে। সেটাতে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় মোষ। চালকের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ কোনও নথি ছিল না।

পরবর্তীতে চালক এবং মোষবোঝাই গাড়িকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। জেরায় অভিযুক্ত অসমে মোষ পাচারের কথা স্বীকার করেছে। পাচারে ব্যবহৃত কনটেনারটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

বক্সায় হোমস্টে বন্ধে হস্তক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : জয়ন্তী মহাকালে দর্শনার্থীদের প্রবেশের ওপর বন দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা এবং বক্সা টাইগার রিজার্ভের সমস্ত পিকনিক স্পট বন্ধের বিষয়ে এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করলেন। পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বক্সার সার্বিক পরিস্থিতির কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে তিনি বক্সার হোমস্টে সহ অন্য সমস্ত ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি রিপোর্ট জমা করেছেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র গৌতম দেব বক্সার পরিস্থিতি জানতে আলিপুরদুয়ার আসেন। বুধবার আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে গৌতম জেলা প্রশাসন, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি ও নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন। এদিনের বৈঠকে জেলা শাসক আর বিমলা, জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী, রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব, দলীয় নেতা সৌরভ চক্রবর্তী ও মৃদুল গোস্বামী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বক্সার হোমস্টে নিয়ে প্রায় এক মাস ধরে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ পর্যটনে জটিলতা তৈরি করেছে। পাশাপাশি, গত কয়েক বছর ধরে জঙ্গলের বিভিন্ন আইনকে সামনে রেখে একাধিক অজুহাতে সমস্ত বক্সার সমস্ত পিকনিক স্পট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সে খবর তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছে পৌঁছে গিয়েছে। দু’দিন আগে আলিপুরদুয়ারের সার্কিট হাউসে বক্সার পরিস্থিতি নিয়ে পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠন দেখা করে। তাঁরা বক্সা টাইগার রিজার্ভের কর্তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে স্মারকলিপি জমা দেন। গৌতম বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বক্সার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিযোগ জমা পড়েছে। প্রথমত, শিবচতুর্দশীতে জয়ন্তীর মহাকালে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ভগবান শিবের দর্শনে যান। অথচ সেখানে বন দপ্তরের নিষেধাজ্ঞার অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া বিভিন্ন পিকনিক স্পটগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বক্সার বিভিন্ন পিকনিক স্পটগুলি থেকে আদিবাসী মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির বছরে একটা ইনকাম আসে। সেটাও এখন বন্ধ।’

উদ্যোগ

- পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বক্সার সার্বিক পরিস্থিতির কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন
- তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি রিপোর্ট জমা করেছেন
- বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গৌতম দেব আলিপুরদুয়ার আসেন
- জেলার সার্কিট হাউসে গৌতম জেলা প্রশাসন, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন

মমতার নির্দেশে বৈঠকে গৌতম

সার্কিট হাউসে বৈঠকে গৌতম দেব। বুধবার আলিপুরদুয়ারে।

প্রকৃতি পাঠ শিবির

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : বুধবার স্কুলের পড়ুয়াদের সঙ্গে স্থানীয় একটি অনাথ আশ্রমের শিশুদের নিয়ে বনভোজনের উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠ (উচ্চমাধ্যমিক)। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে আয়োজিত হয় প্রকৃতিপাঠ শিবির। ১৮৭ জন পড়ুয়ার সঙ্গে অনাথ আশ্রমের ২০ জন শিশু-কিশোর যোগ দেয়। ছিল ছবি আঁকা এবং বিভিন্ন খেলাধুলার ব্যবস্থা। গাছ, নদী, জঙ্গলকে চেনা এবং সংরক্ষণ কতটা প্রয়োজন তা পড়ুয়াদের বোঝানো হয়।’

স্বীকারোক্তি

২০১১ সালের ২১ জুলাই ধর্মতলায় শহিদ সমাবেশে তৃণমূল সাংসদ দেব ‘পাগলু’ গেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন সেই গান গাওয়া যে উচিত হয়নি, তা বুধবার স্বীকার করলেন।

চার্জ গঠন

প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি’র মামলায় বুধবার মোট ৫৪ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল। ১৪ জানুয়ারি থেকে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

অসন্তোষ

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়েকে কুমন্তব্যের ঘটনায় দুই মহিলাকে পুলিশি হেপাজতে অত্যাচারের মামলায় পুলিশের রিপোর্টে অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট।

সরব শুভেন্দু

ডেভেলপমেন্ট ফি’র নামে ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল পরিদর্শকের নোটিশ নিয়ে সরব বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শস্যবিমায় ৯ লক্ষ কৃষককে ৩৫০ কোটি দিল রাজ্য

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : চলতি খরিফ মরশুমে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে প্রায় ৯ লক্ষ কৃষকের ফসলের ক্ষতি হয়েছিল। তাঁদের ‘বাংলা শস্য বিমা’ প্রকল্পে বুধবার ৩৫০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছে রাজ্য সরকার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে নিজেই এই কথা জানিয়েছেন। এই ফসল বিমার জন্য কৃষকদের কোনও টাকা দিতে হয় না। কারণ, আলু, আখ সহ সব ফসলের প্রিমিয়ামের পুরো টাকাটাই দেয় রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘এটা আমাদের গর্ব যে, ২০১৯ সালে চালু হওয়ার পর থেকে কেবলমাত্র বাংলা শস্য বিমা প্রকল্পেই আমাদের সরকার ১ কোটি ১২ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে মোট ৩ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা সহায়তা দিয়েছে। আমরা বারবার বাংলার কৃষকের পাশে ছিলাম, আছি, থাকব।’ গত সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ওই বৈঠকেই প্রধানমন্ত্রী কৃষক বিমা যোজনা এই রাজ্যে কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু এই রাজ্যে বাংলা শস্য বিমা প্রকল্প যে চলবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন শোভনদেববাবু। তিনি বলেন, এই রাজ্যের কৃষকদের জন্য অন্য কোনও বিমার প্রয়োজন নেই। রাজ্য সরকারের বিমাতেই তাঁরা উপকৃত হবেন।

বাংলা শস্য বিমা যোজনা নিয়ে বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘বিভাজনের রাজনীতির জন্য আরও একবার রাজ্যের কৃষকদের কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। একদিকে ৯ লক্ষ কৃষকের জন্য রাজ্যের ৩৫০ কোটি আর অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় বরাদ্দ ৭০ হাজার কোটি। গত ২০১৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত এই প্রকল্পে রাজ্য যুক্ত থাকলেও, আচমকা কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসে রাজ্য। সম্ভবত, প্রকল্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শব্দ যুক্ত থাকাটাই তার কারণ। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্য যুক্ত থাকলে অন্তত ৬ থেকে ৭ হাজার কোটি টাকা পেতে পারত রাজ্যের কৃষকরা। ফলে, রাজ্যের প্রকল্প না কেন্দ্রীয় প্রকল্প কোনটা থেকে কৃষকরা বেশি উপকৃত হতেন, সেটা তাঁরাই ঠিক করবেন।

শওকতের বিরুদ্ধে নৌশাদ

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌসাদ সিদ্দিকী। তাঁর বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের কারণে শওকতের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন নৌসাদ। বুধবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে এসে মামলা দায়ের করেছেন তিনি। তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য, শওকত মোল্লা আইএসএফ বিধায়ককে জঙ্গি এবং সমাজবিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন। এতে বিধায়কের সামাজিক গরিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সমাজমাধ্যমেও তিনি এই ধরনের আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন।

এদিন বিধানসভার বাইরে সংবাদমাধ্যমকে নৌসাদ জানান, এর আগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সমাজবিরোধী বলার অভিযোগে শওকতকে আদালতে গিয়ে জামিন নিতে হয়েছে। এবারও আইনি পথে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শওকতকে নটোরিয়াস ক্রিমিনাল বলেও এদিন মন্তব্য করেন নৌসাদ। পালটা আইনি পথে হেঁটেই জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়কও।

‘প্রচুর চাকরি, বাংলায় ফিরুন’

মমতার দাবি, ইতিমধ্যে নিয়োগ ১০ লক্ষ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : বিদেশে বা ভিনরাজ্যে চাকরির জন্য যাওয়া এই রাজ্যের তরুণ-তরুণীদের ফিরে আসার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দক্ষিণ কলকাতার ধনধান্য স্টেডিয়ামে ছাত্র সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এর আগে অনেকেই এই রাজ্য ছেড়ে বিদেশে বা ভিনরাজ্যে চাকরির জন্য গিয়েছেন। আগে হয়তো এই রাজ্যে চাকরির এত সুযোগ ছিল না। কিন্তু এখন এই রাজ্যে চাকরির প্রচুর সুযোগ তৈরি হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে আমরা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছি। সম্প্রতি ইনফোসিস ৪২৬ কোটি টাকায় তাদের অত্যাধুনিক উন্নয়নকেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও কাজ হবে। তাই আমি মনে করি, বাংলার ছেলেরা বাংলাতেই ফিরে আসুন।’

এদিন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, কলকাতায় এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। সেগুলি টপ অফ দ্য টপের মধ্যে রয়েছে। আমরা এখন ৫০০টা আইআইটি, পলিটেকনিক তৈরি করেছি। যেখানে প্রশিক্ষণ পর্যন্ত দেওয়া হয়। উৎকর্ষ বাংলা করেছি। সেখানে শিল্পকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও সংস্থা যদি লোক চায়, তাহলে তারা উৎকর্ষ বাংলা থেকেই নিতে পারে। ৪৭ লক্ষ ছেলেমেয়ে এখান থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। তার মধ্যে ১০ লক্ষ ছেলেমেয়ের চাকরি ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। ইনফোসিস থেকে এনটিটি, শ্যাম স্টিল থেকে ধুন্সেরি পলিফিল্মস রাজ্যে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। তার ফলে প্রচুর কর্মক্ষেত্র গড়ে উঠছে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কলকাতা ডেটা হাব হিসেবে দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী সংস্থা এনটিটি এবং কন্ট্রোল এস ডেটা সেন্টারগুলির মতো ২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্যের ডিজিটাল ভবিষ্যতে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ করছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উন্নয়নও চোখে পড়ার মতো।’ মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, আগামী দিনে কর্মসংস্থানের ডেস্টিনেশন হবে বাংলা।

মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবিকে কটাক্ষ করে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের অবান্তর দাবি নতুন কিছু নয়। এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের দাবি করেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, চাকরি না পেয়ে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।’ অন্যদিকে, বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘শিক্ষক নিয়োগ থেকে পুরসভায় নিয়োগে কী হারে দুর্নীতি হয়েছে, তা সকলেই জানে। এরপর আর কীসের ওপর ভরসা করে তরুণরা মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনবেন?’

ধনধান্য স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানে মমতা সহ অন্যরা। বুধবার। - রাজীব মণ্ডল

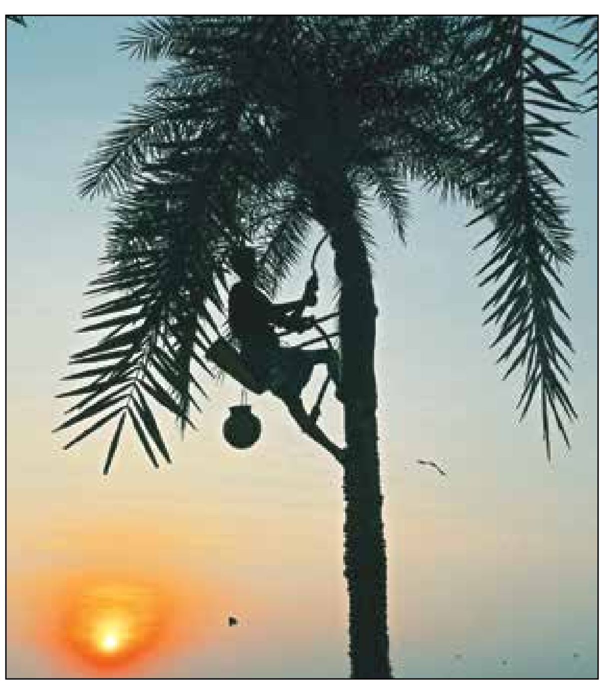

খেজুর রস পাড়ার মুহূর্তে। বীরভূমের কাশীপুর গ্রামে। - পিটিআই

মকর সংক্রান্তির পর রদবদলের চর্চা তৃণমূলে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : সংক্রান্তি মেনেই কি শাসকদলের সাংগঠনিক রদবদল? এই প্রশ্নেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। দলের খবর, দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর সম্ভবত সাগরস্নান পর্ব মিটলেই এই কাজে তিনি হাত দেবেন বলে দলে ঘনিষ্ঠ কয়েকজন নেতাকে আভাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই আভাসের পর দলের ‘সেনাপতি’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ব্যাপারে আশা করে আছেন বলে বুধবার তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের খবর।

তাঁর লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে তাঁর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য কর্মসূচি ‘সেবাশ্রয়’ নিয়ে এখন নিয়মিত ব্যস্ত তিনি। তবু সূত্রের খবর, এখন মাঝেমধ্যেই ক্যামাক স্ট্রিটে তাঁর অফিসে বসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। দলনেত্রীকে দলের সাংগঠনিক স্তরে রদবদলের লিখিত তালিকা সহ সুপারিশ করে অপেক্ষায় বসে আছেন। এরমধ্যে তাঁর সুপারিশ নিয়ে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির মধ্যস্থতায় কয়েক দফা বৈঠকও হয়ে গিয়েছে দলনেত্রীর নির্দেশে। এখন তার ফল অপ্রকাশিত।

বুধবার দলের এক শীর্ষনেতার দাবি, পৌষ সংক্রান্তি পেরোলেই দলে সংস্কার ও রদবদল নিয়ে পড়বেন তৃণমূলনেত্রী। সাগরস্নান শেষ হবে এমাসের ১৫ বা ১৬ তারিখ নাগাদ। ১৭ জানুয়ারি বা তার পরে অর্থাৎ আগামী সপ্তাহের যে কোনও দিন রদবদল নিয়ে মুখ খুলতে পারেন দলনেত্রী। তবে নেত্রী ভোট প্রস্তুতির বছরে দলে সাংগঠনিক স্তরে আদৌ ঢালাও রদবদলের পক্ষপাতী নন। রদবদল হলে তা হবে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি জেলায়।

আসল বয়স কম, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : সরকারিভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স ৭০ বছর। কিন্তু তাঁর বয়স অনেক কম বলে দাবি করেছেন তিনি। বুধবার কলকাতার ধনধান্য স্টেডিয়ামে ছাত্র সপ্তাহ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তিনি নিজেই এই কথা বলেন।

এদিন ছাত্রদের সঙ্গে হালকা সুরে কথা বলছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় আমি এখনও জন্মাইনি। জন্ম হবে সেদিন, যেদিন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেব।’ দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাক্ষী রেখে মমতা বলেন, ‘আমি দাদার থেকে ৫ বছরের ছোট।’ অর্থাৎ এখন মমতার বয়স ৭০ নয়, ৬৫। এরপরেই তিনি বলেন, ‘আসলে আমরা সব হোম ডেলিভারি তো। নাম নিজে দিইনি। বয়সও নিজে দিইনি। পদবিও দিইনি। অনেকে হ্যাপি বার্থ ডে বলে। কিন্তু দিনটা মোটেও পছন্দ নয়। ওটা সার্টিফিকেটের বয়স। বাবা-মা করে দিয়ে গিয়েছে।’ এরপরই স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে মমতা বলেন, ‘দাদা বলেছিল, সার্টিফিকেটে তোর আর আমার বয়সের মধ্যে ৬ মাসের পার্থক্য। বাবা স্কুলের হেডমাস্টারকে বলে একটা বয়স বসিয়ে দিয়েছিল। আগেকার দিনে এই সমস্যা ছিল।’

তীর্থযাত্রীদের ভিড়। বুধবার বাবুঘাটে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

প্রশ্ন উঠছে সিপিএমের সম্মেলনে

মহিলা ও তরুণ মুখের অভাবে উদ্বেগ

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : তরুণ প্রজন্মকে সামনের সারিতে আনতে সিপিএমের শাখাস্তর থেকে সমস্ত কমিটিতে বয়সবিধি বেঁধে দেওয়া হয়। তবে নবীনদের সামনে আনার প্রচেষ্টা থাকলেও তাঁদের অভিজ্ঞতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরে। কমিটিতে তাঁদের জায়গা করে দেওয়ার ফলে বাদ পড়ছেন অনেক পরিণত নেতা। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ফাঁকা থাকছে কমিটিগুলির সংরক্ষিত পদ। সদ্য সিপিএমের এরিয়া কমিটির বৈঠক শেষ হয়েছে। একাধিক জেলা কমিটির বৈঠকও ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। আর তখনই সম্মেলনগুলি থেকে এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে।

দলের অন্দরেই চর্চা, দীর্ঘদিন সিপিএমের সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষস্তরে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করার আগ্রহ সেভাবে দেখায়নি দল। ফলে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে প্রবীণদের বিস্তর ফারাক তৈরি হয়। কিন্তু এখন বয়সবিধি বেঁধে দিয়ে তাঁদের দলে অন্তর্ভুক্তিকরণের চেষ্টা থাকলেও বহু কমিটিতে আসন ফাঁকা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, মহিলাদের সংরক্ষিত পদও ফাঁকা থাকছে। যা সাংগঠনিক শক্তির অভাবের পরিচায়ক।

এই পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্ম বা মহিলা মুখ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। যেসব তরুণকে সামনে আনা হচ্ছে, তাঁদের অনেকের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। বয়সবিধির কারণে অনেক পরিণত নেতাকে বাদ পড়তে হচ্ছে। ফলে বয়সবিধি কার্যকর করে কী লাভ হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সম্মেলনগুলিতে।

সিপিএমের পরিকল্পনা অনুযায়ী এরিয়া কমিটিগুলিতে ৩১ বছরের কম বয়সি একজন করে তরুণকে জায়গা দিতে হবে। পাশাপাশি ৪০ বছর, ৫০ বছরের মধ্যে কতজন করে থাকবে তাও ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁরা কমিটিতে রয়েছেন, তাঁদের অনেকে মাঠে-ময়দানে রাজনীতিতে অভিজ্ঞ বা পরিচিত নন। সমাজমাধ্যমে তাঁদের ঝোঁক বেশি।

তাই দলের একাধিক নেতা মনে করছেন, শুধুমাত্র বয়সকে বিশেষ অগ্রাধিকার না দিয়ে সাংগঠনিক দক্ষতাও বিচার করা দরকার। প্রবীণ নেতারা দলের নীচুতলার কর্মী থেকে শুরু করে মাঠে-ময়দানে নেমে জনসংযোগ করেন। কিন্তু তরুণদের সেই ধারণা নেই।

তবে ইতিমধ্যেই তরুণদের ও মহিলাদের দলের সদস্য করার জন্য বিশেষভাবে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন শীর্ষনেতৃত্ব। এবং মাঠে-ময়দানে রাজনীতির সঙ্গে তরুণদের পরিচয় করানোর জন্য কর্মসূচিও নিতে চলেছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট।

সমস্যা কোথায়

- দীর্ঘদিন শীর্ষস্তরে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করার আগ্রহ সেভাবে দেখায়নি দল
- ফলে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে প্রবীণদের বিস্তর ফারাক তৈরি হয়
- বয়সবিধি বেঁধে দিয়ে তাঁদের দলে অন্তর্ভুক্তিকরণের চেষ্টা থাকলেও বহু কমিটিতে আসন ফাঁকা
- অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের সংরক্ষিত পদও ফাঁকা থাকছে
- বয়সবিধির কারণে অনেক পরিণত নেতাকে বাদ পড়তে হচ্ছে

গঙ্গাসাগরমেলা শুরু আজ থেকে

নির্মল ঘোষ

গঙ্গাসাগর, ৮ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুঘাট থেকে মেলার উদ্বোধন করবেন। মেলার মূল পুণ্যস্নান অবশ্য ১৪ তারিখ সকাল থেকে ১৫ তারিখ সকাল পর্যন্ত। মেলার দিনগুলিতে যে কোনও ঝামেলা রুখতে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই দেশ-বিদেশের ভক্তরা আসতে শুরু করেছেন।

তিন-চারদিন ধরে হঠাৎ করেই দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে রীতিমতো গরম লাগছিল সাগরদ্বীপেও। কিন্তু এদিন ভোর থেকেই উত্তুরে ঠান্ডা হাওয়া বইতে থাকায় রীতিমতো ঠান্ডা অনুভূত হয়। ভোরে কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় এলাকা। তার মধ্যেই চাদর-কম্বল চাপা দিয়ে পুণ্যার্থীরা আসতে থাকেন। ওপারে হারউড পয়েন্টের ৮ নম্বর জেটি থেকে লঞ্চে করে কচুবেড়িয়া। সেখান থেকে সোজা সাগরে যাওয়ার মূল রাস্তা ধরে আধো অন্ধকারের মধ্যেই পুণ্যার্থীরা হাঁটতে থাকেন। এরপর স্নান করে সোজা মন্দির। প্রশাসনের তরফে গোটা রাস্তা আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। স্নানঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নানা রঙের আলোয় সাজানো হয়েছে আশ্রম সংলগ্ন গোটা এলাকা। আশ্রম ও বিভিন্ন জায়গায় আলোর পাশাপাশি লেসারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে বাহারি আলোর মেলায় যেন ঝলমল করছে এলাকা। মাইকে কোথাও রবীন্দ্রসংগীত, কোথাও আধুনিক গান, আবার কোথাও কীর্তন। গোটা এলাকা কার্যত সংগীতমুখর হয়ে উঠেছে।

বুধবার সকালে মন্দিরের সামনে সেনাবাহিনী পুণ্যার্থীদের খাবার বিলি করে। সকালে অবশ্য পুজো দেওয়ার ভিড় খুব একটা ছিল না। তবে বেলা বাড়তেই ভিড় হতে শুরু করে। ভিনরাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীরা ভীষণ খুশি গোটা ব্যবস্থায়। রাজস্থানের বিকানের থেকে আসা বৃদ্ধ অমর রাজপুত বলেন, ‘এর আগেও এসেছি। এবারের ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো।’ পুণ্যার্থীদের জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার যাবতীয় প্রস্তুতি রাখা হয়েছে। আছে দুর্ঘটনা বিমা। ৯ তারিখ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে গঙ্গাসাগরে কোনও পুণ্যার্থীর মৃত্যু হলে পরিবার ৫ লক্ষ টাকা পাবে বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সর্বক্ষণ প্রহরা

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : সন্দেশখালিতে গণধর্ষণের অভিযোগে নির্যাতিতার বাড়িতে পুলিশি প্রহরার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। বিচারপতির নির্দেশ, ওই মহিলার বাড়িতে সর্বক্ষণ পুলিশের নজরদারি থাকবে। সোমবার পুলিশকে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা করতে হবে। রাজ্যের আইনজীবী জানান, ঘটনার তদন্ত এগিয়েছে। তবে নির্যাতিতার আইনজীবীর অভিযোগ, পুলিশে অভিযোগ জানানোর পরও পদক্ষেপ করা হয়নি। তারপরই বিচারপতি পুলিশের থেকে রিপোর্ট তলব করেন।

বিজেপির হারানো জমি উদ্ধারই লক্ষ্য

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে আরএসএস-এর নজর এবার উত্তরে নয়, মধ্যবঙ্গ বা রাঢ়বঙ্গে। রাজ্যে বিজেপির হারানো জমি উদ্ধারের লক্ষ্যে সংগঠনকে উজ্জীবিত করতে এবার মাঠে নামছে আরএসএস। সেই লক্ষ্যেই সংঘের কর্মী ও অনুগামীদের বিশেষ বার্তা দিতে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি ১০ দিনের রাজ্য সফরে আসছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। রাজ্য সফরে এসে ১৬ ফেব্রুয়ারি বর্ধমানে প্রকাশ্য সভাও করবেন তিনি। কলকাতায় থাকাকালীন তিন দিন সংঘের সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন তিনি। অখিল ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গেও বৈঠক করবেন ভাগবত।

আরএসএস-এর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে চলতি বছরে দেশের ৪৬টি প্রদেশে সফর শুরু করেছেন সংঘপ্রধান। সেই পরিক্রমার অঙ্গ হিসাবে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে রাজ্য সফরে আসছেন তিনি। সংঘ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ৭ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে থাকবেন তিনি। এর মধ্যে ৭ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সংঘের কার্যালয়ে রাজ্যে ও পূর্বাঞ্চলের নেতৃত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক বিষয়ে বৈঠক করবেন তিনি। ১১ ফেব্রুয়ারি তাঁর বর্ধমানে যাওয়ার কথা। মধ্যবঙ্গ আরএসএস-এর প্রধান সুশোভন মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘সংঘের শতবর্ষে শরসংঘচালককে পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। এটা আমাদের স্বয়ংসেবকদের কাছে একটা বড় সুযোগ।’

আরএসএস-এর মধ্যবঙ্গের সাংগঠনিক এলাকার মধ্যে রয়েছে ৮টি প্রশাসনিক জেলা। হুগলি, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ। ’২১-এর বিধানসভা ভোটের নিরিখে একমাত্র মুর্শিদাবাদ ছাড়া বাকি জেলায় বিজেপির ফল সবচেয়ে ভালো। কিন্তু, ’২৪-এর লোকসভা ভোটে এই জেলাগুলিতেই বিজেপির বিপর্যয় সবচেয়ে বেশি। ’২৬-এর বিধানসভা ভোটের জন্য দলকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে সদস্য সংগ্রহে জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল। সংঘ ঘনিষ্ঠ বনশল মনে করেন, তৃণমূল স্তরে দলের সংগঠনকে শক্তিশালী করা না গেলে ভালো কিছু সম্ভব নয়।

কলকাতার এক সংঘকর্তার মতে, বিজেপির সংগঠন আরএসএস-ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সেই কারণে, ’২৬-এর ভোটে রাঢ়বঙ্গে দলের হারানো জমি ফেরাতে এবার মাঠে নামছে আরএসএস। আর সেই জমি উদ্ধারের কাজে সংঘের স্বয়ংসেবক ও সর্বক্ষণের কর্মীদের উজ্জীবিত করতেই বার্তা দিতে আসছেন সংঘ প্রধান।

ফেব্রুয়ারিতে আসছেন ভাগবত

সওয়াল-জবাব শেষ সঞ্জয়ের, শীঘ্রই রায়দান

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শেষ হল ধৃত সঞ্জয় রায়ের সওয়াল-জবাব। আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার এই মামলায় রায় ঘোষণার দিনক্ষণ জানানোর সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার শিয়ালদা আদালতে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারকের এজলাসে রুদ্ধদ্বার কক্ষে দুপুর ১টা ১৪ মিনিটে শুরু হয় শুনানি। প্রায় আড়াই ঘণ্টা শুনানি চলে। শুনানি শেষে আদালত কক্ষ থেকে লকআপে নিয়ে যাওয়ার সময় সঞ্জয়ের মুখ ছিল থমথমে। এদিন আদালতে হাজির ছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মাও। শুনানি শেষে সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করেন তাঁরা।

দিদির অনুরোধে দেব গাইলেন ও মধু, ও মধু...

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : সবসময় শক্ত কথা ভালো লাগে না, কখনও কখনও একটু আনন্দ, একটু উল্লাস, একটু উচ্ছ্বাস মানুষের প্রাণকে আনন্দময় করে তোলে। বুধবার কলকাতার ধনধান্য স্টেডিয়ামে ছাত্র সপ্তাহের অনুষ্ঠানের শেষ দিনে এই ভাবেই হালকা মুডে ছাত্রদের সামনে হাজির হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে শুধু কথার কথা নয়, অনুষ্ঠান শুধু ভাষণে সীমাবদ্ধ রাখলেন না তিনি। ব্রাত্য বসু, ইন্দ্রনীল সেনের মতো মন্ত্রী বা দেব, জুন মালিয়া, সায়নী ঘোষের মতো সাংসদ বা অদিতি মুন্সির মতো বিধায়ককে দিয়েও গান গাওয়ালেন মমতা। তবে মমতার অনুরোধে গান না গাইলেও একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই অদিতিকে গানের জন্য ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী। অদিতি প্রথমে ‘আগুনের পরশমণি’ দিয়ে শুরু করেন। অদিতির পরিচয় দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী মুখ ফসকে বলে ফেলেন, ‘অদিতি কীর্তনের স্রষ্টা হলেও অন্য গানও ভালো জানে।’ এরপরই ডাক পড়ে সায়নীর। তাঁকে লোকসংগীত গাওয়ার জন্য বলেন মমতা। সায়নী গাইলেন ‘তোমায় হৃদমাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না।’

জুন গাইলেন, ‘হাম হোঙ্গে কামিয়াব।’ ইন্দ্রনীলের পরিচয় দিতে গিয়ে মমতা বলেন, ‘ইন্দ্রনীল কোনওদিন প্র্যাকটিস করে না। কিন্তু ঈশ্বরপ্রদত্ত কণ্ঠ রয়েছে ওর।’ ইন্দ্রনীল সকলকে চমকে দিয়ে বলেন, ‘এই গানটা নিয়ে ছেলের সঙ্গেও ঝামেলা হয়েছে। তবু গাইবই।’ বলে ওঠেন, ‘রুবি এসেছে?’ এরপরই গেয়ে ওঠেন, ‘মনে পড়ে রুবি রায়, কবিতায় তোমাকে...’ দর্শকাসনে তখন তুমুল উন্মাদনা। তা দেখে মুখ্যমন্ত্রী হাসতে হাসতে বলেন, ‘জমিয়ে দিয়েছে।’

ব্রাত্যকে গান গাইতে বললে তিনি বলেন, ‘গান গাইতে পারব না, বলতে পারব।’ তখন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যরা তাতে আপত্তি জানান। তখন এগিয়ে আসেন ইন্দ্রনীল। তাঁর সঙ্গেই ব্রাত্য গেয়ে উঠলেন, ‘রোদ জ্বলা দুপুরে, সুর তুলে নূপুরে।’

এরপর মঞ্চে দেবকে ডাকা হতেই দর্শকাসনে তুমুল উন্মাদনা দেখা যায়। তা দেখে দেব বলেন, ‘সিএম-এর সামনে আমার সব গুলিয়ে যায়।’ এরপরই দেবের অকপট স্বীকারোক্তি, ‘একটা গান মাথায় এসেছে। কিন্তু এটা গাইলে এখন থেকেই ট্রোল হতে শুরু করব।’ নাছোড় মুখ্যমন্ত্রী তখন দেবকে বলেন, ‘ওই গানটাই গাও। এসব বলে তুমি পাশ কাটাতে পারবে না।’ দেব তখন গেয়ে ওঠেন, ‘হে ইউ, লিসেন টু মি, ইউ আর মাই লাভ, জানো তুমি, ও মধু, ও মধু...।’

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৪ পৌষ ১৪৩১

সৌধ নিয়েও বিতর্ক

মৃত মানুষকে শ্রদ্ধা জানানোর নানাবিধ উপায় রয়েছে। শুধুমাত্র কিছু আচার-অনুষ্ঠান বা এক-দু-মিনিটের নীরবতা পালন ছাড়াও যথাযথভাবে শ্রদ্ধা জানানোর অনেক পদ্ধতি আছে। সেই মানুষটির কাজকর্ম, কথাবার্তা স্মরণে রেখে সেগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞান। সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের স্মৃতিতে কংগ্রেস একটি সৌধ নির্মাণের দাবি তুলেছিল।

বেশকিছু বিতর্কের পর কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবি মেনে নিয়েছে। রাজঘাটে রাষ্ট্রীয় স্মৃতিস্থলে বা ওই সংলগ্ন এলাকায় মনমোহনের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের লক্ষ্যে তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে কেন্দ্র। মনমোহনের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের চাপানউতোরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, রাষ্ট্রীয় স্মৃতিস্থলে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসৌধও নির্মাণ করা হবে। প্রণব-কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে মোদি সরকার।

কেন্দ্রের এই ভূমিকায় আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ শর্মিষ্ঠা। মনমোহনের প্রয়াণের ঠিক আগের দিন ছিল তাঁর পূর্বসূরি অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন। বাজপেয়ীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিজেপির প্রচার ছিল চড়া সুরে। দাবি করা হচ্ছিল, তিনি যেভাবে দেশকে গড়তে চেয়েছিলেন সেই পথেই হাঁটছে মোদি সরকার। তর্কাতীত বিষয় হল অটলবিহারী, প্রণব এবং মনমোহন- তিনজনই ছিলেন ভারতমাতার কৃতী সন্তান।

দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ রাজনৈতিক-প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন, ভারতের আর্থসামাজিক বিকাশের রথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ইত্যাদি ভোলার নয়। সেই অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায়, তাঁদের অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রণববাবুর প্রয়াণের পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক না ডাকা, মনমোহনের শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের পর হাত শিবিরের তরফে তাঁকে লার্জার দ্যান লাইফে পরিণত করতে উঠেপড়ে লাগা ইত্যাদি প্রশ্ন এখন অবান্তর।

নানা মহলে বলা হয়ে থাকে, মনমোহনের বদলে প্রণব সেসময় প্রধানমন্ত্রী হলে ২০১৪ সালে কংগ্রেসের নির্বাচনি বিপর্যয় হত না। আবার অনেকের ধারণা, অটলবিহারীর হাত ধরেই দেশে প্রথম হিন্দুত্ববাদী সরকার ডানা মেলেছিল। এই বিতর্ক শেষ হওয়ার নয়। বাজপেয়ী, প্রণব এবং মনমোহন তিনজনেই দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তিনজনেরই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি সমকালীন সমাজে তো বটেই, বহু যুগ পর্যন্ত আলোচিত হবে।

তাঁদের সেই কাজকর্ম, বক্তৃতা নিয়ে গভীর চর্চা হতে পারে। তার থেকে উঠে আসতে পারে আরও উন্নত চিন্তাভাবনা। কিন্তু সেরকম কোনও উদ্যোগই শাসক বা বিরোধী শিবিরে চোখে পড়ে না। তিন প্রয়াত নেতার কেউই বিরোধিতা, সমালোচনাকে অবহেলা করতেন না। বরং খোলামনে গ্রহণ করতেন, প্রশ্নের উত্তর দিতেন। বাজপেয়ী আরএসএসের প্রচারক থেকে প্রথমে জনসংঘের নেতা হয়েছিলেন। তারপর বিজেপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

প্রণব ছিলেন আদ্যন্ত কংগ্রেসি। মনমোহন এসেছিলেন পড়াশোনার জগৎ থেকে। পরে যিনি নিজেকে প্রথমে ব্যুরোক্র্যাট ও পরে প্রশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর, যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, অর্থমন্ত্রী হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রধান কান্ডারি থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী- দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে অনের বাধা টপকেছেন। শীর্ষপদে থেকেও তাঁরা কখনও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক শিষ্টাচার থেকে বিস্মৃত হননি।

সবজান্তা মনোভাব এই তিন নেতার কারও ছিল না। ইতিহাসে নিজেদের নাম লেখানোর দৌড়ে তাঁরা কখনও দেশের ইতিহাসকে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা দেখাননি। তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর হিড়িকে সেই ইতিহাসকেই এখন সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বিজেপি ও কংগ্রেস- উভয় শিবিরেই। বাজপেয়ীর নামে স্মৃতিসৌধ আগেই নির্মিত হয়েছে। প্রণব এবং মনমোহনের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ শীঘ্রই শুরু হবে।

কিন্তু স্মৃতিসৌধ নির্মাণ নিয়ে যে রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি চলছে, তাতে প্রয়াত নেতাদেরই আসলে অসম্মান করা হচ্ছে। প্রয়াত নেতাদের দেশ গঠনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখন অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

মমতা-অভিষেক ও শিল্পী বয়কট বিতর্ক

তৃণমূলে এতদিন অভিষেকপন্থী হিসেবে পরিচিতরা নতুন বিতর্কে অভিষেক বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন। মজাটা এখানেই।

শুভাশিস মৈত্র

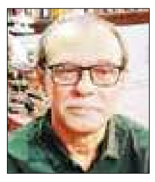

প্রায় নিয়ম করে বছরে অন্তত তিন থেকে চারবার সংবাদমাধ্যমে খবর দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতার লড়াই নিয়ে। কিছু দিন চলে। দলের নানা নেতা তাঁদের মাপ আনুযায়ী নানা বিবৃতি দেন। তারপর আবার সব থিতিয়ে যায়। এবারের দ্বন্দ্বের বিষয় সরকারবিরোধী শিল্পীদের 'বয়কট'।

আরজি কর সরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় মহিলা ডাক্তারের খুন এবং ধর্ষণের ঘটনায় যাঁরা রাস্তায় নেমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রশ্ন করেছেন, পদত্যাগ দাবি করেছেন, তাঁদের নিয়ে বিতর্ক শুরু তৃণমূলের অন্দরে। এমন শিল্পীদের কত ধানে কত চাল, সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার একটা উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে শাসকশিবিরে। বেশ গলা ফাটিয়েই বলা হচ্ছে, এই শিল্পীরা কোথাও অনুষ্ঠান করতে গেলে বাধা দেওয়ার কথা। বোঝা যাচ্ছে, এরপর কেউ তাঁদের অনুষ্ঠানে ডাকতেও সাহস পাবে না। আসলে ক্ষমতা চাইছে, প্রতিবাদী শিল্পীরা নতজানু হন।

দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান অবশ্য এ ব্যাপারে ঠিক উলটো। তিনি বলেছেন, এই কাজ ঠিক নয়, এটা দলের সিদ্ধান্ত নয়। যদিও তার পরেও দেখা গেল, দলের এক সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, যতক্ষণ না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বারণ করছেন, তিনি এই বাধা দানের পক্ষেই সওয়াল করে যাবেন। ইঙ্গিত এটাই যে এই কাজে মমতার সায় আছে।

এক সাংসদ বলেছেন, তাঁর নির্বাচনি ক্ষেত্রে এমন শিল্পীদের অনুষ্ঠান হলে তিনি বাধা দেবেন। এক মন্ত্রী বলেছেন, এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে ফের চর্চায় পিসি-ভাইপোর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। এবারের লড়াইয়ের বৈশিষ্ট্য অন্য জায়গায়। দলের যে নেতারা অভিষেকের ঘনিষ্ঠ বলে এতদিন পরিচিত ছিলেন, তাঁদের অনেককেই দেখা যাচ্ছে অভিষেকের মতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলতে।

অভিষেকের প্রভাব কি তা হলে পার্টিতে কমছে? এক মাস আগেই দলের এক বিধায়ক দাবি জানিয়েছিলেন অভিষেককে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব দিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী করার। কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, 'সময়ের নিয়মে মমতাদির পর একদিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন অভিষেক... মমতাদি'র নেতৃত্ব চলতে থাকুক, তার মধ্যেই আগামীর পদধ্বনি হতে থাকুক।' এসব চলতে চলতেই গত ২ ডিসেম্বর বিধানসভায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে মমতা সব নেতাকে ডেকে বলে দিলেন, 'অনেক নেতা-মন্ত্রীর মধ্যে যেমন খুশি সাজো প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তাঁদের আলটপকা কথায় বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। মেপে কথা বলুন, বেচাল দেখলে দল ব্যবস্থা নেবে।' বৈঠকে তিনি মন্তব্য করেন, তিনিই দলের চেয়ারপার্সন, দলে তাঁর কথাই শেষ কথা।

মমতার এই বার্তায় কাজ হল ম্যাজিকের মতো। আনুগত্য প্রকাশের প্রতিযোগিতায়, শিল্পী-বয়কট নিয়ে কয়েকজন নেতা, যাঁরা এতদিন অভিষেকপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাঁদেরও দেখা গেল অভিষেক বিরোধী অবস্থান নিতে। ফলে এই মুহূর্তে এমন মনে হওয়ার কারণ রয়েছে, দলে অভিষেকের গুরুত্ব কমেছে। বলা যায়, অভিষেক ডায়মন্ড হারবারের 'মুখ্যমন্ত্রী' হয়ে থাকতে পারবেন, কিন্তু রাজ্যের নিরিখে তাঁর ঢালতরোয়াল আপাতত অকেজো। যদিও অভিষেকের এই আপাত-নিষ্প্রভ দশা কতটা দীর্ঘস্থায়ী হবে, তা নিয়ে মন্তব্য করা কঠিন। সম্ভবত খুব বেশিদিন নয়। কারণ কোনও সন্দেহ নেই, শেষপর্যন্ত এটা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ঘরোয়া ব্যাপার।

অভিষেক কিন্তু ঠিক পরামর্শই দিয়েছেন দলকে। শিল্পীদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ঘোষণার ফল ভালো নাও হতে পারে।

বামপন্থীদের যাঁরা ভোট দিতেন, তাঁদের অনেকের ভোট পায় বলেই টানা তিনবার ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল। তাঁদের অনেকে শিল্পী বয়কটের এই ফ্যাসিস্টসুলভ রাজনীতি ভালো চোখে না-ও দেখতে পারেন। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানের সমর্থক অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালিও এটাকে ভালোভাবে নেবে না। তৃণমূলের অসহিষ্ণুতা নির্ভর এই বয়কট সফল হলে আঘাত লাগতে পারে মমতার সর্বভারতীয় ভাবমূর্তিতেও।

এমনিতে স্পষ্ট, তৃণমূল কংগ্রেস কোনও আইডিওলজি নির্ভর দল নয়। প্রধানত মমতার ক্যারিশমা এবং সংগঠন, একই সঙ্গে প্রশাসন-পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, এর উপর নির্ভর করেই তৃণমূল অর্জন করেছে একের পর এক বিরাট জয়। কিন্তু একটা দল শুধু এই দিয়েই বারবার ভোটে জেতে না। তার একটা 'কালচারাল ন্যারেটিভ'-ও দরকার হয়। তৃণমূল কংগ্রেস নতুন কোনও 'কালচারাল ন্যারেটিভ'-এর জন্ম দেয়নি। এই বিষয়ে তাঁরা বামপন্থী 'লিগ্যাসি'-কেই বহন করে চলেছে। এই কারণেই প্রতুল মুখোপাধ্যায়, কবীর সুমন, নচিকেতা, বিভাস চক্রবর্তীর মতো বাম ঘরানার বহু বিশিষ্ট শিল্পী মমতার সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘর করতে পারেন। প্রয়াত মহাশ্বেতা দেবীর কথাও মনে রাখা উচিত। তৃণমূলের সভা-সমিতিতে তাই নিয়মিত শোনা যায় 'উই শ্যাল ওভার কাম', 'কারার ওই লৌহকপাট' বা 'থাকিলে ডোবা খানা'-র মতো গান। যেসব গান একদা বামপন্থীদের সভাতেই গাওয়া হত।

বামপন্থীদের যাঁরা ভোট দিতেন এমন বহু ভোটারের ভোট পায় বলেই টানা তিনবার ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের অনেকেই শিল্পী বয়কটের এই ফ্যাসিস্টসুলভ রাজনীতি ভালো চোখে না-ও দেখতে পারেন। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানের সমর্থক অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালিও এটাকে ভালোভাবে নেবে না। তাঁদের সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। তৃণমূলের অসহিষ্ণুতা নির্ভর এই বয়কট কর্মসূচি সফল হলে এমনকি আঘাত লাগতে পারে মমতার সর্বভারতীয় ভাবমূর্তিতেও।

আরজি করের ঘটনায় মধ্য এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রতিবাদের চাপে মমতা, বলা যায় গত ১৩ বছরে প্রথমবার পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন। বদলি করতে হয়েছে একাধিক শীর্ষ পদের অফিসারকে। তারপর রাজ্যে হয়ে গিয়েছে ছ'টি বিধানসভার উপনির্বাচন। সবক'টি আসনে তৃণমূল জয়ী হয়েছে। তৃণমূল ভাবছে এই জয় তাদের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ খারিজ হয়ে যাওয়ার শংসাপত্র। এবার শিল্পীদের বয়কটের আওয়াজ তুলে তৃণমূল সম্ভবত বদলা নিতে চায় আরজি করের।

কিন্তু ভোটে জেতা মানে চার্জশিট থেকে সব অভিযোগ মুছে গেল, এই ভাবনাটা ভুল। উপনির্বাচনে যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে বিজেপি খুব ভালো ফল করেছে উত্তরপ্রদেশে। তার মানে এই নয়, যে যোগীর বুলডোজার জাস্টিস সঠিক পদ্ধতি ছিল, তাঁর বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে স্লোগান অসাম্প্রদায়িক ছিল।

গত সপ্তাহে মমতা গিয়েছিলেন সন্দেশখালিতে। সেখানে লোকসভা, বিধানসভা দুটি আসনই তৃণমূল জিতেছে। এটা ঠিক, সন্দেশখালি নিয়ে বিজেপির কিছু সাজানো অভিযোগ ছিল। তা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে যা করণীয় মমতার তা অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু এটাও তো ঠিক, মমতা তাঁর দলের যে নেতাদের সন্দেশখালি পাঠিয়েছিলেন ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে, তাঁদের প্রায় সবাই সন্দেশখালি থেকে ফিরে সংবাদমাধ্যমের সামনে স্বীকার করেছিলেন স্থানীয় নেতাদের বিভিন্ন অন্যায়ের কথা, গরিব মানুষের জমি কেড়ে নেওয়ার কথা।

মমতা গত সপ্তাহে সন্দেশখালিতে গিয়ে বলেছেন সেখানকার মানুষ যেন দুষ্টু লোকেদের থেকে সতর্ক থাকেন। মানুষের সতর্ক থাকার ব্যাপারটা তো পরের কথা, আগে তো দরকার ওই সব দুষ্টু লোকেদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করা। গ্রেপ্তার করবে পুলিশ। যে দপ্তরটা তাঁরই হাতে।

ফিরে আসা যাক শিল্পী বয়কটের প্রসঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেসের অনেকেই হয়তো ভুলে গিয়েছেন, ৭০-এর দশকের গোড়ায় সিদ্ধার্থশংকর রায়ের জমানায় উৎপল দত্তের 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকের ওপর হামলার কথা। সেই দল কিন্তু ৪৭ বছরেও আর ক্ষমতায় ফিরতে পারেনি পশ্চিমবঙ্গে। হামলা হয়েছিল ব্রাত্য বসুর 'উইঙ্কল-টুইঙ্কল'-এ ২০০২-এ। সেই বামেরা এখনও শূন্য। ইতিহাসের এই শিক্ষা সব রাজনৈতিক দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৭
চিত্র পরিচালক ফারাহ খানের জন্ম আজকের দিনে।

১৯২২
আজকের দিনে প্রয়াত হন শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী রাশিদ খান।

আলোচিত

আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব নেওয়ার আগে হামাস যদি বন্দি মার্কিন নাগরিকদের না ছাড়ে, তবে এটা ওদের জন্য তো বটেই, কারও জন্য ভালো হবে না। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ধ্বংসলীলা চলবে। অনেক আগেই ওদের উচিত ছিল বন্দিদের ছেড়ে দেওয়া।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

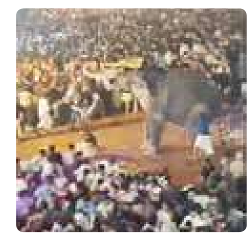

কেরলের মালাপ্পুরমে একটি মসজিদে উৎসব চলছিল। বহু মানুষ জড়ো হয়েছিল। সেখানে ৫টি হাতিকে আনা হয়। তাদের দেখতে ভিড় জমে যায়। হঠাৎ একটি হাতি রেগে গিয়ে তাণ্ডব শুরু করে। একজনকে শুঁড়ে তুলে আছাড় মারে। ১৭ জন আহত।

ভাইরাল/২

ইরানে মহিলাদের হিজাব পরা বাধ্যতামূলক। হিজাব না পরায় ইরানের মেহরাবাদ বিমানবন্দরে মহিলাকে হেনস্তা করেন এক ধর্মগুরু। মহিলাটি তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন। রেগে গিয়ে ধর্মগুরুর সাদা পাগড়ি খুলে নিজের মাথায় হিজাবের মতো জড়িয়ে নেন।

জনমন জনমত

স্কুলের পেছনে নেশার আসর

শিলিগুড়ির ১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনির ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইন্দিরা গান্ধি স্ট্রিটের মূল রাস্তার পাশে সূর্যনগর মাস্টার প্রীতনাথ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। এই স্কুলের পেছনে রাস্তা দখল করে বহিরাগত তরুণ-তরুণীরা মাদক সেবন করে দৌরাত্ম্য চালিয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে নেশা করা। গোটা রাস্তা দখল করে রাস্তার ওপরই বাইক রেখে চলে বেলেল্লাপনা। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ করতে গেলে শুনতে হয় খিস্তিখেউড়। এভাবে রাস্তা দখল করে রাখার দরুন এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতে খুবই অসুবিধা হয়।

একটি স্কুলের পাশে নেশাগ্রস্তদের এমন দৌরাত্ম্য কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। আসলে রাস্তার পাশে কয়েকটি চায়ের দোকান রয়েছে। ওই সব দোকানকে কেন্দ্র করেই আড্ডা। এই আড্ডা থেকে দিনভর চিৎকার, হইহুল্লোড় চলার দরুন স্কুলের পঠনপাঠনেও অসুবিধা হয়।

ওয়ার্ড কাউন্সিলার এই ঠেক বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং এখনও নিয়ে চলেছেন। কিন্তু সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন অধিকাংশ সময়ে নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকে।

নেপাল দে সরকার
১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি।

মিড-ডে মিলে কেন শিক্ষকরা

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সরকারি স্কুলে মিড-ডে মিল ব্যবস্থা চালু আছে। মিড-ডে মিলের কাজে শিক্ষকদের নিয়োজিত করার ফলে সারাবছর অনেক কর্মদিবস নষ্ট হয়। দৈনিক অনেকটা সময় দিতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঠিক পঠনপাঠন ব্যাহত হয়। এমনিতে অনেক স্কুলে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা কম। তার ও শিক্ষকদের সারাবছর মিড-ডে মিলের হিসেব (অডিট) রাখতে তটস্থ থাকতে হয়। সরকারি শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য মিড-ডে মিলের কাজে শিক্ষকদের অব্যাহতি দেওয়ার জন্য বিবেচনা করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সঞ্জয় চক্রবর্তী, নিউটাউন, তুফানগঞ্জ।

সৌরবাতি জ্বলে না

কুশমণ্ডির বিভিন্ন এলাকায় বসানো হয়েছিল সৌরবাতি। তাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বস্তি এসেছিল। কিন্তু সেই স্বস্তি স্থায়ী হল না। এখন ওইসব পথবাতির অধিকাংশই জ্বলে না। এই আলো না থাকার জন্য ছোট-বড় নানা সমস্যা হচ্ছে। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন স্থানীয়রা। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দেবাশিস গোপ
কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চা তীব্র সংকটে

ইতিহাস নিয়ে পড়লে বা পড়ালেই ইতিহাস লেখার অধিকার জন্মায় না। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেই সে বিজ্ঞানী হয় না।

শুভময় দত্ত

কয়েকবছর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনায় নিম্নবর্গীয় ইতিহাসের পুরোধা গৌতম ভদ্র বলেছিলেন, 'গবেষণার প্রতিটি শব্দ হল 'ব্রহ্ম', তাই ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের শব্দচয়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

সদ্য প্রয়াত অর্থনীতিবিদ অমিয়কুমার বাগচী একই সময় মন্তব্য করেছিলেন : 'ইতিহাস কথা বলে না, ইতিহাসকে কথা বলানোর দায়িত্ব একজন গবেষকের।'

বিশেষভাবে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ধারাবাহিক কালানুক্রম না জানলে বিজ্ঞাননির্ভর ইতিহাসচর্চার গতি রোধ হতে বাধ্য। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত, রাজভক্তির স্তুতি, ব্যক্তিনির্ভর ইতিহাস হতে পারে না। ইতিহাস বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে পরিশোধিত না হলে তা সংকটের।

ইতিহাস নিয়ে সবাই পড়তেই পারেন, জানতেই পারেন কিন্তু ইতিহাস লেখার অধিকার সবার নয়। গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞানে এই সত্য কথাটির মূল্য অপরিমেয়, গভীরতাও অসীম। গবেষণার পরিভাষায় 'মেথডোলজি' অর্থাৎ পদ্ধতিবিজ্ঞান। সঠিক তথ্য বারবার যাচাইকরণ, নিবন্ধীকরণ, রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে আর্কাইভের কাজ শিখতে হয়। তাকে নিয়ে বিশ্লেষণ এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। যা জানতে হয়, দীর্ঘশ্রম দিয়ে পড়তে হয়।

যার জন্য ইতিহাস লেখার চাইতেও বেশি প্রয়োজন ইতিহাস লেখার পদ্ধতিবিজ্ঞান সম্পর্কে অধ্যয়ন। প্রতি ক্ষেত্রের ইতিহাস লেখার ধারা-উপধারার স্বতন্ত্র পদ্ধতিবিজ্ঞান আছে। সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে নিয়ম, তা লোকসংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে পৃথক। ইতিহাস নিয়ে পড়লে বা পড়ালেই যেমন ইতিহাস লেখার অধিকার জন্মায় না, তেমন বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেই সে বিজ্ঞানী, এই এক ভ্রান্ত ধারণা। তথাকথিত ইতিহাসবিদ বিষয়টি খুব মারাত্মক প্রভাব তৈরি করেছে জনমনে।

খুব সাধারণ ও শিক্ষায় প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ যেহেতু গবেষণার বিষয়ে ধারণা পোষণ করেন না, তাঁরা সেই তথ্যসম্পর্কিত বিষয়ের বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অনুপুঙ্ক্ষ যাচাই না করেই সেই বিশ্লেষণকে বেদবাক্য মনে করে বসেন। এখানেই একজন প্রত্যয়ী গবেষকের বড় চ্যালেঞ্জ। সাম্প্রতিক সময়ে লেখার চর্চা বেড়েছে। ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সোশ্যাল মিডিয়া তো আছেই। ফলে যে যার ইচ্ছেমতো ইতিহাসনির্ভর বিষয়গুলোকে মনের মাধুরী মিশিয়ে, বিনা যাচাইয়ে, অথবা বিধিবদ্ধ পদ্ধতিবিজ্ঞান না মেনেই লিখে ফেলছেন।

উচ্চতর গবেষণা শুধু যে ডিগ্রি অর্জনের ঈপ্সিত স্পর্ধা, তা নয়। বরং দীর্ঘ গবেষণা করে সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস লেখা ও তাঁকে প্রমাণ করাও তার দায়িত্ব। যেহেতু ইতিহাসচর্চায় সত্যনিষ্ঠা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই ভুল ইতিহাসের প্রভাব যে কী ভয়ংকর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লক্ষ করা যায় ইতিহাসচেতনা যাঁদের নেই, তাঁদেরই ইতিহাসকেন্দ্রিক লেখার দাপট বেশি।

আধুনিক জোয়ারে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বেশ অভাব অনুভূত হয়। যতটুকু আলোর উদ্দীপন আছে তাঁকে লালন করার দায়িত্ব সকলের। নইলে ভবিষ্যতে কে দেবে আলো, কে দেবে আশা।

(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৩৫

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। সিংহাসন ৩। অনিষ্টকারী, প্রবঞ্চক ৪। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র ৫। আগুন জ্বলার ভাবপ্রকাশক ৭। হাঁসজাতীয় পাখি ১০। শরীর, দেহ ১২। সবসময়, সর্বদা, ঘনঘন ১৪। বায়ুরোগ, পাগলামি, খ্যাপাটে ভাব, প্রবল ইচ্ছা বা শখ ১৫। আগের লেখা কেটে লেখা, লেখা কেটে শুধরে নেওয়া, সংশোধন ১৬। পাকা বাড়ির খসে পড়া পলেস্তারা, আবর্জনা,অকেজো, বাজে।

উপর-নীচ : ১। ঠিক সেই রকম, সেই রকমই, ব্যতিক্রমহীন ২। নেকড়ে বাঘ, হায়েনা ৩। আগুনে বনদহন, দাবানল ৬। দৈত্য, অসুর, দনুজ ৮। ঝগড়াটে, কলহপ্রিয় ৯। কাঁসার বড় বাটি ১১। যজ্ঞের পশুমাংস, এক রকম পিঠে যা যজ্ঞে ব্যবহৃত হয় ১৩। ছাগ, পাঁঠা।

সমাধান ■ ৪০৩৪

পাশাপাশি : ২। আব্বাজান ৫। তালিম ৬। দরদস্তুর ৮। রফা ৯। শশ ১১। করিতকর্মা ১৩। ভিয়েন ১৪। তন্নতন্ন।

উপর-নীচ : ১। কৃতাঞ্জলি ২। আম ৩। জামির ৪। দপ্তর ৬। দফা ৭। দংশ ৮। রজত ৯। শর্মা ১০। অভিনব ১১। কনক ১২। কদন্ন ১৩। ভিন্ন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আপের পাশে মমতা, ইন্ডিয়ায় ফাটল চওড়া

দিল্লির ভোটে কোণঠাসা কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : ইন্ডিয়া জোটে ক্রমশ কোণঠাসা হচ্ছে কংগ্রেস। অন্তত দিল্লি বিধানসভা ভোটে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। জাতীয় রাজধানীতে আপের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট আগেই ভেস্তে গিয়েছিল। এবার সেই ভাঙনকে আরও তীব্র করে দিল্লি বিধানসভা ভোটে আপকে সমর্থন জানাল তৃণমূল। যার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

দিল্লির ভোটে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আপ-তৃণমূল ঐক্য 'ইন্ডিয়া' জোটের মধ্যে বিভাজনকে আরও স্পষ্ট করে দিল। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুধবার এক্সে লিখেছেন, 'দিল্লি নির্বাচনে তৃণমূল আমাদের সমর্থন জানিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মমতা দিদির কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের ভালো এবং খারাপ সময়ে আপনি সবসময় পাশে থেকেছেন। ধন্যবাদ দিদি।' জবাবে তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন লিখেছেন, 'আমরা আপনার পাশে আছি।' এর আগে সপাও আপকে দিল্লিতে

> দিল্লি নির্বাচনে তৃণমূল আমাদের সমর্থন জানিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মমতা দিদির কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের ভালো এবং খারাপ সময়ে আপনি সবসময় পাশে থেকেছেন। ধন্যবাদ দিদি।
>
> -অরবিন্দ কেজরিওয়াল
>
> আমরা আপনার পাশে আছি।
>
> -ডেরেক ও'ব্রায়েন

সমর্থন করেছিল। মঙ্গলবার রাতে সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবকেও কৃতজ্ঞতা জানান কেজরিওয়াল। একটি সূত্র জানিয়েছে, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি) আসন্ন দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আপের সমর্থনে প্রচার করতে পারে। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বাকি শরিকদের এভাবে জোট বাধা বিরোধী শিবিরের অন্দরের ফাটলকে আরও চওড়া করে দিল।

তৃণমূলের সমর্থন ঘোষণার পর দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরোনো অবস্থানই আবার উঠে এসেছে। তিনি বারবার আঞ্চলিক দলগুলির শক্তি বৃদ্ধির কথা বলেছেন এবং জাতীয় রাজনীতিতে বিকল্প সমীকরণ গড়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন। মমতার মতে, যেখানে যে দল শক্তিশালী, সেখানেই সেই দল ভোটে নেতৃত্ব দেবে। এই নীতি অনুসরণ করেই দিল্লিতে আপকে সমর্থন জানাল তৃণমূল। দিল্লি নির্বাচনে তৃণমূলের সমর্থন আপ-এর জন্য একটি শক্তি হয়ে উঠলেও, কংগ্রেস এবং আপ-এর সম্পর্কের মধ্যে যে ফাটল রয়েছে, তা আরও গভীর হয়েছে। কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট জানান, আপ এবং কংগ্রেস একে অপরকে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখছে। এদিন দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে দিল্লিবাসীর জন্য ২৫ লক্ষ টাকার জীবন বিমা প্রকল্প 'জীবন রক্ষা যোজনা' ঘোষণা করা হয়েছে। তা করতে গিয়ে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। তিনি বলেন, 'রাজস্থানে আমরা যেভাবে চিরঞ্জীবী যোজনা চালু করেছিলাম দিল্লিতেও জীবন রক্ষা যোজনা চালু করব। এই প্রকল্প দিল্লি ভোটে গেম চেঞ্জার হবে।'

লস অ্যাঞ্জেলেসের স্পেসিফিক প্যালিসেডেস এলাকায় দাবানলন ছড়িয়ে পড়েছে। যার ফলে প্রচুর ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই। জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে।

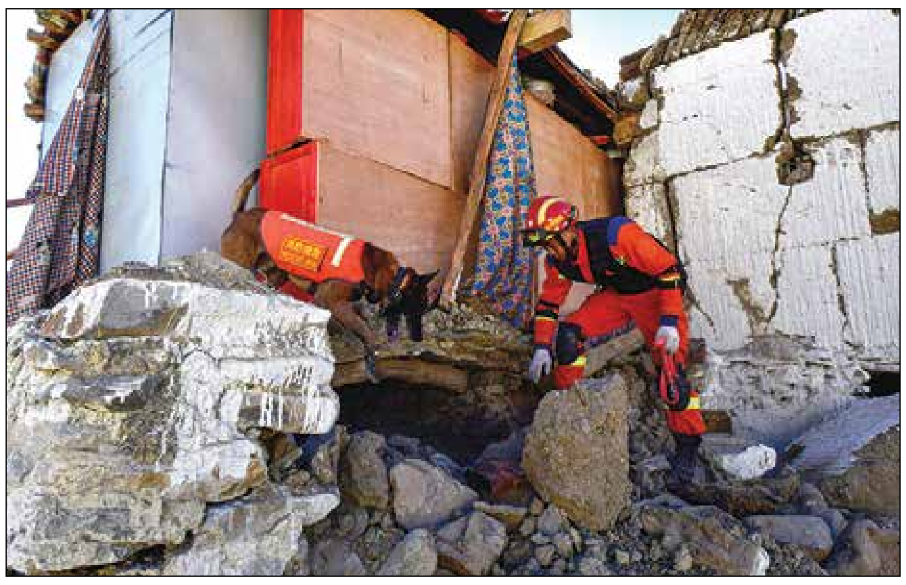

প্রাণের সন্ধানে উদ্ধার। সঙ্গী সারমেয়। বুধবার শিগাতসে।

বিধ্বস্ত তিব্বতে নিখোঁজ ৪০০

লাসা, ৮ জানুয়ারি : সরকারি হিসাব বলছে, চিন নিয়ন্ত্রিত তিব্বতে মঙ্গলবারের ভূমিকম্পে ১২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১৮৮। নিখোঁজ কমপক্ষে ৪০০ জন। তাঁরা ভেঙে পড়া ঘরবাড়ির নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবার নতুন করে প্রাণহানির তালিকা প্রকাশ করেনি স্থানীয় প্রশাসন। তবে ভূমিকম্পের ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় কেটে যাওয়ার পর প্রচণ্ড ঠান্ডায় নিখোঁজদের কতজন জীবিত রয়েছেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সেরিং ফুন্টসোগের বক্তব্যে সেই আশঙ্কা জোরালো হয়েছে।

গুরুম নামে একটি প্রত্যন্ত গ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন সেরিং। চিনের সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম জিনহুয়াকে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পৈতৃক গ্রাম গুরুমের মোট বাসিন্দার সংখ্যা ২২২। ভূমিকম্পে গ্রামটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু

উদ্ধারে আশঙ্কা

৫০ জন গ্রামবাসীর খোঁজ মেলেনি। নিখোঁজদের মধ্যে তাঁর একাধিক আত্মীয় রয়েছেন বলে সেরিং জানান। রাতের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে যাওয়ায় আটকে পড়া মানুষজনের কতজন জীবিত তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ তিনি। সেরিং বলেন, 'শিশু ও বৃদ্ধদের কথা বাদ দিন, ভূমিকম্পের জেরে ঘরবাড়ি এত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়েছিল যে তরুণরাও নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার সময় পাননি। গুরুমের বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছেন। তাঁদের বার করে আনা সম্ভব হয়নি।'

তিব্বতের শিগাৎসে শহরে ৩,৬০০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে চিনা সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। সেখানকার ৩০ হাজার বাসিন্দাকে ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে। তবে শতাধিক মানুষের খোঁজ মেলেনি। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আমেরিকার ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষক সংস্থা জানিয়েছে, মঙ্গলবারের ভূমিকম্পের পর বুধবার পর্যন্ত তিব্বতে ৫০০-র বেশি আফটার শক অনুভূত হয়েছে।

হাসিনার ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিতে অস্বস্তিতে ঢাকা

ঢাকা, ৮ জানুয়ারি : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারতের অবস্থানে ক্রমশ অস্বস্তি বাড়ছে বাংলাদেশের। আওয়ামি লিগ সভানেত্রীর পাসপোর্ট বাতিল কিংবা তাঁকে প্রত্যর্পণের ব্যাপারে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার ক্রমাগত মরিয়া হয়ে উঠছে ঠিকই, কিন্তু সব ব্যাপারেই একপ্রকার গা-ছাড়া মনোভাব নিয়েছে নয়াদিল্লি। এমনকি শেখ হাসিনার ভারতে থাকার ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টিও পরে জানতে পেরেছে বাংলাদেশ। আর তাতে অস্বস্তি বেড়েছে ইউনূস সরকারের। বিষয়টি নিয়ে বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আপনাদের মতো আমিও এই বিষয়টি পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি। আমাদের কী করার আছে। এটি ভারতের বিষয়।' জানা গিয়েছে, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিল।

সূত্রের দাবি, আপাতত ৬ মাসের জন্য হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো নিয়ে রাজনৈতিক মহলের খবর, ঢাকার অনুরোধ মেনে হাসিনাকে এই মুহূর্তে ফেরত পাঠালে তাঁর প্রাণসংশয় রয়েছে। অন্যদিকে দীর্ঘদিনের বন্ধু হাসিনাকে ফেরত পাঠালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির কাছে ভুল বার্তা যেতে পারে। তাই সেই কথা মাথায় রেখে ভারত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল তার জবাব পেয়েছেন কি না জানতে চাওয়া হলে তৌহিদ হোসেনের সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে ভারতের কাছে যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল তার জবাব এখনও পাইনি।'

হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে একাধিক অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। ২৩ ডিসেম্বর হাসিনার প্রত্যর্পণ চেয়ে ভারতের কাছে কূটনৈতিক বার্তাও পাঠিয়েছিল ঢাকা। বাংলাদেশের সাফ কথা, এই ইস্যুতে ভারতের চিঠির জন্য অপেক্ষা করবে বাংলাদেশ। ভারতের তরফে চিঠির জবাব এলে তবেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

এদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে যেভাবে উষ্ণতা এসেছে, তা নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব শফিকুল আলম।

তিনি বলেন, 'ইউনূস সার্কের পুনরুজ্জীবন চান। পাকিস্তান সেনাকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানোর কোনও পরিকল্পনা নেই। প্রধান উপদেষ্টা সার্কভুক্ত সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক চান।' চিন্ময় প্রভুর জামিনের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আমরা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারের আশ্বাস দিচ্ছি। এটা সরকারের অগ্রাধিকার। আমরা বিচারবিভাগের স্বাধীনতা পুনর্বহাল করেছি।'

ইসরোর নতুন চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন

বেঙ্গালুরু, ৮ জানুয়ারি : ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র নতুন চেয়ারম্যান হচ্ছেন ভি নারায়ণন। মঙ্গলবার তাঁর নাম ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নারায়ণন বর্তমান চেয়ারম্যান এস সোমনাথের স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং ১৪ জানুয়ারি থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আগামী দু'বছরের জন্য ইসরো প্রধানের দায়িত্ব সামলাবেন নারায়ণন।

নারায়ণন বর্তমানে ইসরোর লিকুইড প্রপালশন সিস্টেম সেন্টারের (এলপিএসসি) পরিচালক। ইসরোর আসন্ন গগনযান প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত তিনি। এই যানের জন্য জাতীয় স্তরের মানব রেট সার্টিফিকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বেও রয়েছেন নারায়ণন। প্রায় চার দশকের দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ইসরোর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। মহাকাশযান ও রকেটের প্রপালশন সিস্টেমের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। দেশের ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল নারায়ণনের। ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন এমন এক প্রযুক্তি যা মহাকাশযান উৎক্ষেপণের জন্য প্রয়োজন।

নারায়ণন বলেন, 'আমাদের কাছে ভারতের জন্য একটি পরিষ্কার রোডম্যাপ রয়েছে। আশা করছি যা ইসরোকে আরও উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। আমাদের কাছে দুর্দান্ত প্রতিভা রয়েছে।' তামিলনাড়ুতে জন্ম নারায়ণনের। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে। খড়্গপুর আইআইটি থেকে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে সেখান থেকেই এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিইচডি করেন নারায়ণন। পিএইচডি শেষ করে তিনি যোগ দেন ইসরোতে।

শিশমহল বিতর্কে তাল ঠোকাঠুকি

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের মুখে শিশমহল বিতর্কের পারদ ক্রমশ চড়ছে। এই নিয়ে বিজেপির লাগাতার আক্রমণের জবাবে বুধবার আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং এবং দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ সংবাদমাধ্যমকে সঙ্গে নিয়ে ৬ ফ্ল্যাগস্টাফ রোডে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করেন। পরে সেখান থেকে ৭ লোককল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকেও যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু এগোতে গিয়ে প্রবল পুলিশি বাধার মুখোমুখি হন। শেষমেশ তাঁরা রণে ভঙ্গ দেন।

আপ নেতাদের সাফ কথা, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জমানায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনকে শিশমহলে পরিণত করার যে অভিযোগ বিজেপি হামেশাই করে, সংবাদমাধ্যমকে সঙ্গে নিয়ে সেটা টয়লেট রয়েছে, মিনি বার রয়েছে, সুইমিং পুল রয়েছে। কিন্তু আজ বিজেপির মিথ্যাচার সারাদেশের সামনে চলে এসেছে। কিন্তু সেখানে পুলিশের ছাউনি তৈরি করে আমাদের আটকে দেওয়া হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনকে রাজমহল বলে আখ্যা দিয়ে সঞ্জয় সিং বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন দেখতে গেলে তখনও আমাদের আটকে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমাদের আটকে দিয়ে বিজেপি প্রমাণ করে দিয়েছে ওঁর বাড়িতে ১২ কোটির গাড়ি, ৫ হাজার সুট, ২০০ কোটির ঝাড়বাতি, লাখ টাকার কলম এবং কোটি টাকার কার্পেট রয়েছে।'

বিজেপি অভিযোগ করেছিল, কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সরকারি বাংলো সংস্কার করার জন্য ৪০ কোটি টাকা খরচ করেছিলেন। সৌরভ বলেন, 'মানুষের উচিত, মুখ্যমন্ত্রী ও

পুলিশের সঙ্গে বচসা আপ নেতাদের। নয়াদিল্লি।

চাক্ষুষ করতে চান তাঁরা। যদিও বিজেপির পালটা খোঁচা, আপ নেতারা এতদিন সেসব দেখতে যাননি কেন। এখন ভোটের মুখে আপ নেতারা নাটক করছেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। সঞ্জয় সিং, সৌরভ ভরদ্বাজদের সঙ্গে পুলিশের তীব্র বচসা হয়। সঞ্জয় সিং বলেন, 'আমি একজন সাংসদ। উনি একজন মন্ত্রী। আপনারা কোন আইনবলে আমাদের আটকাচ্ছেন?' পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'বিজেপি বলেছে, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে সোনায় মোড়া প্রধানমন্ত্রী উভয়ের বাংলোই দেখে নেওয়া। বিজেপি এখন পালাচ্ছে। আমাদের রুখতে ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেড লাগানো হয়েছে। বিজেপি বলেছে ৩৩ কোটি টাকায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কাজ হয়েছে। অথচ ২৭০০ কোটি টাকায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন তৈরি হয়েছে।' জবাবে বিজেপি সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেন, 'শিশমহল দুর্নীতি ঢাকতে আপ নেতারা এখন নাটক করছেন। সঞ্জয় সিং, সৌরভ ভরদ্বাজরা আগে কেন শিশমহল দেখতে যাননি?' দিল্লিতে ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা ভোট।

রাহুলকে ফের তির শর্মিষ্ঠার

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : বিজেপির সুরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে আক্রমণ করলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণের পর দেশজুড়ে রাষ্ট্রীয় শোকের মধ্যেই রাহুল গান্ধি কেন ভিয়েতনাম সফরে গিয়েছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। শর্মিষ্ঠা বলেন, 'দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি রাহুল গান্ধিকে প্রশ্ন করতে চাই সারাদেশ যখন একজন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ তখন কেন তিনি নতুন বছর উদযাপনের জন্য বিদেশসফরে গিয়েছেন? আপনি কয়েকটি দিন অপেক্ষা করতে পারলেন না? তাহলে তো আর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ত না।'

এর আগে বিজেপিও কংগ্রেস নেতার বিদেশ সফর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। শর্মিষ্ঠার তোপ, 'মনমোহন সিংয়ের চিতাভস্ম নেওয়ার সময় কোনও কংগ্রেস নেতা উপস্থিত ছিলেন না। এই সময়টা দলের উচিত ছিল, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের পাশে থাকা। আমার বাবার প্রয়াণের পর দলের প্রত্যেক নেতার তরফে শোকবার্তা পেয়েছিলাম। কেন রাহুল গান্ধি বিদেশ চলে গেলেন?' গত সপ্তাহে মনমোহন সিংয়ের স্মরণে অখণ্ড পাঠ অনুষ্ঠানে অবশ্য কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে এবং সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি হাজির ছিলেন।

ডিলারদের হুঁশিয়ারি

র‍্যাশনে বিঘ্নের আশঙ্কা ফেব্রুয়ারিতে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : আগামী কেন্দ্রীয় বাজেটে র‍্যাশন ডিলারদের কমিশন বৃদ্ধি না হলে ফেব্রুয়ারিতে র‍্যাশন পরিষেবা বন্ধ রেখে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত র‍্যাশন ডিলারদের সমস্যার সমাধান না হলে পরিষেবা বন্ধ করা ছাড়া তাঁদের কাছে আর কোনও পথ খোলা থাকবে না।

দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্বম্ভর বসু বলেন, সারা দেশে ৫,৩৮,২৬১ জন র‍্যাশন ডিলার রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৮৯ শতাংশের মাসিক আয় ১০

> এই বাজেটে র‍্যাশন ডিলারদের জন্য কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করা না হলে পরিষেবা বন্ধ রাখতে বাধ্য হব।'
>
> **বিশ্বম্ভর বসু**

হাজার টাকারও কম। নীতি আয়োগের রিপোর্ট তুলে ধরে তিনি জানান, বর্তমান বাজার পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডিলারদের কমিশন বাড়ানো অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'এই বাজেটে র‍্যাশন ডিলারদের জন্য কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করা না হলে পরিষেবা বন্ধ রাখতে বাধ্য হব।'

গত দু'দিন দিল্লিতে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সচিব এবং নীতি আয়োগের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ফেডারেশনের নেতারা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে কড়া ভাষায় চিঠি লিখে তাঁদের দাবি জানান। বিশ্বম্ভর বসু স্পষ্ট করেছেন, দাবি পূরণ না হলে ফেব্রুয়ারিতে র‍্যাশন পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে।

'এক দেশ-এক ভোট'

জেপিসি বৈঠকে তুমুল শোরগোল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : 'এক দেশ এক নির্বাচন' প্রস্তাব নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি(জেপিসি)-র প্রথম বৈঠকেই বিরোধীদের কড়া আপত্তির মুখে পড়ল কেন্দ্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর দেশ ভারতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ধাঁচে একসঙ্গে নির্বাচন কীভাবে সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা।

সূত্রের খবর, বুধবারের প্রথম বৈঠকে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রকের পক্ষ থেকে সংবিধানের ১২৯তম সংশোধনী বিল নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়। বিজেপি ও এনডিএ সাংসদরা এই বিলের পক্ষে সওয়াল করে দাবি করেন, একসঙ্গে নির্বাচন হলে একদিকে ভোটের খরচ কমবে, অন্যদিকে উন্নয়ন কাজের গতি বাড়বে।

তবে বিরোধীদের দাবি, এই বিল দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক। কংগ্রেসের এক সাংসদ মন্তব্য করেন, এই বিল সংবিধানের মূল কাঠামোর বিরোধী। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অভিন্ন নির্বাচন গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করবে এবং সংবিধানের মৌলিক কাঠামোয় আঘাত আনবে।'

আইন ও বিচারমন্ত্রকের প্রেজেন্টেশনে দাবি করা হয়েছে, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে আইন কমিশন সহ বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। বিজেপি সাংসদদের মতে, জাতীয় স্বার্থেই এই প্রস্তাব আনা হয়েছে।তবে বিরোধীরা একযোগে এর বিরোধিতা করে বলেন, এই প্রস্তাব রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট করবে।

লন্ডন ক্লিনিকে ভর্তি খালেদা

লন্ডন, ৮ জানুয়ারি : চিকিৎসার জন্য বুধবার লন্ডন ক্লিনিকে ভর্তি করা হল বিএনপি-র চেয়ারপার্সন তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। মঙ্গলবার রাতে কাতারের পাঠানো বিশেষ বিমানে চেপে ঢাকা ছাড়েন খালেদা। বুধবার স্থানীয় সময় বিকাল ৩টে নাগাদ লন্ডনে পৌঁছোন তিনি। হিথরো বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান তাঁর ছেলে তারেক রহমান, পুত্রবধূ ডা. জুবাইদা রহমান এবং মেয়ে জাইমা রহমান। দীর্ঘ সাত বছর পর মাকে কাছে পেয়ে আবেগরুদ্ধ হয়ে পড়েন তারেক। হুইল চেয়ারে বসে থাকা খালেদাকে জড়িয়ে ধরেন তিনি। অপরদিকে পুত্রবধূ খালেদার পা ছুঁয়ে সালাম করেন। বিমানবন্দরের বাইরে অপেক্ষায় ছিলেন বিএনপি-র প্রবাসী শাখার সমর্থকরা।। বিমানবন্দরের টার্মিনালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার হজরত আলি খান। বিমানবন্দর থেকে তারেক নিজে গাড়ি চালিয়ে মা-কে নিয়ে লন্ডন ক্লিনিকে পৌঁছোন। ৭৯ বছরের খালেদা দীর্ঘদিন ধরে লিভার, কিডনি সহ একাধিক শারীকির জটিলতায় ভুগছেন। শেষবার ২০১৭ সালের জুলাই মাসে খালেদা জিয়া লন্ডনে এসেছিলেন।

পানামা খালের পর গ্রিনল্যান্ডে নজর ট্রাম্পের

দ্বীপ রক্ষায় তড়িঘড়ি বরাদ্দ ডেনমার্কের

ওয়াশিংটন, ৮ জানুয়ারি : পানামার কাছ থেকে পানামা খাল অধিগ্রহণের বার্তা দিয়েছেন। কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার কথা বলেছেন। এবার ডেনমার্কের অধীনে থাকা স্বশাসিত দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডকে কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দিলেন আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এখানেই শেষ নয়। মেক্সিকো উপসাগরের নাম পরিবর্তন করে আমেরিকা উপসাগর রাখার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। সদস্য দেশগুলিকে জিডিপির ৫ শতাংশ ন্যাটোর জন্য খরচ করতে বলেছেন। বর্তমানে ন্যাটো দেশগুলিকে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২ শতাংশ চাঁদা হিসাবে দিতে হয়। সেই চাঁদা আরও ৩ শতাংশ বাড়ানোর পক্ষে সওয়াল করেছেন ট্রাম্প। ওয়াশিংটনে ক্ষমতার হাতবদলের আগে তাঁর মন্তব্য স্বাভাবিকভাবে আলোড়ন ফেলেছে। ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক বিদেশনীতি রাশিয়া, চিনের পাশাপাশি আমেরিকার বন্ধু দেশগুলির উদ্বেগ বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার ফ্লোরিডায় এক সাংবাদিক বৈঠক করেন ট্রাম্প। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, পানামা খাল ও গ্রিনল্যান্ড দখলের জন্য তিনি কি সামরিক শক্তি বা অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করবেন? ট্রাম্পের সাফ জবাব, এমন কোনও প্রতিশ্রুতি তিনি দিতে পারবেন না। তাঁর কথায়, 'আমি আপনাদের কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। তবে আমি এটা বলতে পারি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য আমাদের পানামা খাল ও গ্রিনল্যান্ড দরকার।'

জবাব দিতে দেরি করেনি পানামা ও ডেনমার্ক। পানামার বিদেশমন্ত্রী হ্যাভিয়ের মার্তিনেজ-আচা বলেন, 'আমাদের জনগণের হাতে এই খালের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তাঁদের কাছেই এর নিয়ন্ত্রণ থাকবে।' গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিউট এগেদে বলেন, 'আমরা বিক্রির জন্য নই এবং ভবিষ্যতেও বিক্রি হব না। গ্রিনল্যান্ডের মালিক গ্রিনল্যান্ডের বাসিন্দারা।' একধাপ এগিয়ে গ্রিনল্যান্ডের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর কথা ঘোষণা

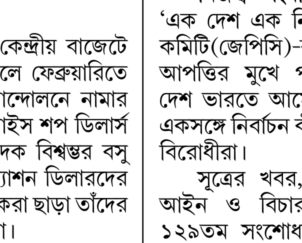

> আমি আপনাদের কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। তবে আমি এটা বলতে পারি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য আমাদের পানামা খাল ও গ্রিনল্যান্ড দরকার।
>
> -ডোনাল্ড ট্রাম্প

নতুন নিশানা

- পানামা খাল অধিগ্রহণ
- কানাডাকে আমেরিকার অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা
- গ্রিনল্যান্ডকে কিনে নেওয়া
- মেক্সিকো উপসাগরের নাম বদলে আমেরিকা উপসাগর
- সদস্য দেশগুলির জিডিপির ৫ শতাংশ ন্যাটোর জন্য বরাদ্দ করার পক্ষে সওয়াল

করেছে ডেনমার্ক। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ট্রোয়েলস লুন্ড পলসেন বলেন, 'এই প্যাকেজের মাধ্যমে অন্তত ১৫০ কোটি ডলার বরাদ্দ করা হবে।' তিনি জানান, গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা মজবুত করতে ২টি নজরদারি জাহাজ মোতায়েন করা হবে। ২টি নতুন দূরপাল্লার ড্রোন ও ২টি কুকুরে টানা স্লেজ গাড়ি ইউনিটের ব্যবস্থা করা হবে।

এছাড়া গ্রিনল্যান্ডের রাজধানী নুকের আর্কটিক কমান্ডের অধীনে সেনাসংখ্যা বাড়ানো এবং দ্বীপের ৩টি বেসামরিক বিমানবন্দরের মধ্যে একটিকে এফ-৩৫ সুপারসনিক যুদ্ধবিমান ওঠা-নামার উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।

পানামা ও ডেনমার্ক বিরোধিতা করলেও ট্রাম্পের তরফে সুর নরম করার ইঙ্গিত মেলেনি। ঘটনাচক্রে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে বিতর্ক উসকে ওঠার পরেই সেখানে ব্যক্তিগত সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়ার। একইভাবে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর হোয়াইট হাউস পরিচালনার ভার যাঁর হাতে থাকবে সেই সার্জিও গোরও সম্প্রতি গ্রিনল্যান্ড ঘুরে এসেছেন।

এদিকে কানাডাকে মার্কিন অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন সেদেশের বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তিনি বলেন, 'কানাডাকে আমেরিকার অংশে পরিণত করার সম্ভাবনা নেই। আমাদের দু'দেশের শ্রমিক ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষেরা একে অন্যের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও নিরাপত্তা সহযোগী হিসেবে লাভবান হচ্ছেন।' জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের পর পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় এখন সেদিকে তাকিয়ে কূটনৈতিক মহল।

জীবনবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

পৌলমী সরকার, *শিক্ষক*
চকচকা উচ্চবিদ্যালয়, কোচবিহার

(প্রশ্নমান -৫ অথবা ১/২/৩)

অধ্যায় ১ : জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় -

১) রক্ত শর্করা নিয়ন্ত্রণে ইনসুলিনের ভূমিকা লেখো। ইস্ট্রোজেনের কাজ কী? (৩+২)

২) নিম্নলিখিত অঙ্গের উপর অ্যাড্রিনালিন ও নর অ্যাড্রিনালিন হরমোনের প্রভাবের তুলনা করো-
ঘর্মগ্রন্থি *হৃদপিণ্ড *ত্বক *লালা গ্রন্থি

৩) নিম্নলিখিত কাজগুলি মস্তিষ্কের কোন কোন অংশগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? (০.৫x২)
মূত্র নির্গমন *ঘর্ম নিঃসরণ *দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ *মানসিক আবেগ নিয়ন্ত্রণ

৪) প্রদত্ত কার্যাবলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশিগুলির নাম লেখো। (০.৫x২)
দূরবর্তী অঙ্গ দেহাংশের নিকটবর্তী হয়
ফিমারকে আবর্তিত হতে সাহায্য করে
কনুই সন্ধিকে ভাঁজ হতে সাহায্য করে
কনুই সন্ধিকে প্রসারিত করে।

৫) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ট্রপিক ও ন্যাস্টিক চলনের পার্থক্য নিরূপণ করো। (১+১)
উদ্দীপক *সংবেদনশীলতা

৬) রড কোষ ও কোণ কোষের নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর পার্থক্য লেখো -(১+১)
রঞ্জকের প্রকৃতি ও কাজ

৭) কৃত্রিম হরমোনের ভূমিকাগুলোর একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করো।

৮) স্নায়ুতন্ত্র কীভাবে অঙ্গ ও তন্ত্রের কাজের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে তা উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। (৩)

৯) গাড়ির চালকদের উপযোজন কীভাবে ঘটে তা ব্যাখ্যা করো। (২)

১০) মাছের সন্তরণে মায়োটম পেশির ভূমিকা উল্লেখ করো।(২)

অথবা, মায়োপিয়া ও হাইপারমেট্রোপিয়া দৃষ্টিজনিত ত্রুটি সংশোধনের জন্য কী কী লেন্সযুক্ত চশমা ব্যবহার করা হয়? (২)

অধ্যায় ২ : জীবনের প্রবহমানতা-

১) প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা ধ্রুবক রাখা ও প্রকরণ সৃষ্টিতে মিয়োসিসের তাৎপর্য উল্লেখ করো। (১+১)

অথবা, কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াস, সেন্ট্রোজোম ও রাইবোজোম-এর ভূমিকা আলোচনা করো। (১+১+১)

২) 'স্বপরাগযোগ অপেক্ষা ইতর পরাগযোগ অধিকতর উন্নত' -বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। (২)

৩) স্টক এবং সিয়ন বলতে কী বোঝায়? (২)

৪) সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষেক প্রক্রিয়া ও নতুন উদ্ভিদ গঠন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো। (৫)

অথবা, ফার্নের জনুক্রম একটি শব্দচিত্রের মাধ্যমে দেখাও। (২)

৫) DNA ও RNA-এর পার্থক্য (২)

অথবা, ইউক্রোমাটিন এবং হেটারোক্রোমাটিন। (২)

৬) উদ্ভিদ দেহে কলাপালনের গুরুত্ব হিসেবে রোগমুক্ত উদ্ভিদ তৈরি এবং বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণ ব্যাখ্যা করো। (১+১)

৭) মাইটোসিসের প্রফেজ ও টেলোফেজ দশার তিনটি বিপরীতমুখী ঘটনা উল্লেখ করো। (৩)

৮) নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাখ্যা দাও- (১+১)
ক্রসিং ওভার ও সাইন্যাপসিস

৯) পার্থক্য নিরূপণ করো- উদ্ভিদকোষ ও প্রাণী কোষের সাইটোকাইনেসিস পদ্ধতি।(৩)

১০) উপযুক্ত উদাহরণ সহ অযৌন জননের যে কোনও ৫টি পদ্ধতি বর্ণনা করো। (৫)

১১) মানব বিকাশের বিভিন্ন দশাগুলির সংক্ষেপে বর্ণনা দাও। (৫)

১২) 'উদ্ভিদের পরাগযোগ হলে নিষেক নাও হতে পারে কিন্তু নিষেক হলে পরাগযোগ হবেই' -উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। (৩)

মাধ্যমিক প্রস্তুতি

অধ্যায় ১ এবং ২ (চিত্রাঙ্কন):

- মানুষের চোখের অক্ষিগোলকের লম্বচ্ছেদের একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করো এবং নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো-
  কর্নিয়া, রেটিনা, পিতবিন্দু, ভিট্রিয়াস হিউমর।
- একটি প্রতিবর্ত চাপের চিত্র এঁকে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো-
  গ্রাহক, সংজ্ঞাবহ স্নায়ু, স্নায়ু কেন্দ্র, আজ্ঞাবহ স্নায়ু।
- একটি উদ্ভিদকোষ বা একটি প্রাণীকোষের মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশার পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো-
  ক্রোমোজোম, সেন্ট্রোমিয়ার, বেমতন্তু, মেরু অঞ্চল।

অধ্যায় ৩ : বংশগতি ও কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ-

১) মেন্ডেল মটর গাছের ফুলের যে যে চরিত্রগুলি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন তাদের প্রত্যেকটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। (৩)

২) একজন মহিলা যিনি হিমোফিলিয়া রোগের বাহক, একজন স্বাভাবিক পুরুষকে বিবাহ করলেন, তাদের একটি পুত্রসন্তান হল। পুত্রসন্তানটির হিমোফিলিয়া রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কীরূপ তা বিশ্লেষণ করো। (৩)

৩) মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি চেকার বোর্ড সহ আলোচনা করো। (৩)

জেনোটাইপ ও ফেনোটাইপের দুটি পার্থক্য লেখো। (২)

৪) একটি বিশুদ্ধ লাল সন্ধ্যামালতী ও একটি বিশুদ্ধ সাদা সন্ধ্যামালতী উদ্ভিদের সংকরায়নে উৎপন্ন F1 উদ্ভিদগুলিতে গোলাপি ফুল হওয়ার ঘটনাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তা চেকার বোর্ডের সাহায্যে বোঝাও। (৩)

৫) থ্যালাসিমিয়ার লক্ষণগুলো কী কী? (২)

অথবা, সমাজকে থ্যালাসিমিয়ামুক্ত করতে হলে কী কী করা উচিত বলে তুমি মনে করো। (২)

প্রোটোনোপিয়া কী? (১)

৬) 'সমস্ত ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস নয়' -ব্যাখ্যা করো। (২)

৭) নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাখ্যা দাও- (১+১)
অ্যালিল লোকাস

৮) মেন্ডেলের একসংকর জনন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দাও। (৩)

অথবা, 'বংশগতির বৈজ্ঞানিক ধারণা গড়ে তুলতে মেন্ডেলের মটর গাছ সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি যুগান্তকারী' -এই পরীক্ষাগুলিতে তার সাফল্যের তিনটি কারণ উল্লেখ করো। (৩) *(চলবে)*

ভাবতে শেখো প্রকাশ করো

বিষয় :- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে তুমি কী কী সচেতনতার বার্তা দিতে চাও?

অরিজিৎ সরকার
প্রথম বর্ষ, বাংলা বিভাগ
যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আমাদের আবেগকে। মাউসের ক্লিকের মতো আমাদের জীবন ছুটে চলেছে। ফলে একদিকে যেমন বাড়ছে ব্যস্ততা, অন্যদিকে কমেছে সামাজিক ও পারিবারিক যোগাযোগ।

আমরা কাছের বন্ধু হিসেবে বিজ্ঞানের আবিষ্কার স্মার্টফোনকে বেছে নিয়েছি। ইন্টারনেটের সংযোগে সামাজিক মাধ্যম আজ আমাদের নিত্যদিনে পরিচিত নাম হয়ে উঠেছে। অবসরে আমরা হারিয়ে ফেলেছি ডায়েরি লেখা, গল্পের বই পড়া। এর পরিবর্তে হাতে তুলে নিয়েছি স্মার্টফোন। অক্টোপাসের মতো আমরা জড়িয়ে পড়ছি আট থেকে আশি সকলেই! ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপে মন মজেছে আমাদের।

নতুন বন্ধু বানানো, রিলস ভিডিও বানিয়ে পোস্ট, বিভিন্ন জানা-অজানা পেজ ও সাইটে মাউসের ক্লিকে আমাদের মন যেন মজে রয়েছে। তবে এর নেতিবাচক দিকগুলি হয়তো আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ ও আর্থিক প্রতারণায় জড়িয়ে পড়ার খবর উঠে আসে সংবাদ শিরোনামে।

একজন সমাজসচেতন নাগরিক ও শিক্ষার্থী হিসেবে আমি সবার প্রথমে একটা কথা বলব, যাঁরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছেন তাঁদের বাস্তব সচেতন হয়ে উঠতে হবে। পরিচিত ছাড়া অচেনা বন্ধুত্বের আহবানে সাড়া দেওয়া চলবে না। কোনও লিংকে ক্লিক করার আগে ভালো করে অবগত হতে হবে, চমকপ্রদ বিজ্ঞানের দৌলতে গা ভাসিয়ে দেওয়া চলবে না। আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় বা লটারি জেতার মতো বিজ্ঞাপনে ক্লিক করার আগে ভাবতে হবে আমাদের। বিজ্ঞানের অগ্রগতির স্রোতে ভেসে গেলেও বিবেকের দাঁড়টি শক্ত করে ধরতে হবে। একজন সচেতন নাগরিকই পারে নিজের পাশাপাশি সবাইকে সুরক্ষিত রেখে রুচিশীল সমাজ গঠন করতে।

শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতিতে মাধ্যমিক ইংরেজি

পূর্বাশা সিনহা, *শিক্ষক*
শিলিগুড়ি

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, মাধ্যমিক একেবারে দোরগোড়ায় উপস্থিত। তোমাদের প্রস্তুতি এখন অবশ্যই চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু মৌলিক বিষয় তোমাদের স্মরণে রাখা দরকার। স্কুল জীবনের প্রথম বোর্ড পরীক্ষা, তাই ভয় ভীতি অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পূর্ব পরিকল্পনামাফিক প্রস্তুতি, মনঃসংযোগ এবং সর্বোপরি ইচ্ছাশক্তি থাকলে মাধ্যমিকে সাফল্যের বৈতরণি অনায়াসে অতিক্রম সম্ভব। নিয়মিত অনুশীলন-চর্চা আমাদের নিখুঁত করে তোলে। কারণ সাফল্যের কোনও শর্টকাট পথ নেই।

ইংরেজি বাংলামাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভীতির উদ্রেক হলেও পদ্ধতিগতভাবে অগ্রসর হলে ইংরেজিতেও অঙ্কের মতো নম্বর পাওয়া শুধু সময়ের ব্যাবধান। ইংরেজির টেক্সট বই-এর মাত্র 4টি Prose ও 4টি Poem নিয়ে Seen Part যার টোটাল নম্বর 20। Prose-এর 1 মার্কস VSAQ ও 2 মার্কস SAQ নিয়ে মোট নম্বর 12

Poem-এর VSAQ ও SAQ নিয়ে মোট নম্বর 8। Seen Part-এর 20 নম্বর সবথেকে সহজ রিভিশন-এর মাধ্যমে।

Unseen Part-এর জন্যও বরাদ্দ নম্বর 20। MCQ 1x6=6; VSAQ (1+1)x3=6; SAQ 2 x4=8। প্রথমে Unseen Passage-টা দুই থেকে তিন বার পড়ে নেবে, তারপর পেন্সিল ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ লাইনগুলোকে আন্ডারলাইন করে নেবে। যার ফলে আনসার করার সময় খুব সহজেই সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করতে পারবে।

Grammer-এর 20 নম্বরের ক্ষেত্রে টেস্ট পেপার-এর কোনও বিকল্প নেই। প্রতিটা পেজের Grammar Portion-গুলো এখনই সমাধান করে নেবে।

Writing Skills-এর Biography Writing-এর জন্য কয়েকজন বিশেষ মানুষ ও মনীষীদের জীবনী অনুশীলন করে যাবে। এবছর আমরা বেশ কয়েকজন বিখ্যাত মানুষকে চিরকালের মতো হারিয়েছি যেমন রতন টাটা, শ্যাম বেনেগল, মনমোহন সিং, জাকির হোসেন এঁদের সম্পর্কে পড়ে যাবে। Paragragh/Dialogue Writing/Report Writing-এর ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো যেমন চন্দ্রযান; T-20 ওয়ার্ল্ড কাপ এগুলো জেনে নিও।

Story Writing-এর জন্য story-গুলো কীভাবে পয়েন্ট থেকেই বড় করে লিখবে সেটায় জোর দিও। Title ও Moral ভালো করে মুখস্থ করে নিও।

সবাই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খুব ভালো করে পরীক্ষা দাও। শুভেচ্ছা ও শুভাশিস রইল।

পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ো জীবনবিজ্ঞানে

২০২৪ মাধ্যমিকে রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র পুষ্কর রায় মোট ৯৬ শতাংশ এবং জীবনবিজ্ঞানে ৯৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছে। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভকামনা জানিয়ে জীবনবিজ্ঞানে নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি পড়াশোনা বিভাগে জানাল **পুষ্কর রায়।**

আমার স্নেহের ভাইবোনেরা, আশা করি তোমরা ২০২৫ সালের মাধ্যমিকের জন্যে প্রস্তুত। তোমাদের জানাই অনেক অভিনন্দন। টেস্ট শেষ, মাধ্যমিকের আর মাত্র এক-দেড় মাসের মতো বাকি। তোমরা সকলেই পরীক্ষার শেষমুহূর্তের প্র্যাকটিসে মনোনিবেশ করেছ। এই সময় Exam Pressure, self doubt প্রভৃতি চিন্তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তবে এটিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়, নিজের ওপর কঠোর অনুশাসন, আত্মসংযম বজায় রেখে নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করে আসন্ন পরীক্ষায় নিজের ১০০ শতাংশ দেওয়ার। এই সময় পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততটাই প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় সময়ের মধ্যে প্রশ্নপত্র সমাধান করা।

টপার্স টিপস

আমার কথা বলতে, আমি সারাবছর জীবনবিজ্ঞানের জন্য তিনটি পাঠ্যবই যেমন খুঁটিয়ে পড়েছি, তেমনি প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনীর প্রতিটি ছোট-বড় প্রশ্ন বারংবার অভ্যাস করেছি, সঙ্গে প্রশ্নবিচিত্রাও সমাধান করেছি। টেস্টে আমার নম্বর এই বিষয়ে ততটা আশানুরূপ না হলেও আমি হাল ছাড়িনি। আমি বিষয়ের প্রতি আরও যত্নশীল হয়েছি। এক্ষেত্রে আমি স্কুলের শিক্ষক ও গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে অনেক সাহায্য ও টিপস পেয়েছি। তাঁদেরই কথামতো, টেস্টের পর থেকেই, আমি মাধ্যমিকের নতুন সময়সূচি অনুসারে রোজ সময় ধরে বাড়িতে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন টেস্ট পেপার থেকে একটি করে প্রশ্নপত্র সমাধান করেছি, যা আমাকে কেবল জীবনবিজ্ঞানে নয় প্রতিটি বিষয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ে ২৫ মিনিট আগে লেখা শেষ করতে সাহায্য করেছে। এর ফলে পরীক্ষা হলে আমার একদম স্ট্রেস ছিল না বললেই চলে। জীবনবিজ্ঞানের মতো স্কোরিং বিষয়ে কেবল প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লিখলেই চলবে না, সঙ্গে উত্তরপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে উপস্থাপনা করাও ভীষণভাবে জরুরি, এক্ষেত্রেও আমি প্রশ্নের মান ও চাহিদা অনুসারে ছবি উপস্থাপনের পাশাপাশি বিভিন্ন শব্দচিহ্নের প্রয়োগও করেছি।

সর্বোপরি, আমি বলব নিজের ওপর শেষমুহূর্ত অবধি আস্থা রাখতে, কারণ কবিও বলেছেন- 'হাল ছেড়ো না বন্ধু...'। একটি পরীক্ষাই হয়তো জীবনের শেষকথা নয়, তবে জীবনের প্রতিটি পরীক্ষাই কিছু না কিছু শিখিয়ে দিয়ে যায়। আর এই অভিজ্ঞতাগুলিই জীবনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। তাই আমি সর্বদা 'Win or learn' এই মতবাদেই বিশ্বাস করি। কারণ ডারউইনও বলেছেন, 'Struggle for existance'। আশা করি, এটি তোমাদের সাহায্য করবে। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে অনেক শুভকামনা রইল।

পড়ার অভ্যাসও একপ্রকারের ব্যায়াম

নির্মাল্য বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য পাঠের সঙ্গে পড়ুয়াদের কল্পনাশক্তির বিকাশের যে একটা নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে, তা স্বীকার করেছেন বহু বিশেষজ্ঞই। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রতিদিন অন্তত আধ ঘণ্টাও যদি বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকা যায়, সে হোক নাটক-উপন্যাস-ছোটগল্প, কিংবা কবিতা-প্রবন্ধ-নিবন্ধ, এর পুরোটাই কেবল আমাদের মনঃসংযোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, তা-ই নয়, বরং বিশ্লেষণী ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি ও মানবিক চেতনার স্ফুরণ, তথা সার্বিকভাবে নিত্যদিনের জীবনে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রযুক্তির বিবর্তনের নিয়মে আজ স্বাভাবিকভাবেই ডিজিটাল জীবন এমন এক বাস্তবতা যার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। যাতায়াত থেকে স্বাস্থ্য, যোগাযোগ থেকে শিক্ষা, সবেতেই সাইবার দুনিয়া ও ডিজিটালমাধ্যম এমন এক গতি এনেছে, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আরও বেশি সুবিধাজনক, আরও বেশি মসৃণ করে তুলেছে। সময়ের সঙ্গে তথ্য ও প্রযুক্তির এই স্রোত যে আরও বেগবান হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আর এখানেই কোথাও খেই হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা। সমাজমাধ্যম, বিজ্ঞাপন ও প্রচারমাধ্যম আমাদের চারপাশে যে উপর্যুপরি তথ্যের সম্প্রচার করে চলেছে, এবং যেটা স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাজ, সেই তথ্যের ঠিক কতটা অংশ আমরা মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারছি, সেটাকে সময় দিচ্ছি, চিন্তা ও বিশ্লেষণ করছি, এবং সেই তথ্যকে ব্যবহার করে নতুন কোনও উদ্ভাবনী চেতনা আমাদের মধ্যে আসছে কি না, সেটা নিয়ে নিজেদের প্রশ্ন করা প্রয়োজন। চারপাশের অবিরাম তথ্য কেবল দু'চোখ-দু'কান ভরে নিয়ে নিলাম, মুহূর্তের মধ্যে নতুন শব্দ-ছবি এসে কয়েক সেকেন্ড আগেই যা দেখলাম-শুনলাম, তাকে ভুলিয়ে দিল, সেটাকে নিয়ে আর ভাবলাম না, এর সবটাই আমাদের কেবল এক তথ্যভুক জীবে পরিণত করছে, কিন্তু চিন্তাশীল প্রাণী হিসেবে মানুষের যে অবস্থান, সেখান থেকে ক্রমেই আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে।

আর ঠিক এখানেই নিয়মিত সাহিত্য পাঠ আমাদের সাহায্য করে। স্ক্রিনটাইমের বাইরে নির্ভেজাল কিছুটা সময় সারাদিনে যা দেখলাম, শুনলাম, সেটাকে বিশ্লেষণ করতে শেখায়। যা বইয়ের পাতায় (এমনকি ই-বুকেও) পড়ছি, যা সরাসরি আমার সামনে দৃশ্য বা শব্দ হয়ে হাজির হচ্ছে না, যাকে মাথা খাটিয়ে কল্পনা করতে হচ্ছে, শব্দের পর শব্দ, লাইনের পর লাইন একবার দু'বার পাঁচবার পড়ে, প্রয়োজনে কঠিন শব্দের মানে খুঁজে নিয়ে তবেই পড়তে-বুঝতে পারছি, সেই তথ্য আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও কল্পনাকে উসকে দেয়, আমাদের মনে রয়ে যায় বহুদিন। শরীরের ব্যায়ামের মতোই এটা যেন মনের একটা ব্যায়াম। তেপান্তরের মাঠ থেকে অ্যালিসের ওয়ান্ডারল্যান্ড, হগওয়ার্টস থেকে ফেলুদার ড্রয়িংরুম, সবকিছুই আমরা বইয়ের পাতা থেকে সরাসরি নিজেদের মনের মধ্যে নিজেদের মতো করে কল্পনা করতে পারি। সাহিত্যনির্ভর ফিল্মগুলো আমাদের সামনে যে দৃশ্য-শব্দের জগৎ এনে দাঁড় করায়, তা চিত্রপরিচালকের কল্পনার প্রতিফলন। কেমন হত, যদি তোমরাও নিজেদের মতো করে সেই দুনিয়া কল্পনা করতে পারতে, পর্দায় দেখার আগেই?

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানে প্রস্তুতি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

দশম অধ্যায় :
তড়িৎপ্রবাহ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া

প্রশ্নমান 3

1. তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় সর্বদা সমপ্রবাহ ব্যবহার করা হয় কেন? ভোল্টামিটার কী?
2. তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে অ্যালুমিনা থেকে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখো।
3. কপার তড়িদ্দ্বার ব্যবহার করে কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ সংক্ষেপে আলোচনা করো।
4. প্ল্যাটিনাম তড়িদ্দ্বারের সাহায্যে জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে তড়িদ্দ্বারে সংঘটিত বিক্রিয়াগুলি লেখো। এই তড়িৎ বিশ্লেষণে জলে সামান্য অ্যাসিড বা লবণ মেশানো হয় কেন?
5. তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে লোহার চামচের ওপর সিলভারের প্রলেপ দিতে তড়িৎ বিশ্লেষ্য, ক্যাথোড ও অ্যানোড রূপে কী কী ব্যবহৃত হয় ?
6. ধাতব তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ পরিবহণ এবং তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্য দিয়ে তড়িৎ পরিবহণের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
7. দেখাও যে তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে বিজারণ ও অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
8. তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতা কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?
9. NaCl-এর জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ হয় কিন্তু চিনির দ্রবণে হয় না কেন?
10. তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় গলিত বা দ্রবীভূত তড়িৎ বিশ্লেষ্যর দ্রবণে অসংখ্য ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন থাকলেও দ্রবণটি তড়িৎ-প্রশম হয় কেন?

সাজেশান ২০২৫

একাদশ অধ্যায় :
পরীক্ষাগার ও রাসায়নিক শিল্পে অজৈব রসায়ন

প্রশ্নমান 2

1. কী ঘটে সমিত সমীকরণসহ লেখো : ফেরিক ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণের মধ্য দিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করা হয়।
2. রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে দেখাও যে, অ্যামোনিয়া ক্ষারধর্মী।
3. কী ঘটে যখন উত্তপ্ত সোডিয়ামের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া করানো হয়?
4. লাইকার অ্যামোনিয়ার বোতলকে খোলার আগে ঠান্ডা করে নেওয়া উচিত কেন?
5. রুপোর তৈরি অলংকার কিছুদিন ব্যবহারের পর কালো হয়ে যায় কেন?
6. সিলভার নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করলে যে কালো রঙের অধঃক্ষেপ পড়ে তার নাম ও সংকেত লেখো।
7. নাইট্রোলিম প্রস্তুতির শর্ত ও বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখো।
8. হাইড্রোজেন সালফাইডের বিজারণ ধর্মের বিক্রিয়ার উদাহরণ সমিত সমীকরণসহ লেখো।
9. ক্লোরিন জলে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করলে কী ঘটে সমীকরণসহ লেখো।
10. কিপযন্ত্রে প্রস্তুত করা যায় এমন একটি গ্যাসের নাম করো। গ্যাসটির প্রস্তুতির বিক্রিয়ার সমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো।

প্রশ্নমান 3

1. হেবার পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়ার শিল্প উৎপাদনের শর্ত ও বিক্রিয়ার সমীকরণটি উল্লেখ করো।
2. লা-ব্ল্যাঙ্ক পদ্ধতি দ্বারা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুতির শর্ত সহ সমীকরণ দাও।
3. স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতির শর্ত সহ সমীকরণগুলি লেখো।
4. অসওয়াল্ড পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিডের শিল্প প্রস্তুতির নীতি ও সমীকরণ লেখো।
5. বজ্রপাতের ফলে নাইট্রোজেনের আবদ্ধীকরণের বিভিন্ন ধাপে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি লেখো।
6. পরীক্ষাগারে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রস্তুতির নীতি, সমিত সমীকরণ ও গ্যাস সংগ্রহ পদ্ধতি লেখো।
7. নাইট্রোজেন গ্যাসকে শনাক্ত করবে কীভাবে? তরল নাইট্রোজেন কী?
8. অ্যামোনিয়া বায়ু অপেক্ষা হালকা তা একটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করো।
9. কীভাবে প্রমাণ করবে যে হাইড্রোজেন সালফাইডে হাইড্রোজেন ও সালফার আছে?
10. পরীক্ষাগারে প্রস্তুত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস থেকে কীভাবে জলীয় বাষ্প, অ্যাসিড বাষ্প ও হাইড্রোজেন গ্যাস দূর করবে?
11. নেসলার বিকারক কী? রসায়নাগারে নেসলার বিকারকের গুরুত্ব লেখো।

দ্বাদশ অধ্যায় :
ধাতুবিদ্যা

প্রশ্নমান 2

1. 'সব আকরিকই খনিজ কিন্তু সব খনিজ আকরিক নয়' - ব্যাখ্যা করো।
2. খনিজ ও আকরিকের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।
3. সংকর ধাতু ব্যবহারের সুবিধাগুলি লেখো।
4. অ্যামালগাম বা পারদ-সংকর কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
5. কপারের একটি ধাতু-সংকরের নাম লেখো। ওই ধাতু-সংকরের উপাদানগুলির শতকরা পরিমাণ লেখো।
6. থার্মিট পদ্ধতির নীতি বিক্রিয়াসহ লেখো।
7. থার্মিট মিশ্রণ ও প্রজ্বলক মিশ্রণ কী?
8. ক্লোরাইড আয়নের উপস্থিতি লোহায় মরচে পড়াকে কীভাবে ত্বরান্বিত করে?
9. Na, Mg, Ca প্রভৃতি ধাতুগুলিকে কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা যায় না কেন?
10. অ্যালুমিনিয়াম পাতে মোড়া আচার বা চাটনি খাওয়া উচিত নয় কেন?

আমার শহর

ছোট্ট তারা

শিলিগুড়ি পাঠ ভবনের সিনিয়ার কেজির পড়ুয়া অদ্রিজা সূত্রধর পড়াশোনার পাশাপাশি নাচেও সকলের নজর কেড়েছে। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে সে নৃত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

ফ্ল্যাটে ঝগড়া হিমসিম পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি থানায় বেজে ওঠা ফোন তুলে এক পুলিশ আধিকারিক শুনতে পান, 'আবাসনে ঝামেলা চলছে, তাড়াতাড়ি আসুন।' যথারীতি পুলিশ ভ্যান গিয়ে দাঁড়ায় আবাসনটির সামনে। আবাসনের ভিতরে পৌঁছে পুলিশকর্মীরা জানতে পারেন, দুই মহিলার মধ্যে চূড়ান্ত ঝামেলা জুতো রাখাকে কেন্দ্র করে। নিজের ফ্ল্যাটের সামনে জুতো না রেখে উলটো পাশের ফ্ল্যাটে কেন জুতো রাখা, তা নিয়েই দুই মহিলার বাগযুদ্ধ। এই সমস্যার সমাধানের জন্য থানায় ফোন।

ভক্তিনগর থানার পুলিশকর্মীরাও সম্প্রতি এধরনেরই এক ঘটনার মুখোমুখি। ঝামেলার কারণে ডাকে সাড়া দিতে তাঁরা ছুটে গিয়েছিলেন একটি আবাসনে। ঝামেলার মূলে জলের ব্যবহার। অতিরিক্ত জল ব্যবহারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে কাজিয়া।

একটি বা দুটি নয়, প্রতিটি থানায় প্রায়দিনই এমন ফোন আসছে। ঝামেলার খবর পেয়ে বিভিন্ন আবাসনে ছুটে যাচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। কারণ জানতে পেরে তাঁরা বুঝতে পারছেন না কীভাবে প্রতিবেশীদের এই সমস্যা মেটাবেন। সমস্যা সমাধানে কী পরামর্শ বা উপদেশ দেবেন। তবে 'প্রতিপক্ষকে' ভয় দেখাতে যে ফোন করে তাঁদের ডেকে আনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত পুলিশ। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'অভিযোগ দায়েরের কথা বললে আবাসিকদের অধিকাংশই তখন নিজেদের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলছেন। কখনো-কখনো আবাসনের সোসাইটি সমস্যা মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছে। আসলে পুলিশকে ডেকে নিয়ে যাওয়াই মূল উদ্দেশ্য।'

বাড়ছে শহর শিলিগুড়ি। একের পর এক আবাসন বা বহুতল মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। তেমনভাবেই আবাসিকদের মধ্যে উটকো ঝামেলায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পুলিশকে।

সম্প্রতি একটি আবাসনে ঝামেলা গড়ায় থানা পর্যন্ত। একজনের জন্য বরাদ্দ পার্কিংয়ের জায়গায় অন্যজন কেন গাড়ি পার্ক করেছেন, তা নিয়েই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। সেই ঝামেলাকে কেন্দ্র করে গাড়ির কাচ ভাঙা থেকে শুরু করে ভক্তিনগর থানা চত্বরে দুই পক্ষের হাতাহাতির ঘটনা শোরগোল ফেলে দেয় পুলিশ মহলে। কিন্তু কোনও পক্ষই শেষপর্যন্ত অভিযোগ দায়ের করেনি। এক পুলিশকর্তার কথায়, 'আবাসনগুলোতে পার্কিং সমস্যাই সবচেয়ে বেশি। কে দরজার সামনে প্রথম সিঁড়িতে জুতো রাখবে, তা নিয়েও ঝামেলা বাধছে।' এর মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের অবক্ষয় দেখতে পারছেন সূর্য সেন কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা সুতপা সাহা। তাঁর বক্তব্য, 'বিষয়গুলি হাস্যকর মনে হলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশকে ডাকা হচ্ছে নিজেদের ক্ষমতা দেখানোর জন্য। কিন্তু যখন মনে হচ্ছে পরিস্থিতি হিতে বিপরীত হতে পারে, তখন আবার নিজেরা মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলছে। আসলে সামাজিক সম্পর্ক অবক্ষয়ের বিষয়গুলি এই ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ্যে আসছে।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'কেউ ডাকলে আমাদের সেই ডাকে সাড়া দিয়ে যাওয়াটাই কাজ। তারপর যদি সিভিলিয়ান ম্যাটার হয়, তাহলে আমাদের কিছু করার থাকে না।'

জল-গাড়ি আর জুতো

- অন্য ফ্ল্যাটের সামনে কেন জুতো রাখা হল তা নিয়ে ঝামেলা দুই মহিলার
- ভক্তিনগর পুলিশকে ফ্ল্যাটে গিয়ে মিটিয়ে আসতে হয় বেশি জলের ব্যবহার নিয়ে কাজিয়া
- একজনের পার্কিংয়ের জায়গায় অন্যজন গাড়ি পার্ক করায় তা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়
- পুলিশের কথা হল, কেউ ডাকলে আমাদের সেই ডাকে সাড়া দিয়ে যাওয়াটাই কাজ

ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনাল নির্দেশ দিয়েছে অভয়ারণ্যের ইকো-সেনসিটিভ জোনে বড় নির্মাণ বা বাণিজ্যিক প্রকল্প করা যাবে না। কিন্তু পর্যটন শিল্প, আবাসন প্রকল্প এবং রিসর্ট নির্মাণে নির্দেশিকা অগ্রাহ্য করা হচ্ছে, আর প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় এবং কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর স্বার্থপর মনোভাবের কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে, আলোকপাত করলেন **দীপনারায়ণ তালুকদার**

বন কেটে রিসর্ট গড়ায় আশঙ্কা

মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন অঞ্চলের অন্যতম প্রধান পরিবেশগত আশ্রয়স্থল। এটি শুধুমাত্র বন্যপ্রাণীদের জন্য একটি নিরাপদ বাসস্থান নয়, বরং সমগ্র উত্তরবঙ্গের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করার একটি অপরিহার্য অংশ। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই সংবেদনশীল এলাকায় অবৈধ নির্মাণের পরিমাণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। আর এর ফলে পরিবেশের উপর বিপর্যয়কর প্রভাব পড়ছে এবং সরাসরি ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনাল (এনজিটি)-এর নির্দেশিকাগুলিকে লঙ্ঘন করছে।

ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনাল (এনজিটি) স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে যে বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্যের ইকো-সেনসিটিভ জোনে (ইএসজেড) কোনও রকম বড় নির্মাণকাজ বা বাণিজ্যিক প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু পর্যটন শিল্প, আবাসন প্রকল্প এবং রিসর্ট নির্মাণের কারণে এই নির্দেশিকা কার্যত অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা এবং কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর স্বার্থপর মনোভাবের কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে।

অবৈধ নির্মাণের ফলে মহানন্দা অভয়ারণ্যের সংলগ্ন এলাকা থেকে বনভূমি নিধন করা হচ্ছে। এর ফলে বন্যপ্রাণীরা তাদের স্বাভাবিক আবাসস্থল হারাচ্ছে এবং খাদ্যশৃঙ্খল ব্যাহত হচ্ছে। হাতি, চিতাবাঘ, হরিণ এবং বিরল প্রজাতির পাখিরা এখন লোকালয়ে প্রবেশ করতে বাধ্য হচ্ছে, যার ফলে মানুষ-পশু সংঘর্ষের ঘটনা বেড়েছে।

খোলা জানালা

চাই সচেতনতা

- অবৈধ নির্মাণের জন্য মহানন্দা অভয়ারণ্য সংলগ্ন এলাকা থেকে বনভূমি নিধন হচ্ছে
- বন্যপ্রাণীরা তাদের স্বাভাবিক আবাসস্থল হারাচ্ছে এবং খাদ্যশৃঙ্খল ব্যাহত হচ্ছে
- নির্মাণে ব্যবহৃত রাসায়নিক জলাশয় এবং নদীগুলিতে মিশে জলদূষণ ঘটাচ্ছে
- অবৈধ নির্মাণের কারণে নদী বাধা পাচ্ছে আর ফ্ল্যাশ ফ্লাডের আশঙ্কা বাড়ছে

নির্মাণকাজের সময় ব্যবহৃত রাসায়নিক এবং বর্জ্য পদার্থ স্থানীয় জলাশয় এবং নদীগুলিতে মিশে জলদূষণ ঘটাচ্ছে। এছাড়া, অবৈধ নির্মাণের কারণে নদী এবং ঝোরা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যা বর্ষার সময় ফ্ল্যাশ ফ্লাড-এর আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলছে।

শিলিগুড়ি এবং আশপাশের অঞ্চলের বাসিন্দারা ইতিমধ্যেই এই পরিবেশগত বিপর্যয়ের প্রভাব অনুভব করছেন। ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ক্রমাগত নীচে নেমে যাচ্ছে, পরিস্রুত পানীয় জলের সংকট তীব্র হচ্ছে। এছাড়া, ক্রমবর্ধমান ভূমিক্ষয় এবং জলাবদ্ধতার সমস্যাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

অবৈধ নির্মাণ রোধে স্থানীয় প্রশাসন এবং বন দপ্তরকে আরও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এনজিটি-এর নির্দেশিকা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকদের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি।

মহানন্দা অভয়ারণ্যের ইকো-সেনসিটিভ জোনে অবৈধ নির্মাণ অব্যাহত থাকলে এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব শিলিগুড়ি এবং আশপাশের অঞ্চলের পরিবেশের উপর চিরস্থায়ী ক্ষতি ডেকে আনবে। তাই সময় থাকতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

নতুন করে সাজছে সূর্য সেন পার্ক

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : বোটিং করার সঙ্গে সঙ্গে এবার নানা ধরনের রঙিন মাছ দেখতে পাবেন। শিলিগুড়ি শহরের অন্যতম বড় পার্ক সূর্য সেন পার্কে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত রয়েছে। তাই ওই পার্কের প্রতি সাধারণ মানুষের একটা আলাদা ঝোঁক রয়েছে। ফলে পার্কের আকর্ষণ বাড়াতে নিত্যনতুন উদ্যোগ নিচ্ছে পুরনিগম। এবার পার্কে আগতরা বোটিং করতে করতেই রঙিন মাছের দেখা পাবেন। পার্কের লেকে ছাড়া হয়েছে রঙিন মাছ। এছাড়া পার্কটিকে ঢেলে সাজাতে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ির সূর্য সেন পার্ক শহরবাসীর পছন্দের জায়গাগুলির মধ্য একটি। পার্কে প্রবেশের মুখে তৈরি করা হচ্ছে 'বার্ড এভিয়ারি'। শত শত পাখির কলরব দেখতে পাবেন সাধারণ মানুষ। পার্কের আকর্ষণ বাড়াতে নতুন রূপে তৈরি করা হচ্ছে ফোয়ারা। এছাড়া পার্কে থাকা লেকটিকে গোল্ডফিশ, রাস্কার, আমেরিকান রুই, জাপানিজ কই থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের রঙিন মাছ ছাড়া হয়েছে। গাছগুলিকে নতুন করে রং করা হচ্ছে। পার্কের প্রবেশের গেটটিকেও নতুনভাবে তৈরি করা হবে। পুরনিগমের উদ্যান ও কানন বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায় বলেন, 'আমরা নতুন করে সাজাচ্ছি পার্কটিকে।'

এই পার্কটি ভীষণ পছন্দের রঞ্জনা সরকারের। তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে চলে আসেন তিনি, পার্কের এই নতুন পরিকল্পনা নিয়ে অনেকটাই উৎসাহিত তিনি। বলছিলেন, 'পার্কে পাখি থাকলে রঙিন মাছ থাকলে আরও ভালো লাগবে, এগুলি পার্কটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে।'

শহরে ঝাঁকিয়ে শীত পড়তেই ভুটিয়া মার্কেটে গরম পোশাকের খোঁজে ক্রেতারা। বুধবার তপন দাসের তোলা ছবি।

বিধি উড়িয়ে পানের পিক

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : 'এখানে থুতু ফেলা নিষেধ' এমনিই কিছু বোর্ড জেলা হাসপাতালের ভেতরে লাগানো হয়েছিল। সঙ্গে ছিল এই সম্পর্কিত একাধিক নির্দেশিকা। যেমন গুটখা, পান, সিগারেট সহ কোনও নেশার দ্রব্য নিয়ে বা খেতে খেতে হাসাপাতালে ঢোকা নিষিদ্ধ, খেলে মুখ ধুয়ে হাসপাতালে প্রবেশ করতে হবে। এইসব নির্দেশকে কার্যকর করতে জমিমানাও শুরু হয়েছিল। কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার আগের পরিস্থিতি ফিরে এসেছে। হাসপাতালের কোনায় কোনায়, বিভিন্ন জায়গা ঢেকেছে পানের পিকে। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে ভ্রূ কোঁচকাচ্ছেন হাসপাতালে আগত পরিজনরা।

কিছু মানুষের জন্য থুতু, পানের পিকে ঢেকে যাচ্ছে হাসপাতাল চত্বর। এতে রোগভোগ যেমন বাড়ছে তেমনি এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। অনেকেই হাসপাতালের নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে জেনেবুঝে এই কাজ করছেন, অনেকে আবার জরিমানার নিয়ম জানেনই না, তাই দিনের পর দিন এই ধরনের কাজ করে যাচ্ছেন। এমনই একজনের সঙ্গে এদিন কথা হচ্ছিল। সুবল বর্মন পানের পিক ফেলতেই সেই বিষয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি বলছেন, 'ভুল করে ফেলেছি। আর করব না, আসলে মনে ছিল না।' কেউ কেউ নিজের ভুল স্বীকার করলেও কেউ আবার কোনও কিছু পাত্তা না দিয়েই বললেন, 'কী করব, জানতাম না যে এখানে ফেলা যাবে না।' কিছু কিছু মানুষের অসচেতনতার কারণে শুধু হাসপাতালই নয়, গোটা শহরই যে নোংরা হচ্ছে সেই কথাই বলছিলেন আশুতোষ সাহা। তাঁর কথায়, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আরও কঠোরভাবে এই বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন। যাঁরা নিয়ম মানছেন না তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।'

চাই নজরদারি

- মুখে গুটখা নিয়ে হাসপাতালে ঢোকা যাবে না, এই নিয়ম এখন আর কেউ মানেন না
- নজরদারির অভাব এবং বেপরোয়া মনোভাবের জন্য থুতু, পানের পিকে ঢাকছে হাসপাতাল
- কর্তারা বলছেন, মানুষকে সচেতন হতে হবে, কিন্তু তাঁদের সচেতন করবে কে

যেখানে মুখে গুটখা নিয়েই হাসপাতালে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেখানে হাসপাতালেই যত্রতত্র থুতু, গুটখার পিক ফেলা হয় কী করে। এই বিষয়ে সাধারণ মানুষকেই বেশি সচেতন হতে হবে বলে মনে করছেন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব। তিনি বলেন, 'সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। নিরাপত্তারক্ষীদেরও বিশেষ নজর দিতে হবে। যে জায়গাগুলি নোংরা হয়ে রয়েছে সেগুলিকেও নতুনভাবে সংস্কার করতে হবে।'

হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গা থেকে শুরু করে দেওয়াল ঢেকে যাচ্ছে পানের পিকে, যা শুধু দৃষ্টিকটুই নয় বরং দূষণও বাড়াচ্ছে। এই সমস্ত দিকে হাসপাতালের নজরদারি চাইছেন সাধারণ মানুষ।

মোবাইল উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : ছিনতাই হওয়া মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গত সেপ্টেম্বরে চম্পাসারি থেকে মাটিগাড়ায় অটো করে যাচ্ছিলেন এক মহিলা। সে সময় তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যাগ ছিনতাই হয়। ব্যাগে তাঁর তিনটে মোবাইল সহ জরুরি কাগজপত্র ছিল। এরপর অভিযোগের ভিত্তিতে মাটিগাড়া থানার পুলিশ তদন্তে নেমে নভেম্বর মাসে একটি মোবাইল উদ্ধার করে। বুধবার আরও একটি মোবাইল উদ্ধার করে ওই মহিলার হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

গাঁজা সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ২৮ কেজি গাঁজা সহ এক মহিলাকে বুধবার গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম কিরণ দেবী। সে বিহারের মতিহারির বাসিন্দা। একবছর আগে কিরণ মেয়ে ও নাতিকে নিয়ে মাটিগাড়ার শুঁটকি গোডাউনের কাছে ভাড়া বাড়ি নেয়। গত কয়েকদিন ধরে ওই এলাকায় গাঁজার রমরমা বাড়তে থাকায় বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগায় পুলিশ। এরপর খবর আসে, ওই মহিলাই এলাকায় গাঁজা বিক্রির মধ্যমণি হয়ে উঠেছে। এদিন পুলিশ ওই বাড়িতে অভিযান চালায়। কিরণের ঘরে চৌকির নীচে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে ২৮ কেজি গাঁজা। কোথা থেকে সে ওই গাঁজা আনত, সে ব্যাপারে তদন্ত করছে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

বিক্রেতাদের ভূমিকায় পড়ুয়ারা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : সময় নির্দিষ্ট ছিল আড়াই ঘণ্টা। কিন্তু খাদ্যমেলা চলল না এক ঘণ্টার বেশি। বিক্রেতাদের ভূমিকায় পড়ুয়াদের থাকা এবং প্রতিটি খাবারের দাম ১০ টাকা বেঁধে দেওয়াতেই যে এই সাফল্য, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকাদের। তাঁদের সঙ্গে খুশি পড়ুয়ারাও।

কেউ বানিয়েছে মালপোয়া, কেউ আবার পাস্তা। স্টুডেন্ট উইক উপলক্ষ্যে বুধবার শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে খাদ্যমেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। মোট কুড়িটি স্টলে বিভিন্ন স্বাদের খাবার রেখেছিল পড়ুয়ারা। মেলায় স্টলের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা দিয়ে মাস্ক, টুপি ও গ্লাভসও পরেছিল পড়ুয়ারা। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খাদ্যমেলা নিয়ে এত আগ্রহ দেখে স্কুলের টিচার ইনচার্জ মহীতোষ দাস বলেন, 'এত ভালো সাড়া পাওয়া যাবে, তা আশা করিনি। এক একটি স্টল চারশো থেকে পাঁচশো টাকা খাবার বিক্রি করে লাভ করেছে। পরের বছর আরও বড় আকারে খাদ্যমেলার আয়োজন করা হবে।'

পড়ুয়ারা যাতে পড়াশোনার পাশাপাশি স্কুলে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, সেজন্য শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে এক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নিচ্ছে স্কুলগুলি। ২ জানুয়ারি বই দিবসের মধ্যে দিয়ে সাপ্তাহিক কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। খাদ্যমেলায় অংশ নেওয়া দশম শ্রেণির ছাত্রী নেহা নন্দী বলছে, 'কীভাবে পাপড়ি চাট বানাতে হয় তা মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। স্কুলে এসে স্টলে সেটা বিক্রি করে খুব ভালো সাড়া পেলাম। প্রশংসাও পেয়েছি।' ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র সায়ন পাল ঝালমুড়ি বিক্রি করে হাসিমুখে জানায়, 'প্রথমবার দোকান করেই সব খাবার বিক্রি করে ফেলেছি।' এদিন স্টলে খাবার বিক্রি করার জন্য সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে আয়োজনে লেগে পড়েছিল বিশাল, সৃষ্টি, রাহুল, পূজাদের মতো পড়ুয়ারা। তাদের মধ্যে মেলা নিয়ে এত আগ্রহ দেখে খুশি শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। এদিন ডাঙ্গুজোত হিন্দি প্রাথমিক স্কুলেও স্টুডেন্ট উইকের অঙ্গ হিসেবে ফুড ফেস্টিভালের আয়োজন করা হয়েছিল।

শিক্ষায় দিশা দেখাচ্ছে ইসাবেলা স্কুল

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : শহরের কোলাহল থেকে কিছুটা দূরে শান্ত পরিবেশে রয়েছে খ্রিস্টান ও ইসাবেলা এডুকেশন ট্রাস্টের অধীনস্থ ইসাবেলা স্কুল। শিলিগুড়ির শালুগাড়ার কাছে অবস্থিত এই স্কুল বর্তমানে শিক্ষায় দিশা দেখাচ্ছে। মনোরম পরিবেশে অন্যরকম পদ্ধতিতে শিক্ষাদান এই স্কুলটিকে অনবদ্য করে তোলে। স্কুলে ৩০টি ক্লাসরুম, ২৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। প্রধান শিক্ষক ছন্দা দাস স্কুলের যাবতীয় খুঁটিনাটি খেয়াল রাখেন। স্কুলে রয়েছে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ। এছাড়া রয়েছে বিশেষ কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা। পড়াশোনা ছাড়াও সংগীত, নাচ, নাটক, ডিবেটের ব্যবস্থা রয়েছে। ১২ জানুয়ারি স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিবছর মেলা আয়োজন করা হয় স্কুল প্রাঙ্গণে। এবারও আয়োজিত হবে।

ব্যস্ত রাস্তায় জঞ্জালের স্তূপে ভোগান্তি

ব্যস্ত সময়ে জঞ্জালের স্তূপ জমে রয়েছে চার্চ রোডে। বুধবার। ছবি : তপন দাস

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : অফিস টাইমে রাস্তার অর্ধেকটা জুড়ে আবর্জনা ছড়িয়ে। জঞ্জাল পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় না থাকায় রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল যানবাহন। যার জেরে যানজট। শিলিগুড়ি মহাত্মা গান্ধি মোড়ের সামনে থেকে চার্চ রোড ধরে একটু এগোতেই বুধবার সকালে এমন দৃশ্য দেখা গেল। পুরনিগমের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তগর্ত পূর্ত দপ্তরের পুরোনো বাড়িটির সামনে এমন পরিস্থিতির কারণে পথচলতি মানুষেরা ক্ষুব্ধ হন।

এদিন সকাল পৌনে ১১টা নাগাদ ওই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন শক্তিগড়ের বাসিন্দা শুভ্রদীপ মুখোপাধ্যায়। শুভ্রদীপের কথায়, 'এমনভাবে আবর্জনা ফেলা ছিল যে, সেটা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জায়গা ছিল না। এমনিতে চার্চ রোড শহরের অন্যতম ব্যস্ত ব্যবসায়িক এলাকা। সেই রাস্তায় প্রবেশের মুখে যদি এভাবে আবর্জনা ফেলা হয়, তাহলে দারুণ সমস্যায় পড়তে হয়।' চার্চ রোডের ব্যবসায়ী তুষার আগরওয়ালের কথায়, 'এভাবে আবর্জনা ফেলে রাখায় দুর্গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে চলাচল করতে হয়। ওই জায়গাতে আবর্জনা ফেলায় প্রায়শই যানজট হয়। তাই সকালে তাড়াতাড়ি আবর্জনা তুলে নেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া, অনেকে ওই জায়গাতে যানবাহন রেখে চলে যান। সেই কারণে যানজট হয়। বিষয়গুলি প্রশাসনের কর্তাদের দেখা প্রয়োজন।'

গোটা ওয়ার্ড থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে পুরকর্মীরা বেশ কয়েকটি জায়গাতে এর আগে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবর্জনা জমা করতেন। কিন্তু সব জায়গাতে বন্ধ করে পূর্ত দপ্তরের বাড়িটির সামনে বর্তমানে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। যা নিয়ে এলাকার বাসিন্দারের একাংশ ক্ষুব্ধ। বিষয়টি নিয়ে ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কমল আগরওয়াল বলেন, 'জঞ্জাল অপাসারণে একটি গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় এদিন জঞ্জাল তুলতে দেরি হয়। চার্চ রোডের যেখানে আবর্জনা জমা করা হচ্ছে, সেই জায়গাটি পরিবর্তন করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। বিকল্প একটি জায়গা খোঁজা হচ্ছে। সেই জায়গা পাওয়া গেলে আর সেখানে আবর্জনা ফেলা হবে না।' তাঁর সংযোজন, 'পুরকর্মীরা আবর্জনা তুলে নিয়ে যাওয়ার পরও অনেকে ওই জায়গাতে আবর্জনা নিয়ে এসে ফেলছে। সেটা বন্ধ করা যাচ্ছে না। নাগরিকদের সচেতন হতে হবে। ব্যস্ত রাস্তার পাশে এভাবে ইচ্ছেমতো আবর্জনা ফেলা যায় না।

তিরুপতির ভেঙ্কটেশ্বরস্বামী মন্দিরে পদপিষ্টে জখম মহিলাকে উদ্ধার করছেন নিরাপত্তারক্ষীরা। বুধবার। -পিটিআই

তিরুপতিতে পদপিষ্ট ছয়

অমরাবতী, ৮ জানুয়ারি : তিরুপতি দর্শনে গিয়ে আর ফেরা হল না। ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ৬ জনের। বুধবার সন্ধ্যায় ওই দুর্ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) থেকে শুরু হবে ১০ দিনের বৈকুণ্ঠদ্বার দর্শন। সেজন্য টিকিট সংগ্রহ করতে সকাল থেকে লম্বা লাইনে পড়েছিল মন্দিরের বাইরে। সন্ধ্যায় টোকেন বিলির ঘোষণা হতেই সেই লাইনে প্রবল বিশৃঙ্খলা শুরু হয়।

ওই ঘটনার সময় প্রায় ৪০০০ পুণ্যার্থী লাইনে ছিলেন। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় তিরুপতি মন্দির। ভক্ত সংখ্যার নিরিখে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয়। ভিড় সামলানোর ব্যবস্থাপনা বরাবরই ভালো এই মন্দিরে। কিন্তু বুধবার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বৈকুণ্ঠদ্বার দর্শন ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত চলার কথা। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন এবং আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেন।

কালো তুষারে বিপত্তি সিকিমে

একাধিক পর্যটনকেন্দ্রে নিষেধাজ্ঞা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : তুষারের টানেই উত্তর সিকিম পাড়ি। কিন্তু সেই তুষারপাতই ডেকে আনল বিপত্তি। বেড়াতে গিয়ে হোটেলবন্দি পর্যটকরা। এই বিপত্তির মূলে রয়েছে 'ব্ল্যাক আইস'। ফলে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে নাথু লা, ছাঙ্গু লেক, ১৫ মাইলের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে। পর্যটকদের নিরাপত্তায় নজর রেখেই পর্যটনকেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সিকিম প্রশাসনের। শুধু পূর্ব বা উত্তর সিকিম নয়, রাতভর তুষারকণা আছড়ে পড়েছে দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু, ফালুটের মতো এলাকাগুলিতেও। তবে এখানে ব্ল্যাক আইস সৃষ্টি না হওয়ায় খুশির হাওয়া পর্যটন মহলে। কুয়াশা-হাওয়ার ঝটকায় পারদপতন সমতলেও।

সিকিমের জন্য সতর্কতা জারি করলেও বৃহস্পতিবার থেকে সমতলের পরিস্থিতির কিছুটা উন্নত হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

তুষারপাতের সম্ভাবনায় গাড়িতে বেলচা, শিকল রাখার বিধিনিষেধ জারি করেছিল সিকিম প্রশাসন। কিন্তু ব্ল্যাক আইসে কাজে এল না কোনও উদ্যোগ। পূর্ব এবং উত্তর সিকিমের একাধিক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে যান চলাচল। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পারমিট দেওয়াও। সিকিম পর্যটন দপ্তর সূত্রে খবর, জওহরলাল নেহরু রোড খোলা রয়েছে শুধু ১০ মাইল পর্যন্ত। ফলে পারমিট ইস্যু হচ্ছে না ছাঙ্গু লেকের কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউপয়েন্ট, নাথু লা এবং বাবা মন্দিরের ক্ষেত্রে। জুলুকের রাস্তা খোলা থাকলেও বন্ধ থাম্বি ভিউপয়েন্ট। লাচুংয়ের ইয়ুমথাং পর্যন্ত পারমিট দেওয়া হলেও বন্ধ জিরো পয়েন্ট। লাচেনে খোলা শুধু গুরুদোংমার। ব্ল্যাক আইসের জন্য এমন পরিস্থিতি হয়েছে বলে বক্তব্য ১২৯ জেনারেল রিজার্ভ ইঞ্জিনিয়ার ফোর্সের (জিআরইএফ)।

কিন্তু ব্ল্যাক আইস কী? বিরামহীন তুষারপাতের জেরে সৃষ্টি হওয়া বরফের পুরু আস্তরণ। যা অত্যন্ত পিচ্ছিল হওয়ায় যান চলাচলের ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনতে পারে। সে কারণে পর্যটনস্থলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জিআরইএফের এক ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন। পর্যটকদের নিরাপত্তায় জোর দিয়ে এমন সিদ্ধান্ত, বলছেন পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিক।

কিন্তু বেড়াতে গিয়ে ঘরবন্দি থাকতে কার ভালো লাগে? তাই বিমর্ষ পর্যটকরা। উত্তর চব্বিশ পরগনার দত্তপুকুর থেকে লাচুংয়ে বেড়াতে গিয়েছেন দেবাশিস ঘোষ। তিনি বলছেন, 'মঙ্গলবার পৌঁছেই তুষারপাত পেয়েছি। মন ভরে গিয়েছে। কিন্তু এখন হোটেলে বসে রয়েছি। নাথু লা তো দূরের কথা, জিরো পয়েন্টেও যেতে পারছি না।' একই বক্তব্য লাচেনে বেড়াতে যাওয়া রায়গঞ্জের তুলসীতলার পার্থ বসুর। অনেকের মতো তাঁরও চিন্তা, 'দুই-একদিনের মধ্যে রাস্তা না খুললে আটকে পড়তে হবে।' যেভাবে বরফ জমেছে, তা গলে যেতে বা কেটে রাস্তা বের করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় লাগবে বলে জানাচ্ছে জিআরইএফ।

ব্ল্যাক আইস কী?

বিরামহীন তুষারপাতের জেরে সৃষ্টি হওয়া বরফের পুরু আস্তরণ। যা অত্যন্ত পিচ্ছিল হওয়ায় যান চলাচলের ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনতে পারে।

পূর্ব এবং উত্তর সিকিমে ধারাবাহিক তুষারপাতের সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তরও।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে শুধু সিকিমের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেনি। পালটে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি। মঙ্গলবার রাতভর তুষারপাত হয়েছে সান্দাকফু, ফালুট সহ দার্জিলিং পাহাড়ের উঁচু এলাকায়। যার জন্য সংশ্লিষ্ট পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের। ফের শীতের আমেজ কুয়াশা মোড়া সমতলে। এদিন উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় কার্যত সূর্যের দেখা মেলেনি। সেইসঙ্গে ছিল হাওয়ার দাপট। ফলে পারদ পতন হয়েছে অনেকটাই। সমতলের ক্ষেত্রে বৃহস্পতিবার থেকে পরিস্থিতির কিছুটা বদল ঘটবে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা।

রিসর্ট মহানন্দায়

প্রথম পাতার পর

যদিও চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ প্রথম দিন থেকে দাবি করছে যে, তারা এই বিষয়ে কিছুই জানে না। মঙ্গলবার মাটিগাড়ার ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক প্রধাননগর থানার ওই রিসর্টের মালিক অবদেশ যাদবের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তার ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও বুধবার রাত পর্যন্ত অভিযুক্তের নাগাল পাওয়া যায়নি।

সূত্রের খবর, অভিযুক্ত বিহারে গা-ঢাকা দিয়েছেন। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেছেন, 'অবদেশ পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মোবাইল ফোনও বন্ধ। আমরা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছি।'

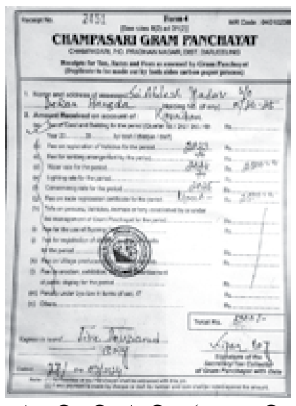

CHAMPASARI GRAM PANCHAYAT

এই রসিদ নিয়েই বিতর্ক। -সংবাদচিত্র

বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের হাতে যে তথ্য এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে রীতিমতো ট্রেড লাইসেন্স এবং কর দিয়েই এই রিসর্ট চালানো হচ্ছিল। ২০২৪ সালে ১৫০ টাকার বিনিময়ে 'ফুড ফ্যামিলি রিসর্ট'-এর ট্রেড লাইসেন্স এবং ৫০০০ টাকার বিনিময়ে জমি এবং ভবনের কর নিয়ে রসিদ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, এই রিসর্টের অনুমতি দিতে এক জনপ্রতিনিধি দেড় লক্ষ টাকা নিয়েছেন। অথচ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পুরো দায় অস্বীকার করছেন। বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হতেই মঙ্গলবার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্যাডে বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত একটি নোটিশ লিখে সই করানোর জন্য অবদেশের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সই রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা পুরোনো তারিখ দেওয়া নোটিশটি গ্রহণ করেননি।

অভিযোগ, ওই নোটিশ নেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তৃণমূলের একাংশের দাবি, সবকিছু জেনেবুঝেই গ্রাম পঞ্চায়েত ওই রিসর্টের অনুমতি দিয়েছিল। তাহলে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তাদের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ হবে না? প্রশ্ন তুলছেন দলেরই একাংশ।

প্রধান অবশ্য বলেছেন, 'মঙ্গলবার রিসর্ট সিল করে দেওয়া হয়েছে। এখন ট্রেড লাইসেন্স অনলাইনে করা হয়। আমরা কাকে নোটিশ দেব?'

টাইগার হিলকে টেক্কা

প্রথম পাতার পর

করা হয় বলে দাবি তুলেছেন জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ডঃ রাজা রাউত।

ডিএফও বলেন, 'রাচেলা ভিউপয়েন্ট করা হয়েছে কোর এলাকার বাইরে। ১৪ ফেরি পর্যন্ত আগেই জিপ সাফারির অনুমতি ছিল। নেওড়ার রাচেলা ভিউপয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব রূপ দেখে আমরা রাজ্যকে চিঠি দিয়েছিলাম। রাজ্য বন দপ্তর সেখানে পর্যটকদের যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। রাচেলা ভিউপয়েন্টে আপাতত কিছু পর্যটককে ট্রায়াল হিসেবে ঘোরানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে ভিউপয়েন্টের।

মাটিগাড়ায় ভিনরাজ্যের নাবালিকা উদ্ধারে ধৃত

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : খাপরাইল বাজার থেকে নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে বিহারের খাগারিয়া জেলার বাসিন্দা বিপিন কুমারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। হরিয়ানার রেয়ারি থানার বছর পনেরোর ওই কিশোরীকে অপহরণের অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার রাতে মাটিগাড়া থানার সাহায্যে ওই কিশোরীকে উদ্ধার ও বিপিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার চল্লিশ বছরের ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে রেয়ারি থানার পুলিশ নিয়ে গিয়েছে। ওই কিশোরীকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রেয়ারি পুলিশ জানায়, খাগারিয়ার বাসিন্দা বিপিন কর্মসূত্রে গত কয়েক বছর ধরে রেয়ারি থানা এলাকায় থাকত। সেই সূত্রে ওই কিশোরীর সঙ্গে পরিচিত হয়। ২০২৩-এর মাঝামাঝি ওই কিশোরী নিরুদ্দেশ হয়েছিল। তখনও তদন্তে নেমে তাকে পুলিশ উদ্ধার করলেও বেঁচে যায় বিপিন। গত সেপ্টেম্বরে ফের ওই কিশোরী নিরুদ্দেশ হয়। পরিবার থেকে বিপিনকেই সন্দেহ করে থানায় অপহরণের অভিযোগ জানানো হয়। বিপিনের মোবাইল ট্র্যাক করে মাটিগাড়ার খাপরাইল বাজারে তার খোঁজ মেলে। মাটিগাড়া পুলিশের সাহায্যে বিপিনকে গ্রেপ্তার ও ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে রেয়ারি পুলিশ। বিপিন ওখানে ভাড়াবাড়িতে ওই কিশোরীকে নিয়ে থাকছিল। এই ঘটনার পর বাড়িভাড়ার ক্ষেত্রে খোঁজখবর না নেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে। এ ব্যাপারে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'ভাড়াটের বিষয়ে অফিসে যাবতীয় তথ্য জমার গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে ফের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি এ ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে বাড়ি বাড়ি প্রচার চালাচ্ছি। পুলিশও নজরদারি চালাচ্ছে।'

মেটা'র পলিসি বদলে বিশ্বজুড়ে বিতর্ক

প্রান্তিক লিঙ্গভুক্তদের প্রতি কটূক্তিতে সায়

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : প্রত্যেক বছর 'মেটা' তার পলিসিতে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আনে। এবার যে পরিবর্তনটি এনেছে তাতে ইতিমধ্যেই চক্ষু চড়কগাছ নেট-নাগরিকদের। মেটার অধীনে থাকা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম কিংবা থ্রেডসে এখন থেকে সমকামীদের উদ্দেশে 'মানসিক অসুস্থ' কিংবা যে কোনও ধরনের কটূক্তি হলে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাবে না মার্ক জুকেরবার্গের সংস্থাটি।

ব্যাপারটা কী? ধরা যাক কোনও ব্যক্তি ফেসবুকে সমকামীদের (এলজিবিটিকিউ কমিউনিটি) উদ্দেশে কটূক্তি করে কোনও পোস্ট করলেন। এবার সেই পোস্টটি আপত্তিজনক বলে রিপোর্ট করতে গেলেন কেউ। কিন্তু ফেসবুকের এই নয়া পলিসিতে অভিযোগকারী অভিযোগটাই করতে পারবেন না। কারণ রিপোর্ট সেকশনে সেই অপশনটাই আর মিলবে না।

শুধু সমকামীদের ক্ষেত্রেই নয়, মহিলাদের উদ্দেশে যদি কেউ কুরুচিকর মন্তব্য করে, আর সেই মন্তব্যের মাধ্যমে যদি মহিলাদের 'বস্তু' হিসেবে দেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়, সেক্ষেত্রেও মেটা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। পাশাপাশি তথ্য যাচাই, লিঙ্গ পরিচিতি নিয়ে কটূক্তি সহ লিঙ্গভিত্তিক আলোচনায় যে বিধিনিষেধ এতদিন ছিল, মেটা সেগুলি তুলে নেওয়ায় নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

মেটার মুখ্য আধিকারিক জোয়েল কাপলান এই বদল সম্পর্কে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, 'যেসব কথা টিভিতে কিংবা জমায়েতে বলা যায়, তা আমাদের প্ল্যাটফর্মে বলা-করা যাবে না, এটা ঠিক নয়।' সম্প্রতি সংস্থার কর্ণধার মার্কের কণ্ঠে এরই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে।

শুধু এটাই নয়। মেটা তার সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্দেশের ক্ষেত্রেও আপডেট এনেছে। 'বিদ্বেষমূলক আচরণ' নীতিতেও উল্লেখযোগ্য বদল ঘটানো হয়েছে। বিশেষত অভিবাসন ও লিঙ্গভিত্তিক আলোচনার বিষয়ে সতর্ক থাকার কথা বলেছে সংস্থাটি। তৃতীয় লিঙ্গ, যৌনতা সহ এই ধরনের বিষয়গুলিতে কিছু সাধারণ শব্দের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছে মেটা।

মেটার পলিসি বদলে রূপান্তরকামী বা সমকামীদের মানসিকভাবে অসুস্থ হিসাবে চিহ্নিত করার অনুমতি দিয়ে দেয়। বেশ কিছু গণমাধ্যম অনুরোধ জানালেও মেটা বিষয়টি নিয়ে বিন্দুমাত্র উদারতা দেখায়নি। মহিলাদের 'সম্পত্তি' হিসাবে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা মানা হত, তা-ও সরিয়ে নিয়ে যায় মেটা।

নীরবতা

- শুধু সমকামী নয়, মহিলাদের উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্য করলে নীরব থাকবে মেটা
- তথ্য যাচাই, লিঙ্গ পরিচিতি নিয়ে কটূক্তি, লিঙ্গভিত্তিক আলোচনার বিধিনিষেধও তুলে নেওয়া হল
- ফলে গোটা বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে তুমুল বিতর্ক
- 'বিদ্বেষমূলক আচরণ' নীতিতেও উল্লেখযোগ্য বদল ঘটানো হয়েছে। বিশেষত অভিবাসন ও লিঙ্গভিত্তিক আলোচনার বিষয়ে সতর্ক থাকার কথা বলেছে
- তৃতীয় লিঙ্গ, যৌনতা সহ এই ধরনের বিষয়গুলিতে কিছু সাধারণ শব্দের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছে মেটা

> যেসব কথা টিভিতে কিংবা জমায়েতে বলা যায়, তা আমাদের প্ল্যাটফর্মে বলা-করা যাবে না, এটা ঠিক নয়।
>
> **জোয়েল কাপলান**
> মুখ্য আধিকারিক, মেটা

এলজিবিটিকিউ প্লাস কমিউনিটির মিডিয়া অ্যাডভোকেসি গ্রুপ 'গ্ল্যাড' মেটার এই নীতি বদলের নিন্দা করেছে। এ ব্যাপারে গ্ল্যাডের সভাপতি সারা কেট এলিস বলেছেন, 'এমন বিদ্বেষমূলক মন্তব্য আটকানোর বদলে সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামী সহ অন্য প্রান্তিক লিঙ্গগোষ্ঠীর প্রতি অমানবিক আচরণে সবুজ আলো দেখাচ্ছে মেটা।'

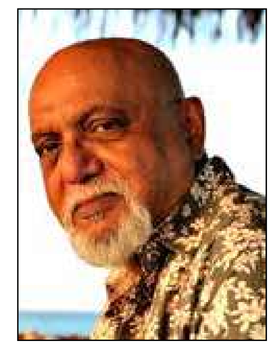

প্রীতীশের জীবনাবসান

মুম্বই, ৮ জানুয়ারি : চলে গেলেন সাংবাদিক প্রীতীশ নন্দী। যদিও তাঁর আরও অনেক পরিচয়। তিনি কবি, চলচ্চিত্র নির্মাতা। রাজনীতিবিদও। রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছিলেন শিবসেনার টিকিটে। দক্ষিণ মুম্বইয়ের বাসভবনে বুধবার হৃৎরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৭৩। সন্ধ্যায় তাঁর শেষকৃত্যও হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রীতীশের অভিন্ন হৃদয়বন্ধু অভিনেতা-রাজনীতিবিদ অনুপম খেরের পোস্টে মৃত্যুসংবাদটি জানাজানি হয়।

ইলাস্ট্রেটেড উইকলি'র সম্পাদক হিসেবে খ্যাতি ছড়িয়েছিল প্রীতীশের। তবে সম্পাদনা করেছেন 'দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট', 'ফিল্মফেয়ার' পত্রিকার। বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিয়মিত কলাম লিখেছেন দীর্ঘদিন। ছিলেন টাইমস অফ ইন্ডিয়ার পাবলিশিং এডিটর। সাংবাদিক সত্তার পাশাপাশি কাব্যচর্চার জন্য পরিচিত ছিলেন। ইংরাজিতে প্রায় ৪০টি কবিতার বই আছে তাঁর। বেশকিছু সিনেমা প্রয়োজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাঙালি হলেও তাঁর জন্ম, বড় হওয়া ও সমস্ত রকম কাজ ভিনরাজ্যে। বিহারের ভাগলপুরে জন্ম। সংবাদ ও সংস্কৃতি জগতে বহুমুখী কাজের অধিকারী ছিলেন প্রীতীশ।

রেল অবরোধে ধৃতদের জামিন

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : রেল অবরোধের অভিযোগে গ্রেটার কোচবিহার অ্যাসোসিয়েশনের গ্রেপ্তার হওয়া ছ'জনকে বুধবার আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়। সেখানে সবাই জামিন পান বলে খবর। আরপিএফ সূত্রে খবর, আন্দোলনের ভিডিও রেকর্ড দেখে প্রাথমিকভাবে ২০ জনকে চিহ্নিত করা হয়। ইতিপূর্বে রেল থেকেও ২০ জনকে সমন পাঠানো হয়েছিল। বুধবার নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে তাদেরই ছ'জন সেই সমন পেয়ে উপস্থিত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। গত বছরের ১১ ডিসেম্বর জোরাই এলাকায় রেল অবরোধের ডাক দিয়েছিল দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপল অ্যাসোসিয়েশন। রেল চলাচল বন্ধ করা, রেলের কাজে বাধা, যাত্রী সুরক্ষা অনিশ্চিত করার অভিযোগে মামলা হয়।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এক আরপিএফ কর্তা জানান, ছ'জনকে গ্রেপ্তার করে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়।

বাবলা খুনে

প্রথম পাতার পর

তিনি জানান, মালদহ শহর তৃণমূলের সভাপতির সঙ্গে ইংরেজবাজারের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দুলালের পুরানো গণ্ডগোল ছিল। আগেও দুলালকে 'দেখে নেওয়ার' হুঁশিয়ারি দেন নরেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার অবশ্য বলেন, এটা রাজনৈতিক খুন নয়। পয়সা ও জমির জন্য খুন। মালদায় বাবলা সরকার, নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও কৃষ্ণেন্দুবাবু জমির কারবারি ছিলেন। কার কোথায় ফ্ল্যাট তৈরি হবে? কে কোথায় জমি বিক্রি করবেন, সেই সবই তারা দেখভাল করতেন। কে কত ফ্ল্যাট তৈরির হপ্তা নেবেন এনিয়েই লড়াই হত। পুরোটাই টাকার লড়াই জমির লড়াই।

হাই প্রোফাইল খুনে গ্রেপ্তারির আগের পর্বেও ছিল টানটান উত্তেজনা। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে ৫৪ মিনিটে নন্দুকে জেরা শুরু হয়েছিল। দুলাল সরকারের খুনের ঘটনায় রাতভর ম্যারাথন জেরা শেষে বুধবার নরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তের সূত্রে মালদা টাউন তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও তাঁর দুই ভাই ধীরেন্দ্রনাথ এবং অখিলেশকে তলব করে পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে তিনজন ইংরেজবাজার থানায় আসার পর শুরু হয় ম্যারাথন জেরা। জিজ্ঞাসাবাদ শুরুর বেশ কিছুক্ষণ পর প্রথমে থানায় আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। রাত পৌনে দশটা নাগাদ ঢোকেন জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব।

পুলিশসূত্রে খবর, দুলাল সরকার খুনের ঘটনায় ধৃত এক পান্ডার কল ডিটেইলসের সূত্র ধরেই তিওয়ারি ভাইদের থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়। বেশ কিছু সিসি ক্যামেরার ফুটেজও তদন্তে উঠে এসেছে। সেই সূত্র ধরেই বুধবার ভোরে বাড়ি থেকে তুলে আনা হয় স্বপন শর্মাকে। রাতভর জেরা শেষে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ থানা থেকে বেরোন জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা।

কিন্তু কেন এই হত্যাকাণ্ড? নেপথ্যে রাজনীতি, তোলাবাজির লড়াই নাকি ব্যক্তিগত শত্রুতা? প্রশ্নটা বড় আকার নিচ্ছে রাজনৈতিক মহলেও। ওই গ্রেপ্তারির খবর বিদ্যুতের গতিতে শহরে ছড়িয়ে পড়ে। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ইংরেজবাজার থানা সহ আদালত চত্বরে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী। বুধবার দুপুর আড়াইটেয় জেলা আদালত চত্বরে থিকথিকে ভিড়ের মধ্যে বিশাল পুলিশবাহিনীর উপস্থিতিতে কোর্টে ঢোকে পুলিশের গাড়ি। সকলের চোখ তখন কালো গাড়িটার দিকে। অনেকেই আবার মোবাইলে ভিডিও রেকর্ডিংয়ে ব্যস্ত। ভিড় সরিয়ে গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে দুলাল সরকার খুনের অভিযোগে ধৃত নরেন্দ্রনাথ ও স্বপন শর্মাকে।

গত ২ জানুয়ারি, মালদহের ইংরেজবাজার পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলার দুলাল ওরফে বাবলা সরকারকে বাইকে করে আসা চার দুষ্কৃতী ৪ রাউন্ড গুলি চালায়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় তৃণমূল নেতার। ওই খুনের নেপথ্যে তাঁর স্ত্রী চৈতালি সরকার দাবি করেছিলেন, একাধিক ব্যক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন দুলাল। সোমবার রাতে ঘটনাস্থলে যায় ফরেন্সিক দল। তারা বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। তারপর মঙ্গলবার ওই মামলার তদন্তে তৃণমূল নেতা নরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর দুই ভাইকে থানায় ডাকে পুলিশ।

আকুল কান্না তরুণীর

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : সংগীতশিল্পী সোনু নিগমের সঙ্গে ছবি তোলার আবদার নিয়ে এক তরুণী মহকুমা পরিষদের অফিসে এসে কেঁদে ভাসালেন। বুধবার ওই তরুণীর এমন কাণ্ডে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি আধিকারিকরা হতবাক।

শিলিগুড়ি কলেজের তৃতীয় সিমেস্টারের পড়ুয়া ওই তরুণী দুধ মোড়ের বাসিন্দা। ১২ জানুয়ারি নকশালবাড়িতে সোনুর কনসার্ট। এদিন মহকুমা পরিষদের কাউন্টার থেকে ৫ হাজার টাকা ব্যয়ে কনসার্টের একটি টিকিট কেনেন। টিকিট কেনার সময় টাকা কম পড়ে যায়। বাবা সামান্য মুদিখানা দোকান চালান। তাই মায়ের কাছে খানিকটা জোর করে টিকিটের বাকি টাকা জোগাড় করেন।

এদিন টিকিট কিনে ওই তরুণী সরাসরি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে যান। অরুণ অনুষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তরুণীটি এদিন সভাধিপতিকে বলেন, 'আপনি আমায় সোনু নিগমের সঙ্গে ছবি তোলার ব্যবস্থা করে দিন। তাঁর সঙ্গে দেখা করা ও ছবি তোলা আমার ছোটবেলার স্বপ্ন।' এরপর তাঁর টিকিটটি সভাধিপতিকে দেখান। কিন্তু রবিবার অনুষ্ঠানে যে ভিড় হবে, সেই পরিস্থিতিতে শিল্পীর সঙ্গে ছবি তোলা প্রায় অসম্ভব। অরুণ একথা বলতেই ওই তরুণী কান্নায় ভেঙে পড়েন। কাঁদতে কাঁদতে ওই কলেজ পড়ুয়া বারবার শুধু একটাই আবদার করতে থাকে ছবি তুলতে চাই।

তাঁকে এভাবে কাঁদতে দেখে এদিন মহকুমা পরিষদ কার্যালয়ে উপস্থিত সকলে হতভম্ব হয়ে যান। পরে অবশ্য অরুণ তাঁকে সোনুর সঙ্গে ছবি তোলানোর চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তাঁর টিকিটের টাকা ফেরত দিয়ে তরুণীকে আরও দামি টিকিট দেন। যাতে তিনি সামনে থেকে অনুষ্ঠান দেখতে পারেন। অরুণের বক্তব্য, 'এমন অনুরাগী রয়েছে তা ভাবিনি। চেষ্টা করব যাতে তরুণীর স্বপ্ন পূরণ হয়।'

শৈত্যপ্রবাহে বন্ধ স্কুল

কিশনগঞ্জ, ৮ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহের ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এজন্য জেলা শাসক অমিত রাজ ৮ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত জেলার অঙ্কুর থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রও এই নির্দেশের আওতায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। আবহাওয়া পরিবর্তন না হলে ছুটি আরও বাড়ানো হবে বলে জানালেন জেলা শাসক। অপরদিকে, মঙ্গলবার রাতে স্টেশন এলাকায় ৫০০ জনের হাতে কম্বল তুলে দেয় রেডক্রস কর্তৃপক্ষ।

বিএসএফের পাশে বন্দরগছ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৮ জানুয়ারি : গ্রামবাসীরা একজোট। দেশের নিরাপত্তায় আঁচ এলে বিএসএফের সঙ্গে এক হয়ে লড়াইয়ে তৈরি শিলিগুড়ি মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গ্রাম ফাঁসিদেওয়ার বন্দরগছ তথা পুরোনো হাটখোলার বাসিন্দারা। সীমান্তকে যাঁরা সুরক্ষিত রাখছেন তাঁদের পাশে দাঁড়াতে তাঁরা তৈরি। একইসঙ্গে অবিলম্বে উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই বিএসএফ সব খোলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া শুরু করেছে। মালদায় বাধা দেয় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তখনই গ্রামবাসীরা বিএসএফের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। চাপের মুখে পিছু হটে বিজিবি। এমনই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে শিলিগুড়ির এই গ্রামেও। উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতার দিতে সমস্যায় পড়ছে বিএসএফ।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকে লালদাসজোত থেকে হাপতিয়াগছ পর্যন্ত প্রায় ১৭ কিলোমিটার পর্যন্ত রয়েছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত। মহানন্দার এক পাড়ে ভারত অন্যপাড়ে বাংলাদেশ। একদিকে ফাঁসিদেওয়া উলটোদিকে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার কাশেমগঞ্জ। উভয় দিকেই ঘন জনবসতি। স্থানীয় ধনিয়া মোড়ে তিন কিলোমিটার এবং চটহাটের মুড়িখাওয়ায় দেড় কিলোমিটার সীমান্ত উন্মুক্ত। এখানেই কাঁটাতার বসানো নিয়ে সমস্যা।

গত কয়েকমাস থেকে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হতেই বিএসএফের তরফে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই ধনিয়া মোড় এলাকাতেই উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে গোরু পাচার এবং অনুপ্রবেশ রুখতে ২০২৪-এর অগাস্টে পাঁচ ফুট উঁচু পিলার বসানো হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বহুবার বিজিবি বাধা দিয়েছে। হয়েছে একাধিকবার দু'দেশের ফ্ল্যাগ মিটিং। তবুও সমস্যা মেটেনি।

ইতিমধ্যে পুরোনো হাটখোলা অবধি কাজ প্রায় শেষ। বাকি আরও খানিকটা কাঁটাতার বসানোর কাজ। এরইমধ্যে মালদার ঘটনা উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এতে একদিকে যেমন এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা কমবে তেমনই, এই করিডর করে দীর্ঘদিনের গোরু পাচারও বন্ধ হবে। এ ব্যাপারে পুরোনো হাটখোলার বাসিন্দা উৎপল বিশ্বাস জানান, ২০০৬ সালে এই সীমান্তে দুই দেশের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। গুলিও চলে। তখনও বিএসএফকে সবরকম সাহায্য করা হয়েছিল। এবারও তাঁদের পাশেই থাকছি। কাঁটাতারের বেড়া বসাতে সব রকম সহযোগিতা করা হবে।

ফাঁসিদেওয়ার বন্দরগছ তথা পুরোনো হাটখোলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত।

গাঁজা পাচারে গ্রেপ্তার ২

ফাঁসিদেওয়া, ৮ জানুয়ারি : লরির মধ্যে গাঁজা নিয়ে কোচবিহার থেকে কলকাতায় পাচার করতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ল দুই ব্যক্তি। মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে রেজ্জাক মণ্ডল এবং মফিজুল হক নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃতদের বাড়ি কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের বলরামপুর এলাকায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। লরির মধ্যে লুকিয়ে রাখা জায়গা থেকে প্রায় ৭৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। বুধবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানালে বিচারক চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। জেরা করে পাচারচক্রে জড়িত একজনের নাম জানতে পেরেছে পুলিশ।

ওঁত পেতে ভূমিকম্প

প্রথম পাতার পর

সুপ্রিয়ের মতে, বাড়ি তৈরির সরকারি আইনকানুন যথেষ্ট কড়া হলেই মানুষকে বাধ্য করা যাবে ভূমিকম্পরোধী বাড়ি তৈরি করতে।

শংকরের সতর্কবার্তা, রাজারহাট, নিউটাউন, সল্টলেক এলাকা বালি ভরাট করে বাড়ি তৈরি হয়েছে বলে বিপদ বেশি। কলকাতার পার্ক স্ট্রিট, ধর্মতলা, এয়ারপোর্ট, ভিআইপি রোড, যাদবপুর, ধাপা ইত্যাদি এলাকাও খুব সংবেদনশীল। মৃদু ভূমিকম্প হলে ইএম বাইপাসের আশপাশে বাড়িগুলি ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা। সুপ্রিয় বলেন, 'নিয়ম মেনে বাড়ি করলে কখনও ধসে পড়তে পারে না। ফলে জাপানে এত ভূমিকম্প হলেও বাড়ি ধসে পড়ে না।' সব মিলিয়ে দুই ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞের কথায় মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাসে চির ধরেছে।

কর বকেয়া

প্রথম পাতার পর

পুরনিগম সূত্রে খবর, তিস্তা ব্যারেজ অফিস, এসজেডিএ, তথ্যকেন্দ্রের মতো রাজ্য সরকারি অফিসের পাশাপাশি রেল, আকাশবাণী সহ কেন্দ্রীয় সংস্থাতেও দীর্ঘ বছর থেকে হোল্ডিং ট্যাক্স বকেয়া পড়ে রয়েছে। একেকটি সংস্থায় ১ কোটি, কোথাও ২ আবার কোটি টাকা করে বকেয়া। অঙ্কটা দিন-দিন বাড়ছেই।

শুধু সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই নয়, বহু ফ্ল্যাট কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাড়িতেও দীর্ঘদিন বকেয়া রয়েছে হোল্ডিং ট্যাক্স। শিলিগুড়িতে এমন অনেক আবাসন রয়েছে, যেখানে কেউ কেউ বেশ কয়েক বছর আগে ফ্ল্যাট কিনলেও মিউটেশন করাননি। আর মিউটেশন না করলে নতুন হোল্ডিং নম্বরও হচ্ছে না। হোল্ডিং নম্বর না হলে ট্যাক্সও দিতে হচ্ছে না। এভাবে দীর্ঘবছর কর ফাঁকি দিচ্ছেন তাঁরা। পাশাপাশি এমন অনেক পুরোনো বাড়ি রয়েছে, যেগুলির মালিকানা পরিবর্তন হলেও বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স জমা পড়েনি পুরনিগমে।

পুরনিগম অবশ্য জানিয়েছে, এখনও কর নিয়ে সমীক্ষার কাজ চলছে। তবে, বকেয়া কর আদায়ে কিছু সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে পুরনিগমকে। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় কাউন্সিলার কিংবা রাজনৈতিক নেতাদের ঘনিষ্ঠ কারও বিরুদ্ধে কর বকেয়া থাকার জন্য কড়া ব্যবস্থা নিতে গেলে সেখানে নেতারাই বিষয়টি 'ম্যানেজ' করে নেওয়ার অনুরোধ করছেন। কোনও বাড়ির নতুন ভবন তৈরি হলে সেক্ষেত্রে কর বাড়ানোর কথা। সেক্ষেত্রেও নেতাদের অনেকে মধ্যস্থতা করছেন।

মেয়র গৌতম অবশ্য বলছেন, 'পুরনিগমের নিজস্ব আয় বাড়াতে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে। হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করার ব্যাপারেও আমরা নোটিশ দিতে শুরু করেছি। বেশ কিছু সরকারি সংস্থারও হোল্ডিং ট্যাক্স বকেয়া রয়েছে। সেগুলির বিষয় নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। দিল্লিতে ষষ্ঠদশ অর্থ কমিশনের বৈঠকেও আমি বিষয়টি তুলেছিলাম।' কর নিয়ে আদৌ কড়াকড়ি হবে কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট হয়নি মেয়রের বক্তব্যে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য প্রস্তুত নয় কোনও স্টেডিয়াম

পাকিস্তান থেকে সরতে পারে পুরো টুর্নামেন্টই

দুবাই, ৮ জানুয়ারি : স্টেডিয়ামের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার প্রাথমিক সময়সীমা ছিল ৩১ ডিসেম্বর। ১২ ফেব্রুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির তিনটি স্টেডিয়াম তুলে দিতে হবে আইসিসি-র হাতে। যদিও নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও করাচির ন্যাশনাল, লাহোরের গদ্দাফি এবং রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের সংস্কারের অর্ধেক কাজ এখনও শেষ হয়নি। ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যে শেষ হবে, তা নিয়েও ঘোর সংশয়।

পাকিস্তানের স্টেডিয়াম সংস্কারের গয়ংগচ্ছ অগ্রগতিতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে আইসিসিও। চলতি বছরে টি২০ বিশ্বকাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেট পরিকাঠামো নিয়ে প্রবল সমালোচনা হয়। মুখ পোড়ে সর্বোচ্চ ক্রিকেট সংস্থার। ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে শুরু হতে চলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়েও একই আশঙ্কা। ফলস্বরূপ, বিকল্প ভাবনায় 'প্ল্যান বি' হিসেবে পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তান থেকে সরানোর ভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছে আইসিসি-র অন্দরমহলে।

সূত্রের খবর, জয় শা-র নেতৃত্বাধীন আইসিসি কর্তারা ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে একপ্রস্থ আলোচনা সেরে রেখেছেন। বিকল্প কেন্দ্র হিসেবে আরব আমিরশাহির কথা উঠছে। হাইব্রিড মডেলে ইতিমধ্যেই ভারতের সমস্ত ম্যাচ দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এমনকি ভারত যদি সেমিফাইনাল, ফাইনালে পৌঁছোয়, গুরুত্বপূর্ণ দুই ম্যাচও হাতছাড়া করবে পাকিস্তান।

শিরেসংক্রান্তি ঢিমেতালে চলা স্টেডিয়াম সংস্কার প্রক্রিয়া। আইসিসি-ঘনিষ্ঠ এক সূত্রের দাবি, 'হতাশাজনক ছবি। কনস্ট্রাকশনের কাজও এখন শেষ হয়নি। গ্যালারি থেকে ফ্লাডলাইট, কোনও কিছু প্রস্তুত নয়। এমনকি মাঠ তৈরির কাজ অনেক বাকি। পিসিবি যদি চূড়ান্ত সময়সীমা (স্টেডিয়াম হস্তান্তর) মিস করে, তাহলে অবশ্যই বিকল্প রাস্তা খোলা থাকবে। আধা-প্রস্তুত স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের কোনও প্রশ্নই নেই। আগামী সপ্তাহ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। রাতারাতি কতটা উন্নতি ঘটে, সেটাই এখন দেখার।'

পাকিস্তান বোর্ড যদিও অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছে। দাবি, ১৯ ফেব্রুয়ারি টুর্নামেন্ট শুরুর অনেক আগেই একশো শতাংশ কাজ তারা শেষ করে তিনটি স্টেডিয়ামই আইসিসি-র হাতে তুলে দিতে সক্ষম হবে। পিসিবি সফলভাবে টুর্নামেন্ট আয়োজনে দায়বদ্ধ। আড়াইশোর ওপর শ্রমিক দিনরাত পরিশ্রম করছে। ২৫ জানুয়ারির মধ্যে সংস্কারের সব কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

চিন্তায় পাকিস্তান

- স্টেডিয়ামের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার প্রাথমিক সময়সীমা ছিল ৩১ ডিসেম্বর।
- ১২ ফেব্রুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির তিনটি স্টেডিয়াম তুলে দিতে হবে আইসিসি-র হাতে।
- নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও করাচি, লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের সংস্কারের অর্ধেক কাজ এখনও শেষ হয়নি।
- বিকল্প ভাবনায় পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তান থেকে সরতে পারে।
- ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের ভগ্নদশায় চিন্তা বাড়ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে।

প্রথম দশে প্রত্যাবর্তন ঋষভের

সেরা রেটিংয়ে বুমরাহ, অনেক পিছনে কামিন্স

দুবাই, ৮ জানুয়ারি : দল ব্যর্থ হলেও বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে সাফল্যের প্রতিফলন আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে। এক নম্বর স্থান দখলে রাখার পাশাপাশি কেরিয়ারের সেরা রেটিং পয়েন্টে পৌঁছে গেলেন জসপ্রীত বুমরাহ (৯০৮)। ভারতীয় বোলার হিসেবে যা সর্বোচ্চ রেটিং পয়েন্টের রেকর্ড।

অনেকটা পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে প্যাট কামিন্স (৮৪১)। বুমরাহর পাশাপাশি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে সাফল্য পেয়েছেন অজি অধিনায়ক। ২৫টি উইকেট নেন ৫ টেস্টের সিরিজে। তবে ধারাবাহিক সাফল্যের হাত ধরে কামিন্সের সঙ্গে ব্যবধান আরও কিছুটা বাড়িয়ে নিয়েছেন বুমরাহ। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে কাগিসো রাবাদা ও জোশ হ্যাজেলউড।

সেরা দশে দ্বিতীয় ভারতীয় বোলার রবীন্দ্র জাদেজা (নবম স্থানে)। আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে সবথেকে উল্লেখযোগ্য দিক স্কট বোল্যান্ডের লম্বা লাফ। হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতিতে সিরিজে ছাপ রাখেন বোল্যান্ড (৩টি টেস্টে ২১ উইকেট)। পুরস্কারস্বরূপ, ২৯ ধাপের লম্বা লাফে জাদেজার সঙ্গে যৌথভাবে নবম স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন অজি পেসার।

সিডনির দ্বিতীয় ইনিংসে ৬১ রানের সুফল পেয়েছেন ঋষভ পন্থও। তিন ধাপ এগিয়ে সেরা দশে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের। ১২ থেকে নবম স্থানে উঠে এসেছেন। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সেরা র‍্যাংকিং যশস্বী জয়সওয়ালের। ৮৪৭ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। প্রথম দুইয়ে ইংল্যান্ডের দুই তারকা জো রুট (৮৯৫), হ্যারি ব্রুক (৮৭৬)। তৃতীয় স্থানে কেন উইলিয়ামসন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে জোড়া হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে ৫ ধাপ এগিয়ে দ্বাদশ স্থানে বাবর আজম। প্রত্যাশামাফিক প্রথম কুড়িতে জায়গা হয়নি বিরাট কোহলি (২৭), রোহিত শর্মার (৪২)। অলরাউন্ডার বিভাগে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম রেখেছেন জাদেজা। মার্কো জানসেন (দ্বিতীয়), কামিন্সের (চতুর্থ) সঙ্গে সেরা পাঁচের তালিকায় রয়েছেন দুই বাংলাদেশি মেহেদি হাসান মিরাজ ও সাকিব আল হাসান।

দলগত টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান আগেই হাতছাড়া হয়েছে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি হাতছাড়ার ফলে আপাতত তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারতীয় দল। জুনে লর্ডসে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দুই ফাইনালিস্ট অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এক নম্বরে কামিন্সের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া। পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ঠিক পিছনেই। ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে।

ঘরোয়া ক্রিকেটের দাওয়াই শাস্ত্রীর

অধিনায়ক কোহলিতে অবাক হবেন না গিলি

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : বড় প্রশ্নের মুখে বিরাট কোহলির টেস্ট কেরিয়ার।

ভারতীয় থিংকট্যাংক, নির্বাচকদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় কী অপেক্ষা করছে, তা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। এরমধ্যেই অ্যাডাম গিলক্রিস্টের চাঞ্চল্যকর দাবি-ফের অধিনায়ক পদে বিরাট কোহলির প্রত্যাবর্তন ঘটলে তিনি মোটেই অবাক হবেন না।

অজি কিংবদন্তির যুক্তি, পুরো সময়ের অধিনায়ক হওয়ার পথে জসপ্রীত বুমরাহর সবচেয়ে বড় কাঁটা ওয়ার্কলোড। ভারতীয় থিংকট্যাংককে যা চিন্তায় রাখবে। বর্তমান অধিনায়ক রোহিত শর্মার টেস্ট ভবিষ্যৎ নিয়েও ঘোর অনিশ্চয়তা। এহেন পরিস্থিতিতে অধিনায়ক হিসেবে বিরাটের অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার পেতে পারে জুনের ইংল্যান্ড সফরে।

গিলক্রিস্টের ধারণা, রোহিত ইংল্যান্ড সফরে যাবে বলে মনে হয় না। অজি সফর শেষে বাড়ি ফিরে পরিবার, দু'মাসের বাচ্চার সঙ্গে সময় কাটাক। তারপর অবসর নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর হয়তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরেও দাঁড়াবে রোহিত। ভারতীয় টেস্ট দলে লিডারশিপ পরিবর্তন প্রায় নিশ্চিত।

কিংবদন্তি অজি উইকেটকিপার-ব্যাটারের দাবি, 'জানি না, বুমরাহকে পুরো সময়ের অধিনায়ক করা হবে কিনা। তবে, এই দায়িত্ব সামলানো ওর জন্য সহজ হবে না। তাহলে কে অধিনায়ক হবে, আন্দাজ করুন। বিরাটকেই কি নেতৃত্বে ফেরানো হবে? যদি সেরকম কিছু দেখি, আমি অন্তত অবাক হব না।'

ভারতীয় ক্রিকেট বর্তমানে পালাবদলের পর্বের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যা সামলানোর চ্যালেঞ্জ থাকবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকদের জন্য। তবে গিলক্রিস্টের মতে, আইপিএলের সুবাদে প্রচুর প্রতিভা উঠে এসেছে। ১ থেকে ১১, প্রতিটি জায়গাতেই ভারতের হাতে বিকল্প প্রস্তুত। তবে, এদের সময় দিতে হবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করার। সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ড সফরও কঠিন মঞ্চ ভারতের জন্য।

এদিকে, ছন্দে ফিরতে বিরাট-রোহিতকে ঘরোয়া ক্রিকেটে মনোনিবেশের পরামর্শ দিচ্ছেন রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, কখন অবসর নেবে, তা ঠিক করবে দুই তারকা। কিন্তু সাফল্যে ফিরতে একটাই রাস্তা-ঘরোয়া ক্রিকেট। 'আমার মতে, ওদের ব্যাটিংয়ে যদি ফাঁক তৈরি হয়, তা পূরণের একটাই রাস্তা ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরে যাওয়া, বেশ কিছু ম্যাচ খেলা। দেখা যাক।'

শাস্ত্রীর মতে, বিরাটদের মতো তারকারা ঘরোয়া ক্রিকেট খেললে একাধিক সুফল পাবে। ব্যক্তিগতভাবে যেমন বিরাটরা উপকৃত হবে, তেমনই ওদের পাশে পেয়ে উজ্জীবিত হবে উঠতি খেলোয়াড়রাও। নিজেদের বিশাল অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারবে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে। বলার কথা, রোহিত শর্মা শেষবার ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছে ২০১৬ সালে। ২০১২ থেকে কোনও ঘরোয়া ম্যাচে দেখা যায়নি বিরাটকে।

এদিকে, তিন ফরম্যাটে জসপ্রীত বুমরাহকে সর্বকালের সেরা বলছেন মাইকেল ক্লার্ক। বলেছেন, 'সিরিজ শেষে বুমরাহর পারফরমেন্স খতিয়ে দেখছিলাম। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ওই সেরা ফাস্ট বোলার। কার্টলে অ্যামব্রোজ, গ্লেন ম্যাকগ্রাথ টি২০ ক্রিকেট খেলেনি। তাই ওদের ধরব না। সিডনিতে ভারতের লিড যদি ১৮০ প্লাস হত এবং বুমরাহ বল করত, ম্যাচের পরিস্থিতি আলাদা হত।'

অসাধারণ মানুষ, কিংবদন্তি

বাড়ির সবাই বিরাটকে ভালোবাসে : কনস্টাস

সিডনি, ৮ জানুয়ারি : টেস্ট অভিষেক। তাও আবার বক্সিং ডে টেস্ট, মেলবোর্নের ঐতিহাসিক এমসিজি-তে। প্রতিপক্ষ শিবিরে আবার নিজের আদর্শ। বিস্ফোরক হাফ সেঞ্চুরিতে মঞ্চ সাজিয়ে রাতারাতি নায়ক। জসপ্রীত বুমরাহকে নতুন বলে পিটিয়ে প্রচারের আলোয়।

প্রচার পেয়েছেন নিজের আদর্শ কোহলির বিরাট-ধাক্কার ঘটনার প্রেক্ষিতে। সিরিজের বাকি সময়ে বিরাটের সঙ্গে 'তু তু ম্যায় ম্যায়' উত্তাপ ছড়িয়েছে। যদিও আদর্শ বিরাটকে নিয়ে ভালোবাসায় এতটুকু চিড় ধরেনি। গতকাল বুমরাহর সঙ্গে ঘটনায় নিজের ভুল স্বীকার করেছিলেন স্যাম কনস্টাস। এদিন বছর উনিশের তরুণ ওপেনারের গলায় বিরাট-বন্দনা। জানান, বাড়ির সবাই নাকি ভালোবাসে বিরাটকে।

সেই ভালোবাসার আবেদনে সাড়া দিয়ে মেঠো বিতর্ক সরিয়ে সিডনি টেস্টের মাঝে কনস্টাসের পরিবারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎও করেন বিরাট। কনস্টাস নিজেও কোহলিকে তাঁর পরিবার এবং তাঁর বিরাট-প্রীতির কথা জানান। এক সাক্ষাৎকারে তরুণ অজি ওপেনার বলেছেন, 'আমার পুরো পরিবারই বিরাটকে ভালোবাসে। ছোট থেকে বিরাটকে আদর্শ করে এগিয়েছি আমি। ও কিংবদন্তি।'

মেলবোর্ন এবং সিডনি টেস্টে বারবার সরগম হয়েছে বিরাট-কনস্টাস ইস্যু। ধাক্কা কাণ্ডের পাশাপাশি মাঠে বারবার কনস্টাসকে নকল করে সেলিব্রেশনও করতে দেখা গিয়েছে বিরাটকে। যদিও সিরিজ শেষে বিতর্ক সরিয়ে এক ফ্রেমে কনস্টাস-বিরাট। সেই অনুভূতি সম্পর্কে এদিন এক সাক্ষাৎকারে কনস্টাস বলেছেন, 'ম্যাচের পর ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম কিছুক্ষণ।

> ম্যাচের পর ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম কিছুক্ষণ। আদর্শ ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে খেলা আমার কাছে বিশাল সম্মানের। মাঠে দাঁড়িয়ে বিরাটের ব্যাটিং দেখা আমার কাছে বিশেষ অনুভূতি। মাঠে ওর উপস্থিতি, ভারতীয় সমর্থকদের সমস্বরে 'বিরাট বিরাট' আওয়াজ, সব মিলিয়ে অসাধারণ পরিবেশ।
>
> **স্যাম কনস্টাস**

আদর্শ ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে খেলা আমার কাছে বিশাল সম্মানের। মাঠে দাঁড়িয়ে বিরাটের ব্যাটিং দেখা আমার কাছে বিশেষ অনুভূতি। মাঠে ওর উপস্থিতি, ভারতীয় সমর্থকদের সমস্বরে 'বিরাট বিরাট' আওয়াজ, সব মিলিয়ে অসাধারণ পরিবেশ।'

মানুষ বিরাটকে নিয়েও একইরকম উচ্ছ্বসিত অজি ক্রিকেটে নয়া মুখ। অস্ট্রেলিয়ার ইয়ং ব্রিগেডের অন্যতম তারকা কনস্টাসের কথায়, 'বিরাট অত্যন্ত মাটির মানুষ। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। আগামীর জন্য আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিরাট। শুভকামনা জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কা সফরে আমার সাফল্যের।'

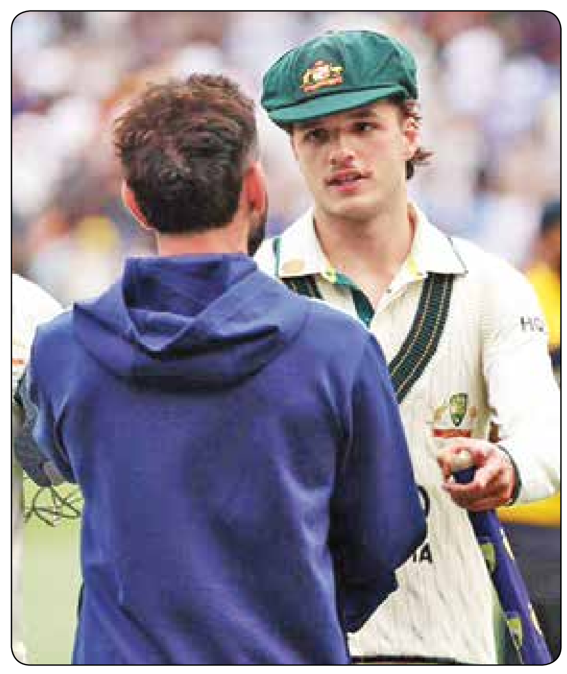

মেঠো ঝামেলা ভুলে বিরাট কোহলিতে মজে স্যাম কনস্টাস।

সিডনি পিচ নিয়েও সন্তুষ্ট আইসিসি!

দুবাই, ৮ জানুয়ারি : আড়াই দিনে ম্যাচ শেষ। সর্বসাকুল্যে ১৯০ ওভার। চার ইনিংস মিলিয়ে পড়েছে ৩৪ উইকেট। প্রতি ৬ ওভারের কমে একটা করে উইকেটের পতন ঘটেছে। সর্বাধিক স্কোর ১৮৫! একসুরে সিডনির যে বাইশ গজ নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, সুনীল গাভাসকাররা। পিচের ঘাস দেখে অবাক হয়েছিলেন স্টিভেন স্মিথ, গৌতম গম্ভীররা।

সেই পিচ নিয়েও সন্তুষ্ট আইসিসি! পারথ, অ্যাডিলেড, ব্রিসবেন, মেলবোর্ন-সিরিজের প্রথম টেস্টের চারটি কেন্দ্রই আইসিসি রেটিংয়ে 'খুব ভালো'-র স্বীকৃতি পেয়েছে। সমালোচিত সিডনি সেখানে রেটিংয়ের ঠিক পরের ধাপ 'সন্তোষজনক'-এর তালিকায়! তার ফলে আশঙ্কা থাকলেও বেঁচে যায় ডিমেরিট পয়েন্ট কাটার হাত থেকে।

সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড

হ্যামিলটন, ৮ জানুয়ারি : বৃষ্টি বিঘ্নিত দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ১১৩ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতল নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় উইকেটে রাচিন রবীন্দ্র (৭৯) ও মার্ক চ্যাপম্যানের (৬২) ১১২ রানের জুটিতে ভর করে কিউয়িরা ৩৭ ওভারে পৌঁছায় ২৫৫/৯ স্কোরে। মাহিশ থিকশানা ৪৪ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। শ্রীলঙ্কার সপ্তম বোলার ওডিআইয়ে হ্যাটট্রিক করলেন থিকশানা। রান তাড়ায় নেমে ৫ ওভারের মধ্যে ২২/৪ হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। পরে কামিন্দু মেন্ডিস (৬৪) চেষ্টা করলেও তা কোনও কাজে আসেনি। উইল ও'রৌরকে ৩১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ভাঙেন শ্রীলঙ্কার টপ অর্ডারকে। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন জ্যাকব ডাফি (৩০/২)।

বিফলে থিকশানার হ্যাটট্রিক

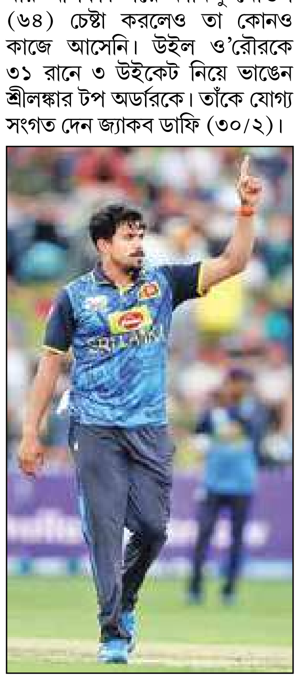

হ্যাটট্রিকের পর মহেশ থিকশানা।

শনিবার হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা

রোহিত-গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনায় আগরকার

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা কাটার আগেই স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিরিজ হার।

সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ক্রিকেটে এমন কঠিন সময় আসেনি। উপরি হিসেবে দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে নিয়ে রয়েছে জল্পনা। তাঁদের কি ফের দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে খেলতে? চর্চা চলছে প্রবলভাবে। তার মধ্যেই আজ সামনে এসেছে নয়া তথ্য। জানা গিয়েছে, শনিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচনে বসতে চলেছে জাতীয় নির্বাচক কমিটি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পাশাপাশি ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ ও একদিনের সিরিজের দল ঘোষণারও সম্ভাবনা রয়েছে শনিবার। রাতের দিকের খবর, বিরাট-রোহিতরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডে থাকছেন। কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরও থাকছেন। তাঁর জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সম্ভবত শেষ সুযোগ হতে চলেছে।

শনিবার দল ঘোষণার আগে ভারতীয় ক্রিকেটের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে চলেছে। যেখানে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার বৈঠকে বসতে চলেছেন অধিনায়ক রোহিত ও কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, সেই বৈঠকে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত যেমন হতে চলেছে। ঠিক তেমনই রবিচন্দ্রন অশ্বীনের ব্রিসবেন টেস্টের পরই ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হল কেন, সেই প্রসঙ্গও আসবে। সন্ধ্যার দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্র নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে মুম্বই থেকে জানিয়েছেন, 'কোচ গম্ভীরের জমানায় কেন দল ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে, সেটা বোর্ডকে অবাক করেছে। পাশাপাশি দলের অন্দরমহল থেকে অনেক অপ্রিয় খবর সামনে আসছে। কেন এমন হচ্ছে, সেসব খতিয়ে দেখা হবে।' জানা গিয়েছে, জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারের সঙ্গে রোহিত-গম্ভীরদের বৈঠকে হাজির থাকতে চলেছেন বোর্ডের নয়া সচিব দেবজিৎ সইকিয়াও। তিনিও দলের আচমকা ছন্দপতনে বিরক্ত।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণার আগে চাপ বাড়ছে রোহিত-গম্ভীরের।

> কোচ গম্ভীরের জমানায় কেন দল ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে, সেটা বোর্ডকে অবাক করেছে। পাশাপাশি দলের অন্দরমহল থেকে অনেক অপ্রিয় খবর সামনে আসছে। কেন এমন হচ্ছে, সেসব খতিয়ে দেখা হবে।
>
> **বিসিসিআই কর্তা**

রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণার শেষ দিন। সেদিনই রয়েছে বিসিসিআইয়ের বিশেষ সাধারণ সভা। ফলে তার আগের দিনই দল ঘোষণার কাজটা সেরে ফেলতে চাইছি বোর্ড। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে অধিনায়ক রোহিত, বিরাট, রবীন্দ্র জাদেজাদের পাশে জসপ্রীত বুমরাহকে দেখতে পাওয়া নিয়ে রয়েছে সংশয়। সিডনি টেস্টের শেষ দিনে চোটের কারণে বল করতে পারেননি বুমরাহ। তিনি কত দ্রুত ফিট হবেন, স্পষ্ট নয়। তাছাড়া জোরে বোলার হিসেবে বুমরাহর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের বিষয়টিও রয়েছে। বুমরাহ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডে থাকবেন কিনা, শনিবারই স্পষ্ট হবে। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, ফিট হয়ে মহম্মদ সামির চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফেরা এখন সময়ের অপেক্ষা। কাল বরোদায় বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে সামিকে দেখার জন্যই জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রতিনিধি পৌঁছে গিয়েছেন।

বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল

সামি-অভিকে নিয়ে আজ হরিয়ানা অভিযান বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : পিচের সবুজের আভা কিছুটা হলেও কমেছে। সঙ্গে রয়েছে সুখবরও। সুখবর নম্বর এক, অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরে আজ দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। তাঁকে দলে পাওয়ায় ব্যাটিং গভীরতা নিশ্চিতভাবেই বেড়েছে।

সুখবর নম্বর দুই, মুম্বই থেকে ব্যক্তিগত কাজ শেষ করে রাতের দিকে বরোদায় বাংলার ক্রিকেট সংসারে ঢুকে পড়েছেন মহম্মদ সামি। আগামীকাল তিনি ফিট মুকেশ কুমারের সঙ্গে নতুন বল ভাগ করে নেবেন। বিজয় হাজারের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল সামির জন্য মহা গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। সব ঠিকমতো চললে আগামীকাল জাতীয় নির্বাচকদের সামনে সামি তাঁর ফিটনেসের চূড়ান্ত প্রমাণ দিতে চলেছেন। হয়তো কালই স্পষ্ট হয়ে যাবে সামি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে সুযোগ পাবেন কিনা।

জোড়া সুখবরের প্রসঙ্গ বাদ দিলে বৃহস্পতিবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে বিজয় হাজারের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের আগে রীতিমতো সতর্ক টিম বাংলা। সৈয়দ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতার আসরেও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। কাল সেই ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, তা নিয়ে সতর্ক বাংলা দল। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা সন্ধ্যার দিকে বরোদা থেকে বলছিলেন, 'হরিয়ানা ভালো দল ঠিকই। কিন্তু আমাদেরও সেরাটা দিতে হবে মাঠে। প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে আমাদের।' বরোদায় ঠান্ডা রয়েছে। ফলে সকালের দিকে ভালোরকম আর্দ্রতা থাকছে। ফলে টস এক্স ফ্যাক্টর হতে পারে, মনে করছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট।

> হরিয়ানা ভালো দল ঠিকই। কিন্তু আমাদেরও সেরাটা দিতে হবে মাঠে। প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে আমাদের।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

বিজয় হাজারে ট্রফি
বাংলা বনাম হরিয়ানা
সময় : সকাল ৯টা, **স্থান :** ভদোদরা

অস্ট্রেলিয়া ফেরত অভিমন্যু স্কোয়াডে চলে আসায় কাল বাংলা দলের প্রথম একাদশে পরিবর্তন হচ্ছেই। সুমন্ত গুপ্তের বদলে অভিমন্যু ঢুকছেন প্রথম একাদশে। সম্ভবত তিনিই অভিষেক পোড়েলের সঙ্গে ওপেন করবেন। আর তিন নম্বরে ব্যাট করবেন ফর্মে থাকা অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'অভিমন্যুকে পাওয়া বাংলা দলের জন্য দুর্দান্ত খবর। ও দলে ফিরলে স্বাভাবিকভাবেই কাউকে বসতে হবে।' সবুজ পিচে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ম্যাচে সামি-মুকেশের সঙ্গে তিন নম্বর পেসার হিসেবে সায়ন ঘোষের খেলা নিশ্চিত। পিচে ঘাস থাকার কারণে চার নম্বর পেসার কি দেখা যাবে? এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। কারণ, চার পেসার খেলাতে গেলে দলের ব্যাটিং দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।

বার্সেলোনার পর মেসি-সুয়ারেজ-নেইমারকে আবার একসঙ্গে দেখা যেতে পারে।

মায়ামিতে দেখা যেতে পারে এমএসএন জুটি

দুবাই, ৮ জানুয়ারি : বার্সেলোনার এমএসএন জুটির কথা কয়েক বছর আগে ফুটবলপ্রেমীদের মুখে মুখে ঘুরত। মেসি-সুয়ারেজ-নেইমারের ত্রিফলা আবার দেখা যেতে পারে মেজর লিগ সকারে। সেই জল্পনা উসকে দিয়েছেন খোদ নেইমারই।

আগামী জুনেই ব্রাজিলিয়ান তারকার সঙ্গে আল হিলালের চুক্তি শেষ হচ্ছে। ২০২৩ সালে যোগ দিলেও এপর্যন্ত সৌদির ক্লাবটির জার্সিতে মাত্র ৭টি ম্যাচ খেলেছেন। চোট-আঘাতের জেরে সিংহভাগ সময়ই মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে। শোনা যাচ্ছে নেইমারের সঙ্গে আল হিলাল আর চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে চাইছে না। যদিও ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেছেন, 'সৌদিতে ভালোই আছি। তবে ফুটবল মানেই তো চমক। ভবিষ্যতে কী হয় কে বলতে পারে?'

নেইমারের দুই প্রাক্তন বার্সা সতীর্থ এখন ইন্টার মায়ামিতে। যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে নেইমারকেও কি দেখা যেতে পারে? তিনি স্পষ্টই জানালেন, আগেও সেই সুযোগ খুঁজেছিলেন। বললেন, 'যে সময় আমি প্যারিস সাঁ জাঁ ছাড়ি তখন আমেরিকার দলবদলের বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে ইন্টার মায়ামিতে সই করার কোনও সুযোগ ছিল না। তখন আল হিলালের প্রস্তাব খুব পছন্দ হয়। সেজন্য সৌদি প্রো লিগে খেলার সিদ্ধান্ত নিই।' ফলে অদূর ভবিষ্যতে মায়ামির ক্লাবটির তরফে প্রস্তাব পেলে নেইমারও যে মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমাতে পারেন তা বলাই যায়। একই সঙ্গে নেইমার জানিয়েছেন ২০২৬ সালে কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ খেলবেন তিনি। সেজন্য সর্বস্ব উজাড় করে দিতে তৈরি।

অনিরুদ্ধের চোটে আশঙ্কা মোহনবাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : ডার্বির বাকি আর মাত্র দুইদিন। তার আগেই বড় ধাক্কা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে। বুধবার সকালে অনুশীলনে চোট পেলেন বাগানের তারকা মিডিও অনিরুদ্ধ থাপা। ম্যাচ প্রাকটিসের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান তিনি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়েন অনিরুদ্ধ। তবে চোট কতটা গুরুতর এখনও জানা যায়নি। মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট আসলেই জানা যাবে, তিনি ডার্বিতে খেলতে পারবেন কিনা।

অনিরুদ্ধ না থাকায় চিন্তার ভাঁজ বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার কপালে। জাতীয় দলের এই মিডিওকে একান্তই পাওয়া না গেলে বিকল্প হিসেবে দীপক টাংরি, অভিষেক সূর্যবংশীদের তৈরি রাখছেন তিনি।

বুধবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ঘণ্টাদেড়েক গা ঘামান বাগান ফুটবলাররা। অনুশীলনে বেশিরভাগ সময় আক্রমণ শানানোর দিকেই জোর দিলেন মোলিনা। হয়তো জেমি ম্যাকলারেন-জেসন কামিংসকে সামনে রেখেই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দল সাজাতে পারেন বাগানের স্প্যানিশ কোচ।

এদিকে, মুম্বই সিটি এফসি-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের ফলাফল দেখে লাল-হলুদকে বিচার করতে নারাজ বাগানের তারকা উইঙ্গার লিস্টনো কোলাসো। তিনি বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল আমাদের বিরুদ্ধে সবসময় ভালো খেলে। তাই ম্যাচটা সহজ হবে না। আমি এই ডার্বিতে গোল করার চেষ্টা করব।' বিদেশি ডিফেন্ডার টম অ্যালড্রেড বলেছেন, 'আমি ওদের নিয়ে ভাবছি না। বরং নিজেদের খেলার দিকেই মনঃসংযোগ করছি।'

তবে ডার্বি অন্য শহরে স্থানান্তরিতে কিছুটা হতাশ বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু। তিনি বলেছেন, 'ডার্বি সবসময় কলকাতায় হলেই ভালো হয়। এবারে গুয়াহাটিতে হওয়ায় গ্যালারির সেই উত্তাপটা আমরা পাব না।'

হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ার আগে অনুশীলনে কোনও খামতি ছিল না অনিরুদ্ধ থাপার। বুধবার।

জট কাটিয়ে ডার্বি গুয়াহাটিতেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : গুয়াহাটিতেই হতে চলেছে আইএসএলের ফিরতি ডার্বি। আগামী শনিবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগে কলকাতা তথা এদেশের সবথেকে বড় ম্যাচ কলকাতায় যে হচ্ছে না, সেটা অনেক আগেই পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে গুয়াহাটিতেও শেষপর্যন্ত ম্যাচ হবে কি না তা নিয়েও বহু টানাপোড়েনের পর শেষপর্যন্ত এদিন সকালে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়।

ঘটনা হল, গুয়াহাটিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এক বিশাল র‍্যালি থাকায় ওখানেও প্রশাসনিক অনুমোদন পেতে দৌড়ঝাঁপ করতে হয় বাগান ম্যানেজমেন্টকে। পরিস্থিতি একটা সময়ে এমন দাঁড়ায় যে, গুয়াহাটিতেও ম্যাচ করা নিয়ে দোলাচল তৈরি হয়। শেষপর্যন্ত সকালে যাবতীয় আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে ক্লাবের তরফে গুয়াহাটিতেও ডার্বি হওয়ার কথা ঘোষণা করে। এবারের ডার্বি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হোম ম্যাচ।

গত অক্টোবরে প্রথম কলকাতা ডার্বিতে মোহনবাগান ২-০-য় হারায় তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এফসি-কে। সারা ম্যাচে দাপুটে পারফরমেন্স দেখিয়ে বাগানকে প্রথমার্ধে এগিয়ে দেন অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেন। ম্যাচের শেষ দিকে নেমে পেনাল্টি আদায় করে তা থেকে দলকে দ্বিতীয় গোল এনে দেন আর এক অস্ট্রেলীয় তারকা দিমিত্রিস পেত্রাতোস। তারপর থেকেই মোহনবাগানের পারফরমেন্সগ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। এই মুহূর্তে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল এক নম্বরে। সেখানে লাল-হলুদ বাহিনী বছরের শেষে খানিকটা আশার আলো দেখাতে শুরু করলেও দুর্ভাগ্যক্রমে ২০২৫ সালের প্রথম ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি-র কাছে হেরে গেলেও তাদের লড়াকু মেজাজ সেই ম্যাচেও দেখা গিয়েছে। ফিরতি ডার্বিতেও তাই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে লড়াইয়ের সম্ভাবনা প্রবল।

চোট সারিয়ে অনুশীলনে নামলেন সাউল ক্রেসপো। বুধবার।

গুপ্তচর খুঁজতে গোয়েন্দা লাগাল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : বড় ম্যাচ সরে গিয়েছে ভিনরাজ্যে। তবুও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল মহারণকে ঘিরে চড়ছে পারদ। বুধবার লাল-হলুদের অনুশীলনে যে ছবি দেখা গেল সাম্প্রতিক সময় তা নজিরবিহীন বললেও চলে। অন্তত গত কয়েক বছরে এমন ছবি তো দেখাই যায়নি। ডার্বির আগে সবুজ-মেরুনের গুপ্তচর খুঁজতে গোয়েন্দা লাগালেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

বুধবার থেকেই বড় ম্যাচের মহড়ায় নামল লাল-হলুদ ব্রিগেড। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে প্রস্তুতি সারল তারা। সেই মাঠ লাগোয়া এক সাত তারা হোটেলেই থাকেন মোহনবাগান কোচ, ফুটবলার সহ অধিকাংশ সাপোর্ট স্টাফরা। আর কৌশল লুকিয়ে রাখতে এদিন অনুশীলন শুরু থেকেই সেই হোটেলের জানলায় কড়া নজর রাখল ইস্টবেঙ্গল। অনূর্ধ্ব-১৭ দলের টিম ম্যানেজার অরুণ জয়সওয়ালকে গোয়েন্দা বানালেন অস্কার। পাশের মাঠে প্রস্তুতি সারছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সেই মাঠেরই এক পাশে তাঁকে দাঁড় করিয়ে মোহনবাগান টিম হোটেলে নজর রাখলেন তিনি। শেষে ইস্টবেঙ্গল সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কেউ হোটেলের জানলা থেকে লুকিয়ে অনুশীলন দেখছেন সেই আশঙ্কা থেকেই নজর রাখা হচ্ছিল।

এদিকে, ডার্বির আগেও চোট সমস্যায় জেরবার ইস্টবেঙ্গল শিবির। টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে আনোয়ার আলির চোট গুরুতর নয় বলেই দাবি করা হয়েছিল। যদিও এদিন খোঁড়াতে খোঁড়াতেই মাঠে ঢোকেন নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার। শুধুমাত্র হালকা রিহ্যাব করলেন তিনি। এছাড়া মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি সৌভিক চক্রবর্তী, মহম্মদ রাকিপ, প্রভাত লাকরারাও। সবমিলিয়ে বড় ম্যাচের আগে বেশ চিন্তায় লাল-হলুদ থিংকট্যাংক। এদিকে স্পেন থেকে ফিরে অনুশীলনে যোগ দিলেন সাউল ক্রেসপো। যদিও এদিন শুধুমাত্র ফিজিকাল ট্রেনিং সারলেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।

অন্যদিকে, এদিন এক অনুষ্ঠানে মোহনবাগান ক্লাব সভাপতি স্বপনসাধন বসু মন্তব্য করেন, 'সূর্য যেমন ঢলে পড়ে, ইস্টবেঙ্গলও তেমন ঢলে পড়েছে।' পালটা ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তার মন্তব্য, 'মোহনবাগান ক্লাব বলে কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। এটিকের সঙ্গে মার্জ করে খেলছে ওরা। টুটু বাবু সবসময়ই হাস্যকর কথা বলেন।' এদিকে ডার্বি গুয়াহাটিতে সরার খবর শেষ মুহূর্তে জানানোয় ইস্টবেঙ্গলের টিকিট পেতে সমস্যা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। সবমিলিয়ে ডার্বির আগে মাঠের বাইরেও যে উত্তেজনা বাড়ছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

বিশ্বকাপের পরই সরছেন দেশঁ

প্যারিস, ৮ জানুয়ারি : ফ্রান্স ফুটবলে দিদিয়ের দেশেঁর জমানা শেষ হতে চলেছে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের পরই। আগামী বছর বিশ্বকাপের পর বিশ্বজয়ী কোচের সঙ্গে আর চুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছে না ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন।

২০১২ সালে ফ্রান্স জাতীয় দলের দায়িত্ব নেন দেশঁ। তারপর একযুগ কেটে গিয়েছে। মাঝে তাঁর প্রশিক্ষণেই ২০১৬ সালে ইউরো কাপে রানার্স হয় ফ্রান্স। ২০১৮ সালে ফ্রান্স বিশ্বকাপ জেতে দেশেঁর কোচিংয়েই। এরপর ২০২২ সালে বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হার। তারপরও ফ্রান্সের হেড কোচের পদে আসীন ছিলেন দিদিয়ের দেশঁ। তবে ২০২৪ ইউরো কাপের পর থেকেই তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে চর্চা শুরু হয়। শোনা যায়, এমবাপে সহ জাতীয় দলের একাধিক ফুটবলারের সঙ্গে ফরাসি কোচের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। তার জেরেই কি সরতে হচ্ছে দেশঁকে? উঠছে সেই প্রশ্নও।

এদিকে, ২৬ বিশ্বকাপের পর ফ্রান্সের নতুন কোচ কে হবেন তা নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা। এর আগে একাধিকবার জাতীয় দলে কোচিং করানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন জিনেদিন জিদান। তাঁর হাতেই দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হতে পারে।

ডার্বি জয় ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগের ডার্বিতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩-২ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের হয়ে জোড়া গোল করেন শেখর সর্দার। অপর গোলটি দেবব্রত রায় চৌধুরীর। মহমেডানের হয়ে গোল করেন ডিমগেল ও আখম মহেশ সিং। এদিকে মোহনবাগান কিপগেনের একমাত্র গোলে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও অ্যাডামাস ইউনাইটেড ম্যাচটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়েছে।

লিগ কাপে হার আর্সেনালের

লন্ডন, ৮ জানুয়ারি : লিগ কাপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে আর্সেনাল ঘরের মাঠে ০-২ গোলে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের কাছে হারল। ৩৭ মিনিটে নিউক্যাসলকে আলেকজান্ডার আইজ্যাক এগিয়ে দেন। ৫১ মিনিটে অ্যান্টোনি গর্ডন ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। ম্যাচের পর আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা বলেছেন, 'ম্যাচটায় দুই দলই আধিপত্য নিয়ে খেলেছে। তবে নিউক্যাসল গোলের সুযোগগুলিকে কাজে লাগিয়েছে। আমরা সেটা পারিনি।'

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন পাখির চোখ জকোর

ক্যানবেরা, ৮ জানুয়ারি : গত মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচের। ২০১৭ সালের পর প্রথমবার একটিও গ্র্যান্ড স্ল্যাম ছাড়া মরশুম শেষ করেছেন তিনি। তবে ব্যর্থতা ভুলে ফের ছন্দে ফিরতে মরিয়া এই সার্বিয়ান তারকা। সেই লক্ষ্যে প্রাক্তন ব্রিটিশ তারকা অ্যান্ডি মারেকে নিজের কোচ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। মারের অধীনেই আসন্ন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে দেখা যাবে ৩৭ বছরের তারকাকে। পয়া অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরুর আগে নোভাক বলেছেন, 'এই বছর আগের থেকে আরও ভালো পারফরমেন্স করব। আমি টেনিস ভালোবাসি এবং এখনও খেলাটাকে উপভোগ করছি। তরুণ টেনিস খেলোয়াড়দের সঙ্গে লড়াই করতে তৈরি রয়েছি।' কেরিয়ারে মোট ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন তিনি। তারমধ্যে দশটি অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। এবার সেই সংখ্যাটা বাড়ে কিনা সেটাই দেখার।

প্রস্তুতির ফাঁকে কোচ অ্যান্ডি মারের সঙ্গে আলোচনায় নোভাক জকোভিচ।

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে প্রণয়

কুয়ালালামপুর, ৮ জানুয়ারি : মালয়েশিয়া ওপেন ব্যাডমিন্টনে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন দুই ভারতীয় শাটলার এইচএস প্রণয় ও মালবিকা বানসোদ। প্রণয় প্রথম রাউন্ডে ২১-১২, ১৭-২১, ২১-১৫ পয়েন্টে হারালেন কানাডার ব্রিয়ান ইয়াংকে। ছাদ চুইয়ে জল পড়ার কারণে ম্যাচ বন্ধ ছিল বেশ কিছুক্ষণ। মালবিকা মাত্র ৪৫ মিনিটে ২১-১৫, ২১-১৬ পয়েন্টে গোহ জিন উইয়ের বিরুদ্ধে জয় পান।

অন্যদিকে, মিক্সড ডাবলসে তানিশা কাস্ত্রো-ধ্রুব কপিলা এবং পুরুষদের ডাবলসে সতীশ কুমার করুনাকরণ-আদ্য ভারিয়াথ সুপার ১০০০ মিটের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। তানিশা-ধ্রুব ২১-১৩, ২১-১৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার সুঙ্গ হিউন কো-হাই ওন ইওমকে। সতীশ-আদ্য স্বদেশীয় আশহিত সূর্য-আমরুথা প্রমুথেশকে ২১-১৩, ২১-১৫ পয়েন্টে হারিয়েছেন।

জয়ের উচ্ছ্বাস এইচএস প্রণয়ের।

জয়ী ডিপিএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শিলিগুড়ির সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি আন্তঃস্কুল ক্রিকেটে বুধবার ডিপিএস ফুলবাড়ি ৩ উইকেটে নির্মাণ বিদ্যাজ্যোতি স্কুলকে হারিয়েছে। ৫৮ রান করে ম্যাচের সেরা ডিপিএসের সৌর্য মিশ্র। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল ১০ উইকেটে বেলাকোবা হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। ১০ রানে ৪ উইকেট পেয়েছে ম্যাচের সেরা অনিকেত বাল্মীকি। আলিপুরদুয়ারের ম্যাকউলিয়াম হাইস্কুল ৪ রানে মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুলকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা ম্যাকউইলিয়ামের শুভম দাস। আয়োজকদের 'এ' দল ১০২ রানে এইচবি বিদ্যাপীঠের বিরুদ্ধে জয় পায়। ব্যাটে ৩৮ রান ও বল হাতে ২১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা ডিপিএসের দর্শ আগরওয়াল।

ভবানীপুর ক্লাবের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দল।

বাংলা দলকে আর্থিক পুরস্কার ভবানীপুরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : বুধবার সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলকে সংবর্ধনা দিল ভবানীপুর ক্লাব। বুধবার ক্লাব তাঁবুতে জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নরহরি শ্রেষ্ঠা, চাকু মান্ডিদের সম্মানিত করল তারা। এদিন ভবানীপুরের পক্ষ থেকে বাংলা দলকে তিন লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিন অনুষ্ঠানে বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন বলেছেন, 'ট্রফি জয়ের সব কৃতিত্ব ছেলেদের। তবে ওদেরকে বলব নিজেদের খেলার দিকে ফোকাস রাখতে।' এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মোহনবাগান সভাপতি স্বপনসাধন বসু, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ প্রমুখ।

ছবি : ডি মণ্ডল

জিতল বিধাননগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : সুকনা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সুকনা গোল্ড কাপ ফুটবলে বুধবার বিধাননগর এমএসএ কলকাতা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে ইউকেএফসি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা সুমিত মজুমদার।

মোহনবাগানে সই শিলিগুড়ির পাসাংয়ের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : মোহনবাগান রিজার্ভ দলে সই করেছেন শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাং। সদ্যসমাপ্ত ভদ্রেশ্বর গোল্ড কাপে সবুজ-মেরুনের হয়ে খেলেছেন তিনি। এইবছর কলকাতা লিগে কালীঘাটের হয়ে দারুণ ফুটবল উপহার দিয়ে ছিলেন শহিদনগরের এই ছেলেটি। এছাড়া মার্শাল কিসকু ও শিবম মুন্ডাকে ডেভেলপমেন্ট লিগের জন্য দলে নিয়েছে মোহনবাগান। অন্যদিকে অনূর্ধ্ব-১৫ লিগের জন্য আলিপুরদুয়ারের সুজল লামাকে দলে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

দাত্তু ফাদকার ট্রফি ক্রিকেট শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : দাত্তু ফাদকার ট্রফি আন্তঃমহকুমা অনূর্ধ্ব-১৫ স্কুল ক্রিকেট বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে ডিএভি স্কুল ৫ উইকেটে দুন হেরিটেজ স্কুলকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। চাঁদমণি মাঠে টসে হেরে দুন ১৫.৫ ওভারে ৫৩ রানে অল আউট হয়। দীপককুমার সিং ১৩ রানে পেয়েছে ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করে আয়ুষ বসু (১৩/২)। জবাবে ডিএভি ১৪ ওভারে ৫ উইকেটে ৫৪ রান তুলে নেয়। আশুতোষ গিরি ২৩ রান করে। দেববাহাদুর দোরজি ৯ ও নবনীত শর্মা ৩০ রানে নেয় ২ উইকেট। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে দিল্লি পাবলিক স্কুল ফুলবাড়ি ও বিড়লা দিব্যজ্যোতি।

প্রতিযোগিতার দুইটি সেমিফাইনাল হবে ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি। ফাইনাল ১৬ জানুয়ারি।

ম্যাচের সেরা হওয়ার পর ডিএভি স্কুলের দীপককুমার সিং (বাঁয়ে)।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা বামাচরণ মাটে - কে

14.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 66K 32218 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি প্রতিটি এলাকায় বেশ কিছু কোটিপতি তৈরি করেছে যা মিডিয়া থেকে সুপরিচিত। আমি কিঞ্চিত পরিমাণ কিছু অর্থ ব্যায় করে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। আমার সময় পরিবর্তন হয়ে ভালো সময় এসেছে এবং আমি এখন একজন কোটিপতি হয়ে গেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন নীরজ কারকি। বুধবার।

ফাইনালে কনকাই এফসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : মধুর মিলন সংঘের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল কনকাই এফসি নেপাল। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে সিকিম পুলিশকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা নীরজ কারকি।

সেরা আমলাবাড়ি

ডালখোলা, ৮ জানুয়ারি : সিপিআইএম-র ২৪তম উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্মেলন উপলক্ষ্যে ডালখোলা শ্রী অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়ের মাঠে ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বুধবার। ফাইনালে আমলাবাড়ি ভলিবল দল ২-১ ব্যবধানে কাজিভিটা ভলিবল দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট নয়টি দল অংশগ্রহণ করেছিল।

প্রথম সন্তু, সীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : কোচবিহার স্টেডিয়ামে প্রবীণ ক্রীড়ায় শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সন্তু ঝা প্রথম হয়েছেন ৪০ ঊর্ধ্বদের শট পাট ও ডিসকাস থ্রোয়ে। সীমা বড়াই ৫৫ ঊর্ধ্বদের শট পাটে প্রথম হয়েছেন। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন তিনি ডিসকাস থ্রো ও ৪০০ মিটার দৌড়ে। ৫৫ ঊর্ধ্বদের লং জাম্পে প্রথম ও ১০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় হন নির্মলকান্তি মণ্ডল। মালতি দে ৫০ ঊর্ধ্বদের ডিসকাস থ্রোয়ে প্রথম এবং শট পাট ও ১০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন। ৩৫ ঊর্ধ্বদের শট পাটে প্রথম হয়েছেন বর্ণালী ভৌমিক। প্রমীলা রায় ৪৫ ঊর্ধ্বদের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় হয়েছেন। তপন দাস দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন ৫৫ ঊর্ধ্বদের লং জাম্পে। লিপিকা রায় ৪০ ঊর্ধ্বদের শট পাট ও ডিসকাস থ্রোয়ে তৃতীয় হন।